CONTENT

Friday, the 8th February, 1991.

Monday, the 11th February, 1991.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 8th February, 1991 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Honourable Shri Joytirmay Nath) Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, Seven Ministers, Nine Ministers of and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য গণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্য-গণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধমপুর):— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৬৯।

মিঃ স্পিকার - অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নং — ৬৯

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি স্পিকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৬৯

প্রশ্ন

১। ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট প্ল্যান্টেশান কর্পোরেশানের বিভিন্ন প্ল্যান্টেশান এবং রাবার প্রসেসি -এ নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৮৭-৮৮ বৎসরে এবং ১৯৯০-৯১ বৎসরে কত,

২। ইহা কি সত্য যে, ছাঁটাই, উন্নয়নের কর্মসূচী বন্ধ করে দেয়া প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার প্ল্যান্টেশানগুলিকে ফেলে রাখা ইত্যাদির ফলে রাজ্য গ্রামাঞ্চলের মানব সম্পদের ব্যবহার দ্রুত কমে গিয়েছে ?

উত্তর

১। ফরেষ্ট কর্পোরেশন ডিভিশান	১৯৮৭-৮৮	১৯৯০-৯১
সদর	১৮৪০	১৮৫৬
উত্তর	৩০০৬	২৪৩০
দক্ষিণ ১নং	৩৫৪১	৩৪৮৪
দক্ষিণ ২নং	৬১১	৪০৬
	৮৯৯৮	৮১৭৬

২। প্ল্যান্টেশানের বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের সাথে সাথে কর্পোরেশনে কার্যকলাপ ধাপে ধাপে অনুসারে বৃদ্ধি পায় এবং ঋতু নির্ভর প্ল্যান্টেশানের কাজে জন্য দৈনিক অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) : – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই রাজ্যে রাবার প্ল্যান্টেশানের হাতে বিরাট অঞ্চল রয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত, এবং তার সাথে রাজ্যের আয় ব্যাপকভাবে বাড়ত। স্যার, গত তিন বছরে এন, সি, পাড়া, রাতাছড়া, সাচিরাম পাড়া, কাঞ্চনপুর ইত্যাদি যে সমস্ত ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান যেগুলি বামফ্রন্ট সরকারের সময় তৈরী হয়েছিল তা আর অ্যাম্নটেনশান করা হয়নি নতুন করে। নতুন করে কোন কর্ম সংস্থানেরও ব্যবস্থা করেনি তা সত্য কিনা? শুধু তাই নয়, আজকে সেখানে কর্ম সংস্থানের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, নতুন করে ছাঁটাই হচ্ছে সাঁচিরাম পাড়ার তা সত্য কিনা?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, লেটেষ্ট কান্সেকশানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক স্কিল লেবারের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু আনস্কিল কমে। কারণ, বাগান সাফ করতে হয় না।

বিশেষ বিশেষ কাজে শ্রমিকের দরকার হয় না সে জনা কমে যয়। ফুন বাগান না করার পেছনে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কিছুটা অসুবিধা রয়ে গেছে। পি. এফ. এ, রাজী হচ্ছে না। স্যার, দিল্লী সরকার রিলিজ না করলে আমরা বাগান করতে পারি না। সে জন্য প্রজেক্ট আরম্ভ করতে পারছি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্ট রী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পি এফ বাধা আছে। প্রটেকটেড ফরেষ্ট এলাকা বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত করে সমস্ত রিলিজ কর দিয়েছেন যে, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের আর সেখানে কোন দায়িত্ব থাকবেনা। সেটা রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট এবং সেখান থেকে সরাসরি ফরেষ্ট কর্পোরেশন থেকে ব্যাপক এলাকায় চাষের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে! মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই পি, এফ এলাকাকে কেন সম্প্রসারিত করেন কিছু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কেন অনুমোদন আনেনি যাতে ব্যাপক ভাবে সব সম্প্রসারিত করতে পারে এবং রাবার প্ল্যান্টেশানকেও কেন তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীরাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, ফরেষ্ট কনজারভেশান এ্যাকট্‌ ৮০ অনুসারে এটা সম্ভব নয়। তাছাড়া রাবারকে ফরেষ্টের সঙ্গে এখনও এসিষ্ট করা হয়নি। সেইজন্য এটা সম্ভব নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮৮ ইং সাল থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত এই কর্পোরেশনের আওতার নতুন করে কত হেক্টর জমি রাবার চাষের আওতায় এসেছে। দ্বিতীয়ত যে, সমস্ত পুরানো বাগানগুলি ছিল তার মধ্যে কত পরিমান বাগানের কাজ এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার. ফরেষ্ট কনজারভেশান এ্যাকট্‌ ৮০ অনুসারে পি, এফ – এ এটা সম্ভব নয় এবং রিজার্ভ ফরেষ্টেও এটা সম্ভব নয়। পুরানো যে সমস্ত বাগানগুলি আছে সেগুলির কাজ আমরা করেছি। লেটেক্স কানেকশন ইত্যাদি স্কিল ওয়ার্ক করতে কম লোক লাগে। কিন্তু জঙ্গল সাফ করতে অনেক লোকের দরকার। সেক্ষেত্রে প্রজেক্ট আমরা পুরাপুরি আরম্ভ করতে পারিনি, এই ফরেষ্ট কনজারভেশন এ্যাকট্‌ ৮০ র রাজ্য। এটা যাতে অতি সত্বর ফরেষ্ট থেকে রিলিজ করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— এটাতো বামফ্রন্ট সরকার ফরেষ্ট থেকে রিলিজ করে দিয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার রিলিজ করে দিয়েছিলেন, এটা মিথ্যা কথা। . । য় রলিজ করেছেন, কাগজ দেখান।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরায় রাবার বনসম্প্রসারিত করা, রাবার উৎপাদন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থা এই জোট সরকার করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদ্রাউককুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার রিলিজ করার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে। এটা রাজ্য সরকার পারে না।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮০ ইং সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার করপোরেশানের ফাস্ট ফেজ অব ওয়ার্ক শেষ করেছিলেন এবং সাড়ে চার হাজার হেক্টর জমি রাবার চাষের আওতায় এনেছেন। আমরা মন্ত্রিসভায় এনে সিদ্ধান্ত করে প্রয়োজন মত জায়গা নিয়ে কাজ করেছি। কিন্তু এই অপদার্থ মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনেননি। নুতন রাবার চাষ করার কোন উদ্যোগ নেননি। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেকেণ্ড ফেস ফজেক্ট তৈরী হওয়ার পর যেখানে ৮ হাজার হেক্টর জমি নুতন করে রাবার চাষের আওতায় আনার কথা, সেটাকে পরিকল্পিতভাবে বন্ধ করে দিয়ে এই জোট সরকার সমগ্র রাবার চাষটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। এটা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা বন্ধ করতে চাই না। আমরা রাবার বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা জানি প্লান্টেশান ত্রিপুরার অর্থনৈতিক চেহারাটাকে পাল্টিয়ে দিতে পারি। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যাতে আমরা কিছু জমি রিলিজ করতে পারি, তারজন্য চেষ্টা করছি। আর উনারা যে কথা বলেছেন, উনারা সরকারে থাকতে রিলিজ করেছেন, এটা ঠিক নয়।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চীফ কমিশনার সিদ্ধান্ত করে এই পি. এফকে আটকে রেখেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ক্যাবিনেট ডিসিশন করে চীফ কমিশনারের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই পি. এফ কে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

শ্রীদ্রাউককুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য সমরবাবু ফরেষ্ট কনজারভেশান এ্যাক্ট ১৯৮০ পড়েননি। তাই উল্টাপাল্টা কথা বলছেন।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীলকুমার চাকমা।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পিকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী :— ছাত্রছাত্রীর কথা বিবেচনা করে, ছাত্রছাত্রীদের রক্ষার জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) : – সাপ্লিমান্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, বামফ্রন্টের আমলে জুমিয়া লোপাই নামে একটা বোর্ডিং করা হয়ে ছিল। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে একটা, দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর এবং চন্দ্রপুরে একটি করে এই বোর্ডিং চালু করে ছিল। সেখানে ক্লাস টু থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যান্ত পড়ানো হয় বিভিন্ন সাবডিভিশন থেকে ! ওদের জীবনকে পঙ্গু করার জন্যে এইটা খোলা হয়েছে এইটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা। এই জুমিয়া লোপাই হোষ্টেলগুলিতে যে স্কীম দেওয়া হয়েছে সেগুলি টেম্পোরারি না পারমানেন্ট স্কীম। বামফ্রন্টের আমলে এই ছাত্রছাত্রীদের জীবনকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করে এই লোকষ্ট হোষ্টেল খোলা হয়েছিল তা মানীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা ! আমরা বিধানসভা থেকে এস, টি কমিটি ট্রাবোপ্রোগ্রামে গিয়ে দেখে এসেছি। এখানে তাদের জীবন জীবিকা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে; ভবিষ্যত বলতে কিছুই নাই, কোন পারমানেন্ট স্কীম নেই। এইসবগুলি তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং তাদের ভবিষ্যত জীবনের একটা উজ্বল রাস্তা খুঁজে বের করবেন কিনা ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত তথ্য কমিটি যেটা করেছেন তারা যা দেখেছেন, সেই অনুযায়ী রিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে এবং জুমিয়া ছাত্রদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে উপযুক্ত সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পিকার : – মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক ও শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরিশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ৪২।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) : – অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ৪২।

প্রশ্ন

১। ইহা সত্য কি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও আর্থিক বরাদ্দ থাকা সত্বেও প্রশাসনিক জটিলতার জন্য দক্ষিণ জেলা নবোদয় বিদ্যালয় এখনও পর্যন্ত চালু করা হয় নাই এবং

চলতি আর্থিক বছরে নুতন বোর্ডিং হাউস নির্মানের তালিকায় রামগুনী চৌধুরীপাড়া হাইস্কুলের জন্য কোন প্রস্তাব নাই।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রামগুনী মাধ্যমিক স্কুলে বোর্ডিং হাউস চালু করার জন্য মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এখানে এনেছেন, এটা খুব যুক্তি সঙ্গত এখানে মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, নুতন বিল্ডিং তৈরী হবে। কিন্তু পুরানো যে স্কুল গৃহটি আছে সেই গৃহটিতে দীর্ঘ দিন কাজ করা সম্ভব হবে না, কারণ ঘরটি খুব বিপদজনক অবস্থায় ঝুলে আছে। তাই ঐ স্থানে নুতন বিল্ডিং করার জন্য চলতি আর্থিক বছরে সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, এই চলতি আর্থিক বছরে নুতন করে স্যাংশান করে নুতন বোর্ডিং হাউস করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেখানে ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার কথা চিন্তা করে নুতন স্কুল গৃহের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হওয়ার পর গৃহটিতে বোর্ডিং হাউস করা যায় কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, বামফ্রন্টের আমলে একটা স্কীম ছিল যেখানে প্রয়োজন ছাত্রাবাস করা যাচ্ছে না। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ী ভাড়া করে দিয়ে থাকে এবং তাদের বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে এবং ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। বামফ্রন্ট সরকার এইটা চালু করে ছিল এবং কার্যকরীও করে ছিল। কাজেই, যেখানে হোষ্টেল চালু করা যাচ্ছেনা সেখানে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ী ভাড়া দিয়ে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— এই রকম কোন কিছু আমরা এক্ষুনি ভাবছিনা আমরা দেখেছি বিগত দিনে এই সুযোগে তারা অনেক টাকা গায়েব করেছেন। এইটা যাতে আবার চালু না হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, বামফ্রন্টের আমলে ক্লাস ইলিভেন টুয়েলভ পর্য্যন্ত একটা একজিসটিং স্কীম চালু ছিল, যেটা এখন কোথাও নেই। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, দুর্নীতির কথা, দুর্নীতি যদি হয়ে থাকে সেটা দেখতে পারেন কিন্তু এইজন্য অ্যাকজিষ্টিং স্কীম ফর ক্লাস টুয়েলভ ইলিভেন ষ্টুডেণ্টস ইট কেন নট স্টপ। এইটা যাতে চালু থাকে এইটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় দেখবেন কিনা?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :-- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় রামগুনী মাধ্যমিক স্কুলে, উপজাতি বোর্ডিং হাউস খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হঁ্যা, রামগুনা চৌধুরীপাড়া হাই স্কুলে একটি উপজাতি ছাত্রাবাস খোলার প্রস্তাব আছে।

২। সত্বরই ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় রামগুনী মাধ্যমিক স্কুলে, উপজাতি বোর্ডিং হাউস খোলার পরিকল্পনা আছে। এখানে উপজাতি যে গ্রামগুলি আছে, সেগুলি ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা এবং ঐ এলাকায় রিয়াং সম্প্রদায় এবং আরও কয়েকটি সম্প্রদায় আছে কিন্তু, তারা লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই আমি জানতে চাই অতি সত্বর এই বোর্ডিং হাউস করে ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) : – রামগুনী চৌধুরীপাড়া হাইস্কুলের নুতন স্কুল গৃহ নির্মান কার্য্য প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে। নবনির্মিত স্কুল গৃহে পঠন পাঠনের কার্য্য আরম্ভ করার পর পুরাতন স্কুল গৃহে বোর্ডিং হাউস খোলার প্রস্তাব উত্তর জেলার উপ-শিক্ষা অধিকর্তা করিয়াছেন। একটি অব্যবহৃত তরজার ঘরে বোর্ডিং হাউস চালু করার একটি প্রস্তাব স্কুল কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘরটি বিপদজনকভাবে হেলিয়া থাকায় উত্তর জেলার উপশিক্ষা অধিকর্তা ইহাতে বোর্ডিং হাউস চালু করার পক্ষপাতী নহে।

নূতন স্কুল গৃহের কার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হওয়ার পর পুরাতন স্কুল গৃহটিকে বোর্ডিং হাউস করার জন্য কার্য্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা আংশিক সত্য।

২। নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেলেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

বাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা দক্ষিন ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মনুতে এই নবোদয় স্কুল চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে জায়গা চেয়েছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার সেই জায়গা দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসককে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি গঠন করে তাদের হাতে টাকাও তুলে দিয়েছিলেন এবং জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এইটার কোন প্রকার উদ্যোগ না নেওয়াতে, কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না রাখতে, কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিয়েছেন, সেটা সম্পর্কে কোন রিপোর্ট না দেওয়ার দরুন এই কাজটা বন্ধ হয়ে আছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, তদানিন্তন সরকার ত্রিপুরার মানুষকে ভাওতা দিয়েছিলেন এইটা একটা জলন্ত উদাহরণ। নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ দপ্তর (শিক্ষাবিভাগ) নূতন দিল্লী ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে দক্ষিন জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করার জন্য প্রাথমিক ব্যায় নির্বাহ করার জন্য ২ লক্ষ টাকা দক্ষিণ জেলা শাসকের নামে মঞ্জুর করেন।
জেলাশাসক মঞ্জুরীকৃত টাকা উদয়পুর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক জমা রাখেন। নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য নির্ব্বাচিত স্থান ন্যাশানেল প্রজেক্ট কন্সট্রাকশান কর্পোরেশানকে হস্তান্তর করিতে বিলম্বহেতু ১৯৮৭-৮৮ ইং তে বিদ্যালয়ের নির্মানের কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নাই। স্যার, তদানিন্তন সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নবোদয় বিদ্যালয় নিয়ে তাদের সন্দেহ ছিল তারা নূতন শিক্ষানীতিকে সমর্থন করতে পারেন নাই। মানুষের ভয়ে মানুষকে ভাওতা দেবার জন্য তারা একদিকে বলছেন যে আমরা নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য জায়গা নিয়েছি। আর অন্যদিকে ন্যাশানেল প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশান কর্পোরেশান কাজ যাতে না করতে পারে তার জন্য জায়গা দিয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি ২ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানায়। অর্থাৎ তারা এই জায়গাটা

যথাসময়ে হস্তান্তর না করাতে নবোদয় সমিতি পরবর্তীকালে ঐ টাকা ফেরত দিতে চায়। ফলে, দক্ষিন জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ স্থগিত থাকে। স্যার, আমি নিজে দক্ষিন জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিষয়টি দেখিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। বিষয়টি এখনও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রীর বিবেচনাধীন আছে। স্যার, আমি ইতিমধ্যেই কেন্দ্র মানব সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রীর কাছ থেকে একটা চিঠি পাইয়াছি, চিঠিট হচ্ছে - I have received your latter No. F, 11 (15-52)-DES/83 dated 7th January, 1991 regarding setting up of Navuday Vidyalaya in South and North Tripura District,

I am giving the matter looked in to.

With regards স্যার, তারা কোন সময় চান না মনেপ্রানে যে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপিত হোক ত্রিপুরাতে, আর মানুষকে ভাওতা দিয়েছেন আমরা করছি বলে, জায়গা হস্তান্তর না করে যাতে বিদ্যালয় গৃহ নির্মান না হয় এই ব্যবস্থা তারা করেছেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার এইটা তিনি ঠিক বলেছেন না কেন্দ্রীয় সরকার টাকা যখন দিয়েছিলেন জেলাশাসককে তখন বামফ্রন্ট সরকারের শেষ অবস্থা, তার পরেই সরকার চলে যায় স্যার পরিকল্পিতভাবে সমস্ত কিছু তুলে দেওয়া হয়েছিল, জায়গাও দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঐ টাকা ফেরত দিয়েছেন, দক্ষিন ত্রিপুরায় যেহেতু ঐটা একটা জেলাপরিষদ এলাকার মধ্যে, উপজাতি অঞ্চলের মধ্যে সেজন্য এই সরকার উপজাতি বিরোধী সরকার। কাজেই সেই স্কুলটা যাতে হতে না পারে তার জন্য ঐ অরুন বাবু তেলিয়ামুড়ার হাওয়াই বাড়ী থেকে এইটাকে নিয়ে গেছেন রামচন্দ্র ঘাটে। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চল গুলিতে তখন এইগুলি করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঠিক এই কারণে এই বীরচন্দ্র থেকে এইটাকে সরিয়ে দিলেন যাতে এইটা সেখানে হতে না পারে। তার জন্য পরিকল্পিত চক্রান্ত করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি স্পষ্টভাবেই বলেছি যে ন্যাশানেল প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশানকে তদানিন্তন সরকার জায়গা দেননি। যখন দেবার কথা ছিল তখন তারা জায়গাটা হস্তান্তর করেননি ফলে নবোদয় বিদ্যালয় এই প্রস্তাবিত স্থানে আর গড়ে উঠতে পারেনি।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৪,

শ্রীমতি বিভারানী নাথ (মন্ত্রী) :-- মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৮৮ ইং ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৯০ এর সেপ্টেম্বর পর্যান্ত বায়স্কাভাতা, বিধবা ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতার পরিমান বাড়ানো হয়নি, এবং

২। সত্য হয়ে থাকলে বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৩। ইহা কি সত্য যে, উক্ত সময়ের মধ্যে এই সমস্ত ভাতা প্রাপকদের কোন নতুন সংখ্যা (কোটা) বৃদ্ধি পায় নাই,

৪। সত্য হলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ২। সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। ৩। হ্যাঁ, তবে সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকার দ্রুত দপ্তরের প্রস্তাব খতিয়ে দেখছেন।

৪। আর্থিক অপ্রতুলতা ইহার কারণ। তবে ভবিষ্যতে আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী সরকার প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক-মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি যে, বিধবা ভাতা, বয়স্কা ভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা যে সমস্ত দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকদের দেওয়া হয় জিনিষ পত্রের দাম বাড়ানোর জন্য। বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সেই ভাতার পরিমান বাড়ানোর প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বলবেন কিনা। এবং সেটা কবে নাগাদ বাড়ানো হবে কিনা ও কত টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে ?

আরেকটা হলো—মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি যে, এই স্কীমের আওতার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষকে আনার জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েত ভিত্তিক অন্ততঃ পাঁচ পাঁচ জন করে বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীমতি বিভানাথ রানী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হলে এই সংখ্যা বাড়ানো যাবে।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন যে, অর্থের অপ্রতিকূলতার জন্য এই সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যে, এই বার্দ্ধক্য ভাতা এবং বিধবা ভাতা বামফ্রন্ট সরকার করে ছিলেন এবং বামফ্রন্ট সরকার যে পরিমান ভাতার হার নির্ধারিত করে দিয়ে ছিলেন —আজকে তিন বছর পরেও কি সেই হারকে একটুও বাড়ানো যায়নি— একটি পয়সাও বাড়ানো এই সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্যার, এই অর্থের অপ্রতিকুলতার জন্য কি একজন বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধদেরকে অন্তত ৫ টাকাও দেওয়া এই সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি জোট সরকার কি এতই দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন? আর বামফ্রন্ট সরকার যে সংখ্যা নির্ধারিত করে, দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী একজনকে কি এই দেউলিয়ার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি?

শ্রীমতি বিভারানী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই বার্দ্ধক্য ভাতা বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই হয়েছে তা ঠিকই। কিন্তু সেটা কারা পেয়েছে- তাদের দলীয় ক্যাডার এবং ক্যাডারের স্ত্রী, তারাই এই ভাতা পাচ্ছেন। এখন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা বিবেচনা করছি যাদের প্রয়োজন তাদেরকেই এই ভাতা দেওয়া হবে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যাদের এই বয়স্ক ভাতা দেওয়া হয়েছিল তাদের অনেকেরই নির্ধারিত বয়স সীমা পার হয়নি তাদের মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে এইটা দেওয়া হয়েছে। কাজেই এইটা চেক করে যাদের বয়স সীমা পার হয়নি তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া হবে কিনা এবং এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে নতুন ভাবে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে, সেই পঞ্চায়েত ভিত্তিক এই বয়স্ক ভাতা দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীমতি বিভানাথ রানী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম অনেক অভিযোগ রয়েছে। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকারের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি। আমাদের সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা ঠিক যে, অনেক ক্যাডারের স্ত্রী যাদের বয়স ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত হয় নাই। তাদেরকেও দেওয়া হয়েছে। আর নুতন যে কথাটা বলেছেন সেটা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীগৌরিশঙ্কর রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কিনা প্রতি ব্লকে এবং প্রতি পঞ্চায়েতের জন্য দুই জন করে নতুন বৃদ্ধ ভাতা দেওয়ার জন্য মাননীয় তৎকালীন ডিরেক্টর সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে পর্য্যন্ত সেটা পাওয়া গেল না। এটা কি পর্য্যায়ে আছে এবং সহসা পাওয়া যাবে কিনা এটা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ?

শ্রীমতি বিভারানী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, বর্তমানে আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য সেটা দিতে পারছেন না। আমরা এই হাউসে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাই। কারণ আর্থিক সচ্ছলতার ব্যাপারটা যেহেতু বছরের প্রারম্ভেই বাজেট। কাজেই আগামী আর্থিক বছরে সেটা স্কীম ওয়াইজ পঞ্চায়েত লেভেল করবেন কিনা ?

শ্রীমতি বিভারানী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আগামী আর্থিক বছরে সরকারের এই ধরনের পরিকল্পনা আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক বৃদ্ধ এই ভাতা পাওয়ার আগেই মারা যান। কাজেই প্রতিমাসে তারা যদি ভাতা পান তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীমতি বিভারানী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্টের আমলে তিন মাস অন্তর অন্তর দেওয়া হত ! বর্তমানে সেটা প্রতি মাসেই দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্যের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ !

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৬ !

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৬।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৬।

১। বর্তমান ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বর্ষে তারাপুর হাই স্কুলে স্থায়ী ঘর নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা,

২। যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। যদি গ্রহণ না করে থাকেন তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। না,

২। প্রশ্ন উঠেনা,

৩। অর্থাভাব তার কারণ!

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৭ দিন আগে এই তারাপুর স্কুলটি সফর করে আসেন! বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে যে ঘরটা ছিল তার একদিক দিয়ে শিয়াল ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। কাজেই এটা ভাল ভাবে ঠিক করার ব্যবস্থা করবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি সেই স্কুলটি ভিজিট করেছি সত্য কথা। উক্ত স্কুলের তিনটি ঘরের মধ্যে ৭টি কক্ষ আছে। ঘর গুলি মেরামতের জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের জন্য আরও ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্থায়ী ঘর নির্মানের জন্য আমরা আগামী আর্থিক বছরে বিবেচনা করব।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ:— তিনটা ঘরের মধ্যে একটাও ঘরের বেড়া এই দশ হাজার টাকা দিয়ে হবে কিনা সন্দেহ। সরকার স্কুলের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন কিনা সেটা জানাবেন কি?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— সরকার এই স্কুলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৩।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে তফশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রাবাসের সংখ্যা কত,

২। যে সমস্ত ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীবাসের নির্মান কার্য্য আরম্ভ করা সত্বেও এখন সমাপ্ত হয়নি তার সংখ্যা কত,

৩। বড় কাঁঠালিয়া এবং কাত্তলামারা স্কুলে ছাত্রাবাস নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

৪। যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ নির্মান কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। মোট তফশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রাবাসের সংখ্যা ৮২।

২। ৪০ টি।

৩। উভয় স্কুলেই একটি করিয়া ছাত্রাবাস আছে। নতুন কোন ছাত্রাবাস নির্মানের বর্তমানে পরিকল্পনা নেই।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন রাজ্যে ৪০টি তফশিলী জাতি এবং উপজাতিদের ছাত্র-ছাত্রীবাস অর্ধ নির্মিত অবস্থায় আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই অর্ধ নির্মিত যে সমস্ত দালান ঘর সেটা কবে নাগাদ শেষ হবে, এবং সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

২নং প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত হোষ্টেল গত বছরে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই গুলি এখন পর্য্যন্ত খোলা হয়নি, এই গুলি খোলার ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা।

৩। কাত্তলামারা এবং বড়কাঁঠালিয়া ছাত্রাবাস গত কংগ্রেসের আমলে তৈরী। গত দশ বছর বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন ওরা হোষ্টেলকে দালান করার জন্য, ওয়াল করার জন্য, বিভিন্ন ধরণের প্রতি শ্রুতি দিয়েছিল। স্বয়ং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু আমাকে নিয়ে সাইড সিলেকশন করেছে। কিন্তু ওদের আমলেতো হয় নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভাওতা দিয়েছে। তাছাড়া কাত্তলা মারার কথাতো এখানে বলার অপেক্ষা থাকেনা। ঐ বামফ্রন্ট আমলের একটি ঘর আট বাই ষোল ছিল। আমরা বহুবার ধর্মঘট করেছি কিন্তু উনারা করেন নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সরকার এই কাত্তলামারা এবং বড়কাঁঠালিয়াকে নতুন দালান করার জন্য, ঘর করার জন্য কোন

পরিকল্পনা নিচ্ছেন কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে ৭০টি ছাত্রাবাসের নির্মান কার্য্য যেটা এখনো সমাপ্ত হয়নি। এইসব নির্মান কার্য্য যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে এটার জন্য পূর্ত্ত দপ্তরের সঙ্গে শিক্ষা দপ্তর যোগাযোগ রাখছেন। যে দশটি ছাত্রাবাসের নির্মান কার্য্য শেষ হয়েছে। ঐ গুলি চালু করা সম্ভব হয়নি। পাচক এবং সাহায্যকারী ইত্যাদি নিয়োগ না হওয়াতে চালু করা সম্ভব হয়নি। পাচক এবং সাহার্য্যকারী অচিরেই নিয়োগ করা যায়, এই জন্যই অর্থ দপ্তরের সঙ্গে আমরা পদ সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা করছি, এবং উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি। পদ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাচক এবং সাহার্য্যকারী নিয়োগ করে হোষ্টেল গুলি যাতে চালু করা যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।
কাতলামারা হাইস্কুল ১৮ আসন বিশিষ্ট এবং বড়কাঁঠালিয়াতে ৩০ আসন বিশিষ্ট যে ছাত্রাবাসটি আছে তার সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে কিছু টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। কাতলামারা বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসটি আমুল সংস্কারের প্রয়োজন। এটার জন্য এস্টিমেট বাড়াতে বলা হয়েছে। পাকাবাড়ী নির্মানের কার্য্য ভবিষ্যতে করা হবে।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, আগামী আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আরো প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বোর্ডিং এর সুযোগ পায় না। কাজেই এই সমস্ত ছাত্রদের কথা চিন্তা করে আগামী আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে আর কয়টা ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীবাস করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, উপজাতি এবং তফসিলী জাতিদের কথা বিবেচনা করে সরকার পরিকল্পনাধীন এই জাতীয় ছাত্রাবাস গড়ে তোলার পরিকল্পনা ইতি মধ্যে নিয়েছেন। সঠিক সংখ্যা ইত্যাদি সমন্ধে সঠিক আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :—মাননীয় মন্ত্রী জানা আছে কিনা, বিগত সরকারের আমলে এবং এই সমস্ত যে এস. টি, এস, সি হোস্টেল বিল্ডিং গুলি করা হয়েছিল, এই সমস্ত হোস্টেলগুলি বেরি মাস্ট আন-সাইন্টিফিক ভাবে করা হয়েছিল। আমরাও অনেকটা দেখেছি এসেমব্লী কমিটির মাধ্যমে। এই সমস্ত হোস্টেলগুলি বেরি মাষ্ট আন-সাইন্টিফিক ভাবে কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে। যার ফলে হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা ইউরিনাল লেট্রিন ব্যবহার করতে পারছে না। এটা বাথরুম না লেট্রিন

না এটা ইউরিনাল বুঝায় মুস্কিল, সব সমান। জল যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। এই ভাবে আন্ সাইন্টিফিক্ ভাবে হোষ্টেলের বিল্ডিংগুলি কনস্ট্রাক্শান করা হয়েছে। যার সাইন্টিফিকেলি ষ্টুডেণ্ডদের মধ্যে সাইন্টিফিক ভাবে বসবাস করে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে মানসিকতা এবং পরিবেশ থাকে না। অতএব, এই সমস্ত হোষ্টেলগুলির বিল্ডিং যে কনস্ট্রাকশন করা হয়েছিল এটা সরকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরিকল্পনা আছে কিনা; মাননীমন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, এসেম্ব্লি কমিটিগুলি সারা রাজ্যে বিভিন্ন বিল্ডিং ও অফিস গুলি তারা দেখে এসেছেন। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মচারী বা কর্মকর্তারা যারা আসেন তারাও দেখছেন। এই ধরনের অসুবিধাগুলি দুর করার জন্য আগামী দিনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শ্রী খগেন্দ্রচন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :-- মাননীয়মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই টার প্রোগ্রাম করেছি, আমরা দেখেছি একটি ছাত্রবাসে নয় মাস ষ্টাইপেণ্ড পায় নাই। অথচ টাকা আছে; এই ভাবে প্রত্যেকটি হোষ্টেলের মধ্যে জানালা থাকলে দড়জা নাই, দরজা থাকলে জানালা নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই, ব্যাঞ্চ নেই। সুপারিণ্টেণ্ডেট পর্যান্ত ভালভাবে দেখবাল করেন না।

দুই নম্বর স্যার, আমরা দেখেছি যে, উনি এখানে ৪০টা ছাত্রবাস পুন: নির্মানের কথা বলেছেন এই ৪০টা ছাত্রবাস এটাকি বামফ্রন্টের আমলে তৈরী হয়েছিল, নাকি সিন্দান্ত নিয়েছিল, নাকি উনারা করেছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, টাকা ছিল অথচ ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়নি। টাকার যে অসুবিধা তা আমরা অতিক্রম করিতে পেরেছি। আমরা এল. ও, সি ইত্যাদির মাধ্যমে টাকা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। যদি কোন বিদ্যা-লয়ের গাফলতিতে ঐ রকম ছাত্র স্বার্থ ব্যহত হয়ে থাকে তাহলে সুনিশ্চিত ভাবে জানালে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর যে সমস্ত বোর্ডিং হাউস ভগ্ন প্রায় অবস্থায় আছে সেগুলির সরকার বিবেচনা করছেন। এইরকম সরকারের গোচরে আনলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু নিয়ম নীতি অনুসারে টেণ্ডার কিংবা কাজ দেওয়া এই সবগুলি পূর্তদপ্তরের যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা আছে সেই ভাবে চলবে। আর যে ৪০টি নির্মান কাজের কথা বলা হয়েছে, সেটা আমরা বলতে পারলাম না। কোন সময়ে সেটা দেওয়া হয়েছিল, এটা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া হবে।

ডেপুটি স্পীকার :— অনেকটা হয়ে গেছে আর একটিও না। এখন মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১১

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১১।

প্রশ্ন

১। টি এন, ভি চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে মোট কত অর্থ বরাদ্দ করেছেন। (৮৮-৮৯, ৮৯-৯০, ৯০-৯১, ৯১-৯২ বৎসর ভিত্তিক হিসাবে)

১। টি, এন, ভি, চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে টাকা বরাদ্দ করিয়াছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৮৮-৮৯ ইং সনে— ১০ কোটি টাকা
১৯৮৯-৯০ ইং সনে— ১১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা
১৯৯০-৯১ ইং সনে— ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা

প্রশ্ন

২। ইহা কি সত্য যে ২। ৬। ৮৯ ইং সালে টি, এন, ভি চুক্তির সেন্ট্রাল এমপাওয়ার কমিটি প্রথম বৈঠক টি, এন, ভি চুক্তির মেমোরেণ্ডাম প্যারা ৩, ৪ অনুযায়ী 'শ্রমিক বিদ্যাপীঠ' নামে আগরতলায় আমতলীতে রামকৃষ্ণ মিশনকে ৫'৪২ ক্রোর বরাদ্দ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল?

উত্তর

২। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, সত্য। তাহলে টি, এন, ভি চুক্তি অনুযায়ী মেমোরেণ্ডাম ৩, ৮এ শ্রমিক বিদ্যাপীঠকে অর্থ দেওয়ার কোন এগ্রিমেন্ট ছিল কি এবং এই মেমোরেণ্ডাম

৩° ৮ কি টি, এন, ভি চুক্তির মধ্যে পড়ে? এবং ৫, ৪২ কোটি টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে দেওয়ার কারণ কি?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :-- উপজাতি ছেলেদের কারিগরী শিক্ষার জন্য এই টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ধাঁচে আমতলীতে শ্রমিক বিদ্যাপীঠ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন এবং তার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫, ৪২ কোটি টাকা। এই টাকা পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে একটি স্কুল ঘর ও একটি ছাত্রাবাসের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। স্কুল গন্থাগারের কাজ অগ্রগতির পথে। রাজ্য সরকার পুরো প্রজেক্টের কাজ হওয়া সাপেক্ষে ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার একটি পাইলট প্রজেক্টের অনুমোদন দিয়েছেন। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ১৯৮৮-৮৯ ইং সনে ৪৭, ৬৭, ৫৫০ টাকা, ১৯৮৯-৯০ ইং সনের ৮৮, ৪৫, ০০০ টাকা এবং ১৯৯০-৯১ ইং সনে ১, ৪৩, ০২, ৬০৬ টাকা দিয়েছেন। ১৯৯০ ইং সনের ১১ই সেপ্টাম্বর হইতে ১২০ জন ছাত্র লইয়া ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাশ চালু করা হয়েছে। যার ৫০ শতাংশ ছাত্র উপজাতি। উক্ত জায়গায় ১০০ জন উপজাতি ছাত্র লইয়া একটি বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। ছাত্রদের মধ্যে ৫০ জনের ছাত্রাবাসে থাকার জন্য ব্যবস্থা আছে। উক্ত কেন্দ্রটিতে ৫টি ট্রেড থাকিবে যেমন (১) স্কুটার, মপেড এবং অটো রিক্সা মেরামতের কাজ; (২) ফল সংরক্ষণ পদ্ধতি, (৩) রেডিও টি, ভি মেরামতি (৪) কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতি, এবং (৫) ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়্যারম্যানশীপ ইত্যাদি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি যে, গত ৩ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার টি, এন, ভি চুক্তি রূপায়নের জন্য রাজ্য সরকারকে এই পর্যান্ত ২৫ কোটি টাকা দিয়েছেন, এই ২৫ কোটি টাকা কি কি খাতে খরচ করা হয়েছে এবং কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য শুধু রামকৃষ্ণ মিশনকে যে ৫, ৪২ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেছেন, সেটা কি টি, এন, ভি চুক্তির মধ্যে আছে কিনা এবং পুর্নবাসন দেওয়ার জন্য চুক্তিতে যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রয়েছে, সেটা কি ভাবে কার্য্যকরী করা হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, চুক্তি মধ্যে ২,৫০০ পরিবারকে পুর্নবাসন দেওয়ার কথা আছে এবং সেই ২,৫০০ পরিবারকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে চুক্তি মত পুর্নবাসন দেওয়া হয়ে গেছে। সেই রকম ৩৭ মাইল অভিরাম চৌধুরী পাড়া সেখানে ২৫ হাজার স্কীম করা হয়েছে। টি, এন, ভি. দের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। এখানে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা কোন হঠাৎ কোন কিছু করা সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণ মিশনকে দেওয়া হয়েছে একটা

স্কুল করতে। সেখানে ট্রাইবেল ছাত্রীরা পড়বে। দুইশো ছাত্রের জন্য হোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে কারিগরী শিক্ষা মানে রেডিও, টি; ভি ইত্যাদির মেরামত শিখবে। এইভাবে ট্রাইবেল উন্নয়নের জন্য যত রকম প্রোজেক্টের ব্যবস্থা আছে সেই প্রোজেক্টের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে কেন্দ্রের কাছে লিখলে টাকা পাওয়া যায়।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বিরাট অঙ্কের পাহাড়ের একটা হিসাব দিলেন। কিন্তু বি, কে, রাংখল গত ১৭/১১/৯০ ইং তারিখে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর সঙ্গে অনন্ত দেববর্মাও ছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে, কিছুই করা হয়নি। এটা মার্কেট শেড টি. এন, ভির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী জিওল ছড়াতে হওয়ার কথা. কিন্তু সেটাকে শিফট করে টি, ইউ, জে, এসের সদস্য জগৎ রিয়াং এর বাড়ীতে করা হয়েছে। টি, এন, ভির নামে কোটি কোটি টাকা আসছে কেন্দ্র থেকে। এই সমস্ত টাকা কোথায় যাচ্ছে? আমি এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের একটা চিঠি উল্লেখ করছি, ডিরেক্টর অব ওয়েলফেয়ার ফর এস; টি; নং ৮৬১৮-৩১/টি, ডব্লিউ/ এস ই টি, টি, (এন. এস, টি) ১১-১৬৩ তারিখ ২৭/৩/১৯৮৯ ইং। এই চিঠিটাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার দুইশো টাকা কমলপুরের সাবডিবিশন অফিসারকে দেওয়া হয়েছে টি, এন, ভিদের জন্য হাউজিং কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি করার জন্য। সেখানে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু সেই কমিটিতে টি. এন. ভি. নেতা কার্ত্তিক কলইকে নেওয়া হয়নি। আসলে এদের নাম করে কোটি কোটি টাকা আনছে কিন্তু সেই টাকা এই সরকার তছরুপ করে দিচ্ছে।

দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, টি. এন. ভির সঙ্গে একটা পবিত্র চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি অনুসারে ট্রাইবেলদের জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে। যেমন পুনর্বাসনের জন্য খরচ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুইশো জন ট্রাইবেলকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। ট্রাইবেলদের প্রয়োজনে টাকা খরচ হচ্ছে। ওরা যেমন টি, এন, ভিকে দিয়ে রাজনীতি করেছে আমরা সেটা করছিনা।

স্যার; আমাদের চিন্তা ছিল এই চুক্তি অনুসারে ট্রাইবেলরা উপকার পেতে পারে কিনা। স্যার, আমরা সেটাই দেখেছি। ট্রাইবেলদের উন্নতি আমরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করিনাই, যা আপনারা করতেন। আমি সমর বাবুকে গতকালও বলেছিলাম, তাঁর ঘরেই খুন করা হউক। উপজাতি গ্রামে কেন? যদিও তারা কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক, তাহলেও আমার ব্যথা লাগে. কারণ তারা আমাদেরই ট্রাইবেল। স্যার আমি আরো বলছি, এই টাকাটা গাড়ী কেনার জন্য খরচ করা হয়েছে। স্যার, ৪৩৭ জনকে (টি, এন, ভি) চাকুরী দেওয়া হয়েছে. অথবা গাড়ী কেনার ব্যবস্থা

হয়েছে, ক্লাস টাকা দেওয়া হয়েছে । আড়াই হাজার পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা স্কীমে দেওয়া হয়েছে । এগুলি স্পটে গিয়ে ঘুরে দেখে আসতে পারেন । রামকৃষ্ণ মিশনে ২০০ ট্রাইবেল ছাত্র থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা কারিগরী শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে ।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— স্যার, যেহেতু প্রশ্ন কর্তা সে হিসাবে আমি জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ভারত সরকারের সঙ্গে টি. এন, ভি. এর এগ্রিমেন্ট পরিপ্রেক্ষিতে ২.৬ ৮৯ইং তারিখ দিল্লীতে সি, ই, সি এর চেয়ারম্যানের চেম্বারে এই টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দেবার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে বলা হয়েছিল। দিল্লীর এই সিদ্ধান্ত টি, এন, ভির প্রেসিডেন্ট কিংবা টি. এন, ভি'রা জানেন কিনা সেটা আমার জানা নেই । তবে এর দ্বারা টি, এন, ভি, এর দাবী সুরক্ষিত হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন । আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর ভাল করে দেওয়া যাবে ।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যা বলেছেন তা ঠিক নয় । আমার কাছে টি, এন, ভি, থেকে যে রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয়েছে তার কপি আছে । তাদের রিপ্রেজেন্টেশানের ২ নাম্বার আইটেমে যা ছিল অবশ্য তার আগেও ছিল কিন্তু তা আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হয়নি । স্যার, জিওল ছড়াতে টি, এন, ভি, ৪৫ জন ছাত্রের একটি স্কুল খুলেছে । কিন্তু সেখানে আজ ১২ থেকে ১৫ মাস ধরে কোন ষ্টাইপেণ্ড যাচ্ছে না এটা ঠিক কিনা । আর আমার সেকেণ্ড কোয়েশ্চান হচ্ছে, সয়েল কনজারভেশান অ্যাণ্ড মিনি ওয়াটার ব্যারেজ করার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে টি, এন, ভি থেকে কোন মেম্বার রাখা হয়নি এটা সত্য কিনা ? কাজেই এই কমিটি গঠন করার ব্যাপারে একটি সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করা হউক । কেন না, এটা ষ্টেট প্রব্লেম শুধু নয় এটা ন্যাশনেল প্রব্লেম । কাজেই এটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ? একটি সর্ব দলীয় কমিটি করে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত । কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমি কোন প্রয়োজন বোধ করছি না ।

মিঃ স্পীকার :— নাও, কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার । যে সমস্ত তারকা (*) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি ।

(ANNEXURE "A" & "B'

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে তার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে "গত ৩রা জানুয়ারী ১৯৯১ ইং স্যান্দন পত্রিকায় প্রকাশিত —' সরকারী ছাপাখানা কর্মীদের আর্জি, উপেক্ষা করে এবারও বেসরকারী প্রেসে পাঠ্য পুস্তক দেবার চক্রান্ত – এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীজহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি রেফারেন্সটির উপর আগামী ১৪/২/৯১ ইং তারিখে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়ের নিকট থেকে আরও একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উনর একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্যকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে " গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অরুণ কুমার কর মহাশয়ের সরকারী বাস ভবনের সামনে বেকার যুবকদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জের ঘটনা সম্পর্কে "

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, আমি এসম্পর্কে আগামী ১৪/২/৯১ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে নো কনসিডেন্স এবং অন্যান্য কাজ থাকায় যে সমস্ত

রেফারেন্স উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ আজকে উত্তর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন সেগুলি হাউসের টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURE "C"

CALLING ATTETION.

মিঃ স্পীকার : আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং ইহা উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। উনার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো "গত ২৬ শে নভেম্বর বিলোনীয়া বনকরে বিধায়ক কমঃ বাদল চৌধুরীর উপর আক্রমনের ঘটনা সম্পর্কে।'

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারক হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন, তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ১৪/২/৯১ ইং তারিখে এবিষয়ে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। যেহেতু মাননীয় সদস্য মহোদয় হাউসে অনুপস্থিত, তাই উনার বিষয়টি ফলস থ্রো বলে গণ্য হলো।

মিঃ স্পীকার :— আজকে যে-সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন সেগুলির উত্তর সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি।

ANNEXURE "D"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার আমি আজকের সমস্ত রেফারেন্স এবং দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উত্তর পত্র সভার টেবিলে রেখে দিচ্ছি।

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1990-91.

মিঃ স্পিকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহন"। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ৫টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের

মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কার্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গন্য করা হল।
এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর (কাট মোশান) আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব থাকে সেই ক্ষেত্রে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একট একটি করে ভোট দেব। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ আলোচনায় অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী স্যার, আমাদের মধ্যে শুধু একজন বলবেন মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

মিঃ স্পীকার :— এটার জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারিত আছে। সুতরাং ৩০ মিনিটের মধ্যে যাতে শেষ করা যায় তাই আপনারা বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান (কুর্তি) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব গুলি এনেছেন। সে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব গুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় একটা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেটা হলো ডিমাণ্ড নাম্বার ৫, মেজর হেড — ২২৫ "ত্রাণ সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী বন্টনে চরম দলবাজী। প্রতিবাদে।" আমরা লক্ষ্য করছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী সাহায্য বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি চলছে। এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা হয়ে গেল বিশেষ করে ধর্মনগরে এই দাঙ্গার ক্ষেত্রে সরকারী সাহার্য্য বিলি বটন হয়নি। স্যার, ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ তারিখ সেন্ট্রাল মাইনরিটি কমিশনের দুইজন সদস্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ভিজিট করার জন্য এসে ছিলেন এবং উনারা সেই জোট সরকারের কাছে মেসেস পাঠিয়ে ছিলেন যে উনারা আসছেন। কিন্তু জোট সরকার তার কোন প্রচার করেনি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তারা এই কমিশনের সদস্যদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, যে মেসেস পাঠানো হয়েছিল উনারা আসবেন বলে সেটা জোট সরকার থেকে প্রচার করা হয়নি। স্যার, আমি এক জন জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী আমি সেই মিটিং-এ গিয়ে ছিলাম। নতুন সেক্রেটারীয়েত বিল্ডিং-এর কাউন্সিলে এই মিটিং সেন্ট্রাল মাইনরিটির সদস্যরা সেই মিটিং-এ এই জোট সরকারের মন্ত্রী বিল্লাল মিঞাও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এই কমিশনের কাছে বললেন যে বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিম, বুদ্ধিষ্ট এবং খৃষ্টান ও ওরা নাকি খুব

ভাল ভাবে চলছে এবং এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওদেরকে নাকি খুব সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন ! স্যার, আমাদের সমস্ত অভিযোগ লিখিত ভাবে এই সেন্ট্রাল মাইনরিটির কমিশনের কাছে দিয়েছি উনাদের মারফতে। এই জোট রাজত্বে সংখ্যালঘুদের উপর যে ভাবে নির্যাতন হচ্ছে সমস্ত লিস্ট করে দেওয়া হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতটা খুন হয়েছে, কতটা নারী ধর্ষন হয়েছে, কয়টা মকতব নষ্ট করা হয়েছে, কয়টা মসজিদ নষ্ট করা হয়েছে, কয়টা মসজিদের সামনে রামশীলার পূজা করেছেন এবং কোন মন্ত্রী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূজা করেছেন সমস্ত লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

কোন মন্ত্রী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভায় গিয়েছিলেন সমস্ত ডিটেইলস লিখিত আকারে মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে দিয়েছি এবং সাম্প্রদায়িক যে উস্কানি, ক্যাসেট বাজিয়ে কোন কোন কংগ্রেসের নেতারা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা যৌথভাবে সভা করেছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন এবং এতে দাঙ্গা বাধাবার জন্য উস্কিয়ে দিয়েছেন তা আমরা জানি, ২রা নভেম্বর আমরা দেখলাম ধর্মনগর শিশু উদ্যানে এইটা স্পষ্ট করে আমি বলেছি ২রা নভেম্বর ধর্মনগরে জোট সরকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে পারমিশনে দিলেন এবং ঐখানে হিন্দু সম্মেলন নাম সভা করে ক্যাসেট দেখানো হল; সেখানে দাঙ্গা শুরু হল, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রামণ হল। সাকাইবাড়ী, পটরাসি, জমিবালা টঙ্গীবাড়ী, রাজনগর, যুবরাজনগর, ডুগীরবন, লাটিগাঁও এইসব এইসব এলাকার সংখ্যালঘু মানুষের উপর আক্রমন হল। যারা রিক্সা শ্রমিক, ক্ষেত মজুর তাদের উপর আক্রামণ শুরু হল। ৩ টা দোকান ১ টা লেপের দোকান, একটা চায়ের ষ্টল লুটপাট করা হল এবং কলেজ রোডে একটা দোকান লক্ষ লক্ষ টাকার মত জিনিস লুটপাট করা হল। স্যার, ত্রান তহবিলের ব্যাপারে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে। এই ত্রাণ তহবিল থেকে একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি সংখ্যালঘু মানুষদের। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেসব মসজিদ পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এইগুলি একটাও ঠিক করে দেওয়া হয়নি স্যার। এটা অত্যান্ত দুঃখের বিষয়। মাননীয় মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা তিনি বলেছেন সবগুলি রিপেয়ার করা হবে। কিন্তু কোথায় ? শুধু একটার রিপেয়ারিং আরম্ভ হয়েছে, যেটা আসাম আগরতলা রোডের মধ্যে মানুষের চোখে পড়বে। মানুষকে দেখানোর জন্য ছন বাঁশ দিয়ে রিপেয়ারিং এর কাজ শুরু হয়েছে। অন্য মসজিদ গুলি একটাও রিপেয়ার করা হয় নাই। এছাড়া এইযে রাজনগর কলোনীতে ফিরোজ আমীর বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হল, ২টা বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হল, ফেতাঙ্গী গ্রাম আক্রমণ করা হল; মানুষ অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু একটি পয়সাও তাদের সাহায্য দেওয়া হলনা। আমি এবং মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী ধর্মনগর গিয়ে ছিলেন এবং সুবোধ দাস আমরা এস ডি ওর কাছে চিঠি দিয়েছি। যে সমস্ত লোক গৃহহারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের জন্য কিছু চিড়া, গুড়, চাল ডালের ব্যবস্থা করুন। জোট সরকার এই মানুষ গুলিকে কোন সাহায্য দিলনা। স্যার, সেই জন্য বিরোধীরা যেসমস্ত কাটমোশানস এনেছেন সেগুলিকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী অরুন কর। সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ ডিমাণ্ডস্ এইখানে উপস্থাপন করা হয়েছে আমি এইটাকে সমর্থন করে এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেসমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি শিক্ষা দপ্তরের ডিমাণ্ডের উপরে যেসমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে আমি তার উপরেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। স্যার, শিক্ষা দপ্তরের উপরে যে ডিমাণ্ড বা বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে এইটা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস যে কাটমোশান এনেছেন এই-জন্য যে বেসরকারী বিদ্যালয়ে যথাসময়ে ডিঃ এ, দেওয়া হয়নি। স্যার, আমরা ১-৪-৯০ ইং থেকে বর্ধিত হারে ডিঃ এ, দিচ্ছি। বেসরকারী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ১৬ ৪-৯০ইং তারিখে তাদের ডিমাণ্ড কি, কি পরিমাণ ডি, এ লাগবে সমস্ত কিছু লিখে আমরা চিঠি দিয়েছি। বেসরকারী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তারা যথা-সময়ে তাদের কোন কোন জায়গায় চক্রান্ত করে তাদের ডিমাণ্ড উপস্থিত করেননি যাতে করে শিক্ষক কর্মচারী এই সরকারের উপর ক্ষুব্ধ হন। শিক্ষা দপ্তর থেকে ১৬-৫-৯০ ইং তারিখ এই ব্যাপারে তাগাদা দেওয়া হয়। এই চক্রান্ত কি রকম স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার একজন প্রধান শিক্ষক বেসরকারী বিদ্যালয়ের। ১৬-৪-৯০ ইং তারিখ শিক্ষা দপ্তর শিক্ষক কর্মচারীদেরকে যে বর্ধিত হারে ডি,এ দেওয়ার কথা সেই ব্যাপারে তাদের কি পরিমাণ টাকা এবং কত জন লোক ইত্যাদি কাগজ পত্র দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বার বার তাগাদা দেওয়ার পরেও সেখান থেকে তার জবাব আসল ১২-১০-৯০ইং তারিখে আবার তারাই এখানে আওয়াজ তুলেছেন যে যথা সময়ে ডি এ দেওয়া হয়নি।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ— স্যার, এই ব্যাপারে আমার একটু বলার আছে। স্যার, উনি যার কথা বলছেন উনি দপ্তরের হেড, উনি কিছুদিন ছুটিতে বাহিরে থাকায় এবং ওনার আসতে দেরী হওয়াতে জবাব দিতে কিছুদিন দেরী হয়েছিল। কিন্তু তারপর সেটা অফিসে এসে চাপা পরেছিল বহুদিন এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং আমরা যখন দাবী তুললাম কেন হয়নি বলে তখন এইটাকে খুঁজে বের করা হয়েছিল।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) ঃ স্যার, যে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের

জন্য যে পরিমাণ ডি এ. দেওয়ার কথা তার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই দপ্তর করেছেন। ইতি-মধ্যেই প্রথম কিস্তির ডি এ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মঞ্জুরী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাব তিনি এনেছেন সেটা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি অনুরোধ করব বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে উনি ওনার ছাঁটাই প্রস্তাবটা তুলে নেবেন আর বিশেষ করে আমরা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা সবটাই সেলারী খাতে। বিগত সরকার রাজ্য সরকারের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন পরিকল্পনা বহির্ভূত পোষ্টগুলিকে পরিকল্পনাধীন রেখে পরিকল্পনাকে অন্যায়ভাবে যে ভারাক্রান্ত করেছিলেন। কাজেই স্যার, এখানে এই পদগুলির জন্য পরিকল্পনা কমিশন কোন টাকা দিচ্ছেন না। অথচ অর্থ দপ্তরও টাকার সংস্থান করতে পারছেন না। এইভাবে তাদের পাপের বোঝা আমরা যথাযথভাবে করার জন্যই আমরা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চেয়েছি। কাজেই আমি আমাদের বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব গঠন-মূলক চিন্তা নিয়ে আপনারা এগিয়ে আসুন সরকারের এই কার্যসূচী ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী-দের স্বার্থে তথা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সেটা যাতে যথাযোগ্যভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন। সমালোচনার জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস যেন নূতন করে তারা না নেন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার মহারানী বিভুকুমারী দেবী, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

Maharani Bibhu Kumary Devi (Minister) :– Mr. Speaker Sir, I oppose the Cut Motions and I feel that these Cut Motions given by my opposition friends for opposing the Supplementary Budget is not at all productive it is counter productive My friends want to obstruct the work for the people of Tripura and they want to obstruct the administration because they want to have the people suffer more I have always welcome all my friends whether from my opposition or from my own party to come forward for the welfare of the state I have belief in the principle that the public should not suffer, state should

not suffer-that we should work together for the betterment of the state. But Mr. speaker sir, We see that most of the time with discussion was both delinquent— there was nothing which was concrete importance for the state and the defferent Departments— which is only lingering we are going on only naming each other. But we have beautiful understanding because the opposition friends are the representatives of the public of Tripura and we are also the representatives of the pupil of Tripura. So our duty is to try and compromise and see that we can do something concrete for the people but by calling names of each other we are not doing anyting. So my friends will understand fully in due time.

Now in the Revenue Department we have got one Cut Motion from the Hon'ble Member Sri Nakul Das— on demand No. 5, Major Head 2475 "That the amount of the demand be reduced by Rs 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-Failure to restire & allot land to Tribal people in A.D.C. Areas."

Now the Honourable Members—(he is not present here now) does not realize that the A.D.C. has taken an important decision for allotment of land in the A.D.C. Areas—as it was the only implementing body—it was a simple thing.

So far as, our additional demand we have asked to strengthen the Revenue Administration and to upgrade the dating of land records buying machinaries and equipments—on which I think my friends should have had no objections. Because to buy machineries we want data records we want to see the Khatian in proper order and by it the tribals and non-tribals will get land. Sir we have poors not only in Tribals but also in non-Tribals. So buying machineries, upgrading our administration works, for training programmes, for survey school we have sent about 100

boys to the Survey school in Hydrabad. So it shows that our Intentions are very fair, and we have got to use them in modern methods. And the Budget in this regard—we are getting money from the Central Government. We have additional demands of 15 Lakhs. But the Central Government has given the State Govt only 39 thousand at this moment So sir, from 30,000 they want to cut another 1000/-. I think it is absolutely it has no base it cannot have any base.

Now Sir, I can come to the other point—With regard this old cases. "Failure to restore land—"some 6 M L.A's have given Cut Motion. Sir, we have given money to the victims - we have partisans—'Failure to restore land to the Tribal ? But how can we be failure in restoring land allot them to the Tribals I want to ask them here. 'Did anybody in the opposition think that after 1980 any Tribals left their land from the non-Tribals areas, if so where are they going ?' 'Same thing applies to the Tribals living in Tribals areas.' Sir, Till today I have got records,

Mr. Samar Chowdhury : – I am sure she will appreciate it. In this regard under demand No 5, we asked for one crore fifty Lakhs. Central Government has already given us three crore fifty Lakhs for this calamity funds. This money is going to be given to thouse who are gonuincly affected by defferent Calamities—may be fire, may be flood, may be droughted here also my friends have made the mistake of not wanting this. They have given that 'Cut-Motion.' So as far the money which we have got three crores, that three crores already carried over for defferant years. That means, we will be gatting 15 crores in five years, So if this we don't exhaust it will be distributed as per our different Demands in different times And here also we have got one crore fifty Lakhs which is quit correct.

Now. I came to the Local Self Government. Here Agartala

has been brought under the IDSMT schemes. We have received 20 Lakhs which we are expecting to spend in 'NEHARU RAJGER YOJNA' In total we have received sanctioned amount of about Rs. 34·5 Lakhs from Govt. of India. That's the Central Share The State Govt share is yet to be finalised So here under the Mejor head 2217, Demand No. 41 —Urban Development is a Major head, 20 Lakhs. We got here for 'Municipality and 20 Lakhs for 'Notified Areas.'

As you all know that we have lot of problems regarding money. I am sure that you also will realise that money will be spent for all this And therefore, the 'CUT-MOTION' that you have brought about. I dont think it is a very small amount. It will benefit the people of Tripura. Your protests that you have given is definitely going to be not be very productive in the sense that it will only delay in the process of proper administration, Thank You,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাঁটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেগুলো প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর কার্যসূচী অন্তর্ভুক্ত মূল ডিমাণ্ডটি ভোটে দেওয়া হবে।

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1990—91

Mr Speaker :- Now the question before the house is Demand No 4. There is no Cut Motion on this Demand. I am putting the demand to Vote. Now the question before the house is that a sum not exceeding Rs 15,39,000/- be granted to defray

the charges will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 4 under the following Major head :— 2029 — Land Revenue .. 15,39,000/-

(The Demand was put to by voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Demand No. 5.

There are 7 (Seven) Cut Motions on this Demand. Now I am putting the Cut-Motions to vote.

1. The Cut Motion raised by Shri Nakul Das on Demand No, 5, Major head 2245 —

'That the amount of the demand be reduced by Rs. 1000- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—"ত্রান সাহায্য ও ত্রান সামগ্রী বন্টনে চরম দলবাজির প্রতিবাদে "

(The Cut Motion was put to by Voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Samar Choudhury on the Demand No 5, Major Head —2245—"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100- to ventilated the specific grievance that— বিপন্ন ব্যক্তিদের ত্রান সাহায্যে নমিনেটেড চেয়ারম্যানদের হাতে অর্থ বন্টনের বেআইনী ব্যবস্থা দ্বারা ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিবাদে ।'

(The Cut Motion was put to by Voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Keshab Majumdar on the Demand No, 5, Major Head – 2245 – That the amount of the demand be reduced by Rs 100 – to ventilate the specific grievance that —'Failure to Provide relief to the eyclone effected people of Bagabasha & Garjanmura villages.'

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr Speaker : Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Chitta Ranjan Saha on the Demand No. 5. Major Head—2245—"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the Specific grievance that "ঘূর্ণিঝড় বিদ্ধস্ত প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the Cut Motion raised by Shri Nakul Das on the Demand No. 5. Major Head—3475 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz "উপজাতি জনগনকে অ-উপজাতিদের দ্বারা দখলকৃত ভূমি ফিরিয়ে দিতে সরকারের চরম ব্যর্থতা সম্পর্কে"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the Cut Motion raised by Shri Sukumar Barman on the demand No. 5. Major Head—2245 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz— "বিগত বন্যায় রুদ্রসাগর এলাকায় কৃষকদের ফসলের ক্ষতি-পূরণের প্রয়োজনে" !

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the house is the Cut Motion raised by Shri Gopal Chandra Das on the Demand No. 5. Major Head—2245 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz— "Cyclone—এ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No. 5 Major Head—2245, 2506 & 3475 to vote.

The question before the house is that a sum not exceeding Rs. 1,70,10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :

2245—Relief on account of Natural Calamities	Rs.	1,50,00,000/-
2506—Land Reforms	Rs.	19,10,000/-
3475—Other General Economic Services	Rs.	1,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the Cut Motion raised by Sri Samar Chowdhury on the Demand No. 41. Major Head—2217 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Controlly sponsored scheme গুলির মধ্যে লেক চৌমুহনী বাজারের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য ষ্টল নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the demand No, 41, Major Head—2217 to vote.

The question before the House that a sum not exceeding Rs. 40,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 41 under the following Major Head :—

2217—Urban Development Rs. 40,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :— Demand No. 50.

There is one Cut Motion on this demand. I am putting the Cut Motion to vote.

The cut Motion raised by Shri Rudreswar Das on Demand No. 50, Major Head 2202—"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz For payment of D.A. to Non-Govt (AIDS) School's Teachers and Employees.

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No. 50, Major Head 2202 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 9,19,79,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1991 in respect of Demand No 50 under the following Major Head.

2202—General Education Rs. 9,19,79,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

মিঃ স্পিকারঃ- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো : প্রাইভেট মেম্বারস্ রেজলিউশন।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, গত ১-২-১৯৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রেজলিউশনটির উপর আলোচনা অসমাপ্ত রয়েছে। উক্ত রেজলিউশনটির উপর আলোচনা আজকের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আজকের কার্যসূচীতে আরও তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস রেজলিউশন আছে। উক্ত তিনটি রেজলিউশনের প্রথমটি প্রাইভেট উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়, দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীলকুমার চাকমা মহোদয় এবং তৃতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি গত ১-২-৯১ ইং তারিখে উত্থাপিত উনার প্রাইভেট মেম্বারস্ রেজলিশনটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

রেজলিউশনটির বিষয়বস্তু হলোঃ:-

"গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ সাল থেকে ত্রিপুরার সরকারী এবং সরকার অনুমোদিত সংস্থা সমূহে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী, অর্ধস্থায়ী, কন্টিজেন্ট, ডি, আর, ডব্লিও, ফিকস্ড পে, ক্যিকটমাইজড্ প্রভৃতি নামে যে সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা অনুমোদিত বিনিয়োগ কেন্দ্রকে এড়িয়ে কোন প্রকার ইন্টারভিউ গ্রহন না করে এবং সর্বোপরি সংবিধান স্বীকৃত তফশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের চাকুরী সম্পর্কিত সংরক্ষনের কোটা অগ্রাহ্য করে চাকুরী দেয়া হয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, সে সকল চাকুরী সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য নিম্নলিখিত বিধানসভা সদস্যদের নিয়ে একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।"

তদন্ত কমিটির সদস্যগণের নাম :-

১। শ্রী অরুন কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) চেয়ারম্যান,
২। শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষিমন্ত্রী) সদস্য,
৩। শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল সদস্য,
৪। শ্রী রসিকলাল রায় সদস্য,
৫। শ্রী সমর চৌধুরী সদস্য,
৬। শ্রী মতিলাল সরকার সদস্য,
৭। শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস সদস্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে চাই রাজ্যের একটি 'দৈনিক সংবাদ"। যেটি জোট সরকারের প্ল্যান ফিলোসফার এবং গাইড। সেই পত্রিকায় ২১ শে অক্টোবর তারা নিজেরাই

লিখেছেন রাজ্য প্রশাসনিক বিরল পঞ্চায়েত দপ্তর ৬ মাস আগে তারিখ দিয়ে ৫০০র বেশী চাকুরী বিক্রি করে বণ্টন হয়ে গেল এবং সেই পত্রিকা পড়তে গিয়ে বলেছেন, পূর্তদপ্তরে-এ পাঁচশর বেশী চাকুরী দিয়ে মন্ত্রীদের ঘুমিয়ে রেখেছেন। আর সেই পথ ধরে পঞ্চায়েত দপ্তরে পাঁচশরও বেশী চাকুরী বিক্রি করে বন্টন হয়ে গেল। শুধু বোনাস হিসাবে। এই কাজটি করতে গিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত অধিকর্তা সবাই জালিয়াতী আশ্রয় নিয়েছেন। অপর পত্রগুলি পঞ্চায়েত অধিকর্তা স্বাক্ষর করেছেন ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯০ ইং তারিখ দিয়ে। আসলে এইগুলি স্বাক্ষর হয়েছে ১০ই অক্টোবর।

মিঃ স্পীকার :— পত্রিকার এইসব তথ্য এখানে দেওয়ার জায়গা না, আসলে আই কেন নট এলাউ ইট।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার সেইগুলি ১৪ই এপ্রিল ভয়েনিং রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে এবং সেই পত্রিকায় এটা বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আমি বার বার বলছি আপনার বক্তৃতা আপনি বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— না স্যার রেফারেন্স হিসাবে, সেই এ, ডি, সি হোস্টেলে বসে সমস্ত অফারগুলি তৈরী করা হয়েছে। তাদের একজন কর্মচারী নেতার নাম শিবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এর বাড়ীতে এই সমস্ত অফারগুলি তৈরী হয়েছে। এবং এইগুলি স্যার ব্ল্যাঙ্ক ছিল। এবং সেখানে এই কথাও বলা হয়েছে এইগুলি আগেই বাজারে ছাড়া হয়েছিল ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে। এই পত্রিকায় বলা হয়েছে দাম প্রায় দুই থেকে তিন হাজার টাকা উঠেছে এবং এখানে বলা হয়েছে এই চাকুরীগুলি বিক্রি হয়েছে যার বিপনন মূল্য মাথা পিছু ১ লক্ষ টাকা। যার সংগে মন্ত্রী এবং অধিকর্তা সবাই জড়িত এবং স্যার, এই চাকুরীতে শুধু এখানে না পূর্ত দপ্তরে কি ঘটনা ঘটেছে নিরক্ষর যারা লেখাপড়া জানেন না বাদল দেবনাথ, নারায়ন সূত্রধর, আবদুল সাহেব নিপুন দাস, সাধন দাস, বিমল চন্দ্র দাস, কোন ইন্টারভিউ ছাড়াই চাকুরীতে দেওয়া হয়েছে ক্লাশ ফাইভও যারা পাড়েনি এরকম স্যার মতি মিঞা, স্বপন সাহা, সমর চন্দ, অমল দেবনাথকেও তৃতীয় শ্রেণীতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মুড়াবড়ীর উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের ছেলে বিমল দাস চাকুরী পেয়েছে, এটা কারিগরী। আর, আই, টি আই, পাশ করা ছেলে ঐ গ্রামেই আছে জালাল হোসেন। তাকে কিন্তু এই চাকুরী থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এবং এখানে অনেক মন্ত্রী তন্ত্রী আছে শিলচর থেকে পর্য্যন্ত এখানে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী আছেন বিভারানী নাথ উনার বোন উষা দে শিলচরে বাড়ী বয়স উত্তীর্ণকে এখানে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। সুব্রত দেব পুরকায়স্থ শিলচরের বাসিন্দা সন্তোষ মোহন দেবের রিকমেণ্ডেশনে তাকে এখানে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এল, ডি, সিতে। অথচ কোন ইণ্টারভিউ ছাড়াই। পার্থ সারথী সরকারকে এই সরকারেরই ফেডারেশনের নেতা চাকুরীর ন্যুনতম বয়স হচ্ছে ১৮ বছর সেখানে ১৭ বছর ৪ মাস দপ্তরে ফাইল ফেরত দিয়েছিলেন কিন্তু চীফ মিনিষ্টার বলেছেন তাকে চাকুরী দিতে হবে। এবং চীফ মিনিষ্টারের রিকমেণ্ডেশনে যেহেতু চাকুরীর বয়স তার হয়নি সেখানে তাকেই চাকুরী দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে যেটা হয়েছে স্যার, ভিক্টিমাইজের নামে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে।

মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধায়ক, তাদের আবার আধা নেতা সিকি নেতা সবাই মিলে এই ১৬০০ চাকুরী লুটপাট করে নিয়েছে এবং ১৬ই জুন তারিখে শিক্ষা মন্ত্রী অরুণ করের বাড়ীতে সেই লুটপাটের আসর বসে ছিল। সেই লুটপাটের আসরে চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে যা বেরিয়ে এসেছে, তাতে তৎকালীন শিক্ষা সচিব মঙ্গেত্রা রাজি হননি, তার জন্যই তাকে রাজ্যমন্ত্রী হতে হয়েছে। তাতে অল্প কয়েকজন তফশিলী জাতির চাকুরী হয়েছে, কিন্তু উপজাতিদের এক জনের চাকুরী হয়নি। সেই অপার প্রাপকদের কারো কারো বয়স ৪২ থেকে ৫২ বছর, পরিবারে বহু চাকুরী আছে, কারো স্বামী অফিসার কারো ডাক্তার, কারো উকিল, কারো ব্যবসায়ী অথবা ঠিকাদার, এছাড়া আছেন এক বিরাট সংখ্যক বাংলা দেশী। তাতে শিক্ষা মন্ত্রীর দুই বোন সহ ঐ পরিবারের ৫ জন, আর যে অফিসার চাকুরীর অফার তৈরী করতে সাহায্য করেছিলেন, সেই নিকুঞ্জ দে নাথ, তাঁর স্ত্রীও তাছেন। এছাড়া ভিকটিমাইজড কমিটির চেয়ারম্যান অনল মল্লিকের আত্মীয়সূত্রে বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার কুলগাজি কলেজে কর্মরত অধ্যাপক গোপাল দত্ত, পরশুরাম হাই স্কুলের কর্মরত শিক্ষক অরুণ দত্ত এবং খাদ্যমন্ত্রী বিধায়কের মামাতো ভাইয়ের পরিবারের ৬ জনও চাকুরী পেয়েছেন। এছাড়া, আছে প্রমোদ লোধ, মধু লোধ ও বিশু লোধ — এরা সবাই জোলাই বাড়ীর। তারপর আছে মতাই-এর বাদল মজুরী, বিমল মজুরী দুই ভাই এবং গোপাল পাল ও শান্তি রঞ্জন পাল একই পরিবারের দুইভাই। এরপর আছে মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারের নির্বাচনী এলাকার ভট্টপুকুরের রূবি সেন স্বামী নির্মল সেন ছাড়া পরিবারে আরো তিনজন সরকারী চাকুরে। তারপরে আছে রঞ্জিত দাস—তার পরিবারে অনেক সরকারী চাকুরে অতিরিক্ত আছে বটতলাতে হোমিওপ্যাথিক দোকান, তারপর আছে স্মৃতি চৌধুরী, স্বামী এফ,সি আইর অফিসার বেতন মাসে ৪ হাজার টাকা। তারপর শিলা নাথ, স্বামী প্রদীপ নাথ, পশু পালন দপ্তরের অফিসার, প্রানেশ নাথ (ঠিকাদার এবং স্ত্রী স্টাফ নার্স) তিনিও নাকি ভিকটিমাইজড। তারপর আছে বিধায়ক রতন লাল ঘোষ সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী শ্বেতা ঘোষ এবং মহাকরণে চাকুরি প্রাপ্তি। সাধনা ঘোষ বিধায়কের বড় ভাই, পুলিশে কাজ করেন, উনার স্ত্রী বৌদি, আর এক বৌদি মঞ্জু ঘোষ এবং মাসিমা নীহার কন্যা ঘোষ শিক্ষিকার চাকুরী পেয়েছেন, মামা সুনীল ঘোষ হেলথে চাকুরী করেন।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমার দাদাকে এরা ১০ বছরের জন্য চাকুরী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। বোধ হয় সেকথা ওরা ভুলে গেছেন। আমার অন্য দাদা কাশীরাম রিয়াং মন্ত্রীর সিকিউরিটি। এছাড়া ওরা ভজন ঘোষকে খুন করে ছিলেন, আর সেই খুনের সুবাদে তার স্ত্রীকে চাকুরী দিয়েছেন তারাই। তাই আমি উনার মতো কথাগুলি এক্সপাঞ্জ করার জন্য মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য অসত্য হলে তো এমনিতেই এক্সপাঞ্জ হয়ে যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, ওরা চাকুরী দিয়েছেন আপত্তি করছিনা. কিন্তু, সেই চাকুরী দিতে গিয়ে লুটের আসর জমাতে হবে কেন ? এটা সম্পূর্ণ বে-আইনি. কোন নিয়ম নীতি মানা হয়নি। বেকারেরা জব ফর্ম ফিল্ড আপ করেছে. চাকুরী দেওরা হবে, তার জন্য একটা ইনটারভিউ ডাকা হলনা। সেই জায়গাতে একটা ভিকটিমাইজড দপ্তর খোলা হল। আর সেই দপ্তরের মাধ্যমে ভিকটিমাইজড বলে ১৬০০ চাকুরী দেওয়া হল। কিন্তু কাকে দিলেন, কে পেলেন কেউ কিছু জানতে পারল না এটা কেমন কথা? এটা বের করার জন্য আমি প্রস্তাব দিয়েছি যে একটা কমিটি করা হউক। এবং রুলিং পার্টির যারা এই সমস্ত অপকর্মে জড়িত তাদেরকে দিয়ে কমিটিটা করা হউক। এই জন্য আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী অরুন করকে চেয়ারম্যান করে, এবং সদস্য হিসাবে নগেন্দ্র জমাতিয়া, রসিক লাল রায় এদেরকে রাখা হউক। আশা করছি আমার এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— (বিলোনিয়া) মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাদলবাবু যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিওলিশন এনেছেন এটার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে উনারা একটা জিনিস বলতে চাইছেন যে, আমাদের সরকার ডেপুটমেণ্টের সাহায্য ছাড়াই নাম রোষ্টার ছাড়াই আমরা চাকুরী দিয়েছি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর উনারা তাদের ক্যাডার বাহিনীকে বলেছিলেন যে এই সরকার চাকুরী দিতে পারবে না। কিন্তু আমরা চাকুরী দিয়েছি। উনারা এমন সব তথ্য এখানে পরিবেশন করছেন যে গুলির সংগে বাস্তবের কোন মিল নেই। তবে আমার আনন্দিত উনাদের আমলে যে সংবাদ পত্রের এজেন্টকে উনাদের ক্যাডাররা মারধোর করতো, পত্রিকা পুড়িয়ে দিত সেই পত্রিকাটিই আজকে নগল চাপা করে এখানে বক্তব্য রাখছেন। ওদের ক্যাডাররা পত্রিকার এজেণ্ট পরিমল সিংহকে খুন করেছিল, প্রভাত মজুমদারকে মারধোর করেছিল। আজকে দেখছি এই পত্রিকাটি তাদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা দেখে আমরা খুশী। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন ভিকাটমাইজড, যাদের চেহারা সুন্দর নয় তাদেরকে চাকুরী দিয়েছে।

প্রেম সুন্দর সাহাকে চাকুরী দিয়েছে ভিকাটমাইজড হিসাবে। অসিত সাহা, সি পি আই নেতা তাদেরকে চাকুরী দিয়েছি। আমরা কোন খুনিকে চাকুরী দেইনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনাদেরকে বলুন ওদের আমলে কয়টা খুনকে ওরা চাকুরী দিয়েছে এবং কাকে চাকুরী দিয়েছে। আমরাও একটা লিষ্ট আছে কারা চাকুরী পেয়েছে। দুটো লিস্ট মিলালে তাদের আসল চারত্রটা বের হয়ে আসবে। অনন্দা ভৌমিক, উত্তম ভৌমিক, বাদল বাবুর ভাগনে। তাদের চাকুরী হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এটা বলতে চাই না। তবে উনাদের অনেক আত্মীয় স্বজনকে আমি চিনি।

স্যার, একই পরিবারের আর এক বোনের জামাইকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এ ডি সি তে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে এসব কথা বলতে আসিনি। কিন্তু একবার বলা আরম্ভ করলে আরো বলব। স্যার, আমি উনা'র পরিবারের সবাইকে জানি। কাজেই যাদের দেওয়া হয়েছে সবারই নাম বলতে পারব। উনার ভাগ্নেকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

(অনারেব'ল মেম্বার শ্রী বাদল চৌধুরী সভয়েস :- ইংলিশ সাবজেক্টের)

স্যার, ইংলিশ ? উনি নিজেও জানেন না, উনার ভাগ্নে কোন সাবজেক্ট এ চাকুরী করছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, অনেক ঘটনা উনাদের আমি জানি। এই বিধানসভা খুবই পবিত্র। এখানে এসব ঘটা হবে না তাই জানতাম। আমরা আগামী সেসান থেকে সবই সংগ্রহ করে আনব। স্যার, আমাদের মধ্যে দলবাজীর কোন নজির নেই। আর তা নেই বলেই সমরবাবুর মেয়েকে চাকুরী দিয়েছি। স্যার, আমরা নিরপেক্ষভাবে বিচার করে চাকুরী দিই। স্যার, আজকে পশ্চিম বাংলায় আন্দোলন হচ্ছে। যুব কংগ্রেসের নেতৃ শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী আজকে পশ্চিম বাংলার আন্দোলন করছেন। সেখানকার অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্‌চেঞ্জ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সেই জন্য আজকে সেখানে অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্‌চেঞ্জকে তালা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস তার আন্দোলন সূচীতে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে সমস্ত কিছুই অ্যাপ্লয়মেন্টের মাধ্যমে হচ্ছে। আজকে পি, ডাব্লু ডি-তে অ্যামপ্লয়মেন্টের মাধ্যমে চাকুরী হচ্ছে। ম্যাডিক্যালে অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকুরী হচ্ছে। আজকে এডুকেশান জব ফর্মের মাধ্যমে চাকুরী হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, কাজেই এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তা উদ্দেশ্য প্রনোদিত। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্যই এটা আনা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকে মাননীয় সদস্য-দের বিরত থাকার জন্য আবেদন করব। মিঃ স্পীকার স্যার, উনারা এইভাবে চাকুরী দিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই এখানে এই ধরনের প্রস্তাব আনতে পেরেছেন। আমরা দেখেছি, ইলেকশানের আগে আমাদের চোখের সামনে হরিপুরের সুধন মল্লের ছেলেকে উনি গাড়ীতে যেতে যেতে অপার দিয়েছেন। আমাদের ওয়ার্কাররা এসে বলল এই ভাবে চললে কি করে হবে ? স্যার, এই সব ঘটনার নায়ক হচ্ছেন বাদল বাবু নিজে। স্যার, আমরা শুনতে পাই, ফিক্সড পে-এর চাকুরী নিয়ে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ১৯৮০ সালে ফিক্সড পে তে চাকুরী দেননি ? ২১০ টাকা ফিক্সড পে তে ? ১৯৮৪ সালে দেননি ? ১৯৭৮ সালে ১৫০ টাকার ফিক্সড পে তে চাকুরী দেননি ? স্যার, আমরাও দিচ্ছি তবে টাকার অঙ্ক হচ্ছে, ৫০০ | ৬০০ | ৮০০ | ১, ০০০ ফিক্সড পে। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়ের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই রিজলিউশানটি সমর্থন পারছি না। উনার কাছে আমার আবেদন থাকবে, এই রিজলিউশানটি প্রত্যাহার করে নেবার। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় এখানে যে রিজলিউশান এনেছেন তা হচ্ছে "গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ সাল থেকে ত্রিপুরার সরকারী এবং সরকার অনুমোদিত সংস্থা সমূহে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী, অর্দ্ধস্থায়ী, কণ্টিজেন্ট ডি.আর. ডব্লিউ; ফিক্সড পে, ভিকটিমাইজড প্রভৃতি নামে যে সকল ক্ষেত্র মন্ত্রীসভা সুপারিশ নিয়োগ কেন্দ্রকে এড়িয়ে কোন প্রকার ইনটারভিউ গ্রহণ না করে এবং সর্বোপরি সংবিধান স্বীকৃত তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতিদের চাকুরী সম্পর্কিত সংবিধানের কোটা অগ্রাহ্য হয়েছে। তার জন্য একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য। স্যার, তাদের আজ কোন কাজ করার নেই বলেই এরকম আনা হয়েছে। আপনাদের যদি কাজ করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে বলুন। অনেক ভাল ভাল কাজ আছে। সেগুলি আপনাদের দিয়ে করাতে পারি। স্যার, উনারা স্বীকার করেন কিনা জানিনা কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য আছে, উনারা সেক্রেটারীয়েটে ৫২ বছরের বুড়িকে চাকুরী দিয়েছেন। আমি তথ্য দিতে পারি যে ৫২ বছরের বুড়িকেও আপনারা চাকুরী দিয়েছেন। যেহেতু ফিজিক্যালী হেণ্ডিক্যাপ, তাদেরকে ক্যাবিনেট বিচার বিবেচনা করে তাদেরকে চাকুরী দিয়েছি। ওভার এইজ যারা হয়েছে, তারা লেখাপড়া শিখেছে, সমাজের অনেক কাজ করার তাদের ক্ষমতা ছিল। তারা কেউ আশা করতে পারেনি যে কোন দিন চাকুরী পাবে, যাদের বিরুদ্ধে উনারা যুদ্ধ ঘোষণা করে ছিলেন, আজকে তারা আশার আলো দেখেছে। স্যার; বিগত দিনে নৃপেনবাবু কি করতেন ? তাঁর দপ্তর থেকে চাকুরী দেওয়া হত। আগের সার্কুলারে ছিল যে এপয়েন্টমেন্ট লেটার শুড বী রুটেড থ্রো দ্য চীফমিনিষ্টার, এবং সেখানে গিয়ে পুরো পার্টি স্টেয়ে যেতো। ডিপার্টমেন্ট যে সমস্ত সিলেকশান রেকমেনডেশান গুলিকে আবার উনারা পাঠিয়ে দিত লোক্যাল কমিটিতে। সেখান থেকে হ্যাঁ হলে পর তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হত, না হলে হতো না। এটা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন। স্যার বৈদ্যনাথ বাবু সিলেকশান কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি এপয়েন্টমেন্ট দিতেন। এই সরকার সেটা করেনা। আজকে যদি তদন্ত করতে হয় তাহলে তাঁদের কীর্ত্তিকলাপই তদন্ত করা দরকার। স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য বাদল বাবুর রিজলিউশানের উপর আমার দলের সদস্য মহোদয়েরা এমেণ্ডমেন্ট আনতে পারতেন। কিন্তু আমরা সেই কাসুন্দি ঘাটতে চাইনা। আমি আশা করব উনারা যে রিজলিউশান এখানে এনেছেন সেটা তুলে নেবেন। আমি মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত রিজলিউশানটির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- এখন আমি সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশানটির

ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো "গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ সাল থেকে ত্রিপুরার সরকারী এবং সরকার অনুমোদিত সংস্থা সমূহে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী, অর্দ্ধস্থায়ী, কনটিনজেন্ট ডি. আর. ডাবলিউ, ফিক্সড পে, ভিকটিমাইজড প্রভৃতি নামে যে সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রি সভা অনুমোদিত বিনিয়োগ কেন্দ্রকে এড়িয়ে কোন প্রকার ইন্টারভিউ না গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি সংবিধান স্বীকৃতি তফশিলী জাতি এবং তফশিলী উপজাতিদের চাকুরী সম্পর্কিত সংরক্ষণের কোটা অগ্রাহ্য করে চাকুরী দেয়া হয়েছে, ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, সে সকল চাকুরী সম্পর্কে তদন্ত জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।

<u>তদন্ত কমিটির সদস্যগণের নাম</u>

১।	শ্রীঅরুন কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী)	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষিমন্ত্রী)	সদস্য
৩।	শ্রীদিংচন্দ্র রাংখল,	সদস্য
৪।	শ্রীরসিকলাল রায়,	সদস্য
৫।	শ্রীসমর চৌধুরী,	সদস্য
৬।	শ্রীমতিলাল সরকার,	সদস্য

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সভাকর্তৃক প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়)।

মি: স্পীকার :– এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2·00 P.M.

মিঃ স্পীকার :– এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে উনার রিজিলিউশ্যানটির উপর বক্তব্য রাখারর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, যেহেতু আমাদের নো কনফিডেন্স মোশান আছে। আমার রিজলিউশ্যান ছাড়া আর একটি রিজলিউশ্যান আছে এবং আমাদের দলের শেষের রিজলিউশ্যানটি আমরা উইথড্র করে নিলাম। এটা আজকে আপনি মুভ করবেন স্যার, এবং আড়াইটার মধ্যে এই রিজলিউশ্যানগুলি শেষ করতে হবে।

স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে :— ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায়

আসার পর থেকে রাজনৈতিক কারণে যারা খুন হয়েছেন, ধর্ষিতা হয়েছেন, গৃহহারা হয়েছেন, পাড়া ছাড়া বা গ্রাম ছাড়া হয়েছেন, যাদের সম্পত্তি অগ্নি দগ্ধ করা হয়েছে, বেআইনীভাবে দখল করে নিয়ে গেছে মানবিক কারণে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করুন।

স্যার, এর আগে বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় ছিল। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও অনেক খুন হয়েছে সবচেয়ে বেশী খুন হয়েছে টি এন এন ভি, পুলিশ, সি আর পি. এবং রাজনৈতিক খুনও হয়েছে। স্যার আমাদের আমলে এমন একটা নেই যে, কেইসটাতে সেই পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে অথবা কর্মসংস্থানের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে সামাজিক অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য কোথাও কৃপনতা দেখানো হয়নি স্যার। এটা হচ্ছে মানবিক কাজ। বামফ্রন্ট সরকারের অ্যাটিটিউড কি ছিল? সে যে কোন দলের লোকই হোক পুলিশের ফায়ারিং-এ যাদের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে এবং টি এন ভি দ্বারা যে সমস্ত খুন হয়েছে তাদের পরিবারের প্রত্যেককে একজন না একজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে অথবা কর্মসংস্থানের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, যখন নাকি সরকার এইগুলির সমস্ত প্রস্তুতি নিচ্ছেন শেষের দিকে। দুই চারটা কেইস হয়তো এরকম থাকতেও পারে। কিন্তু আমাদের আমলে ঐ সমস্ত কাজগুলি সুষ্ঠভাবে করা হয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি বন্ধ হয়ে গেল। কোন রকম সাহায্য উনরা দিচ্ছেন না। স্যার, পুলিশ ফায়ারিং হয়েছে দামছড়াতে কিন্তু সেখানে সরকার কোন রকম সাহায্য সহযোগিতা করছেন না। স্যার, এই ক্ষেত্রে কংগ্রেস নয়, টি ইউ জি এস নয়, আমরা বাঙ্গালী নয়, কমিউনিষ্ট নয় যে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত সে হউক না কেন তাকে সরকার থেকে সাহায্য করা উচিত। কারন একটা পরিবারের একটা লোকের মৃত্যু হলে কি মর্মান্তিক অবস্থা হতে পারে এবং সেই পরিবারের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ সমস্ত শেষ হয়ে যায়। স্যার, শুধু কিলিং নয়, বাড়ীর পর বাড়ী আগুন দিয়ে ছারখার করে দিয়েছে ফলে এক একটা পরিবার সর্ব্বশান্ত হয়ে গেছে। স্যার লুটপাট করে সমস্ত কিছু সর্বনাশ করে দিয়েছে। এ ডি সিতে ইলেক্শ্যানের সময় কতগুলি পরিবার সর্বশান্ত হয়ে গেল। ক্ষেতমুজুর খুন হয়ে গেল, ছাত্র খুন হয়ে গেল, সাংবাদিক খুন হয়ে গেল, একটি জায়গাও কোন সাহায্য নেই। সি, আর, পি, এক এইখানে সদর মতকুমায় খুন করে ফেলল গুলি চালিয়ে কোন রকম সাহায্য, কোনরকম সহায়তা নেই। স্যার, তারা কিছু কিছু হয়ত সহায়তা করছেন কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক বা কংগ্রেস (আই)-এর সমর্থক কিছু পরিবারকে। এইখানেও বৈষম্য রয়েগেছে। অনেকে অবহেলিত রয়েছেন। কংগ্রেস (আই) সমর্থক এমন কি রাজনীতি করেন না এইরকম একটি লোককেও সাহায্য দেওয়া হয়না। একটা লোক উণ্ডেড হয়ে জি বি হাসপাতালে ভর্ত্তি হলে, জি বি হাসপাতাল থেকে তাকে রেফার করা হয়

কলকাতায়। কলকাতায় যাওয়ার মত উনার ক্ষমতা নেই, কলকাতায় গিয়ে অপারেশন লাগবে, লাগবে, এক বোতল রক্ত কেনার মত সামর্থ্য নেই, সেখানে রাজ্য সরকার সাহায্য দিচ্ছে না। স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর যে ডিস্‌ক্রিয়েশনারী ফাণ্ড, যেটা রিলিফের ফাণ্ড, সেই ফাণ্ডের ইন্টারেষ্ট দিয়ে বামফ্রন্টের আমলে হাজার হাজার মানুষ রিলিফ পেয়েছে। একটি লোককে ফেরত দেওয়া হয়নি। এখানে মুখ্যমন্ত্রী ফিক্সড ডিপোজিট সম্পূর্ণ উড়ে গেছে, ইন্টারেষ্টের ত প্রশ্নই উঠে না। কেউ মন্ত্রীর বাড়ীতে সাহায্যের জন্য গেল বলে পয়সা নেই, সবাইকে ফেরং দিয়ে দেয়। এস, ডি, ও অফিসে, বি ডি ও অফিসে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যে ফাণ্ড রিলিফের ফাণ্ড সেইগুলি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে একটা লোক যদি গ্রাম থেকে আসে, সে ঘোড়াকাপপো থেকে আসবে, বা শিলাছড়ি থেকে আসবে জি বি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য কোন সাহার্য্য নেই অ্যাম্বুলেন্সও নেই। তার জি বি হাসপাতালে আসার মত খরচ নেই আবার অ্যাম্বুলেন্সও নেই। বামফ্রন্টের আমলে সরকারী আইনের মধ্যে ছিলনা, বামফ্রন্ট সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে চীফ মিনিষ্টারের যে ফাণ্ড সেই ফাণ্ড থেকে কত খরচ হত, সেটা অডিট করতে হত। নির্দিষ্ট অডিটর নিয়োগ করে, সেই অ্যাকাউন্ট সাবমিট করে সকলকে জানানো হত। এগুলি এখন সব উড়ে গেছে। এগুলি সব খেয়ে ফেলেছে। স্যার, আমি ২-১টা নাম বলছি, মনীন্দ্র দেবনাথ ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। খুন হয়ে গেল। তার স্ত্রী, উপযুক্ত বিয়ের মেয়ে ৪-৫টি সন্তান সেই পরিবারকে একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য দেওয়া হয়নি। এমনকি এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই. পির কাজ পর্যন্ত দেওয়া হয়না। কতটুকু নিষ্ঠুরতা মানবিক মূল্যবোধহীন তার আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা মিলে বার্কীর কাজ করত সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। নলুয়াতে মানিক নমঃ তার বৃদ্ধা মা, বাবা বাড়ীঘরে থাকতে পারে না। স্যার, সন্তান প্রসবা স্ত্রী সন্তান জন্ম দিয়েছে একটি পয়সা সাহার্য্য নেই। ওকে একটি কর্মসংস্থান করে এই পরিবারের ২ বেলা ২ মুঠো খাওয়ার মত ব্যবস্থা এই সরকার করেনি। স্বপন দেবনাথ সেও নলুয়ারই তার বৃদ্ধা মা আছে, ছেলেটা বি কম পাশ, সেই ছেলেটা খুন হয়ে গেল, কত আশা ছিল এই ছেলেটা বড় হবে, চাকুরী করবে। সেই পরিবাকে একটি পয়সা সাহার্য্য নেই স্যার। স্যার, প্রিয়লাল খুন হয়ে গেল ....

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ– পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মানিক নমঃ পরিবারের কিছু সাহায্য দেওয়া হয় নাই এইটা ঠিক না। মানিক নমঃ এর স্ত্রী মাধবী নমঃকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তিনি যে কথা বলছেন মানিক পরিবারের কাউকে চাকুরী দেওয়া হয়নি বলে এইটা ঠিক না, তার বৌকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমাদের কাছে তথ্য নেই। স্যার, কৈলাশহরের জগন্নাথপুরের ১০টা বাড়ী আগুন দিয়ে জালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে সর্বশান্ত হয়ে যায় পরিবার গুলি, অথচ সমাজের সব চেয়ে নীচু তলার যে মানুষ রয়েছে বিপন্ন অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া এই সমস্ত পরিবারগুলি আজকে ভিক্ষা করছে। তাদেরকে আজকে মুনিগিরী করতে হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের জন্য। তারপর গকুলপুর চা বাগানের একজন শ্রমিক ফুলঝড়ো একটা মেয়ে শ্রমিক সে সি, আই, টি. ইউ করতো বলে তার বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হল এবং তারপর তাকে কোন সাহায্য দেওয়া হল না, তার চিকিৎসার জন্য বা ঘর তোলার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তারপর বড়লুকাতে চন্দন ঘোষ এখনো হাসপাতালে; ডাক্তার তাকে বলছে কলকাতাতে যেতে হবে, কিন্তু পয়সার অভাবে সে যেতে পারছেনা, এখনো জি, বি, হাসপাতালে তাকে ঘুরাতে হচ্ছে, খাচ্ছে কোথায়, আমরা এম এল এরা আমাদের আস্তানায় তাকে জায়গা দিয়েছি চিকিৎসাটা করানোর জন্য। তারপর শিলাছড়ির অক্ষুর সরকার খুন হয়ে গেল তার পরিবার তার বাড়ীতে জায়গা পেলনা। কারণ, বাড়ীতো আগুনে শেষ হয়ে গেছে সে তার বিধবা মায়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে উনিই এখন তাদের খাওয়াচ্ছেন। তার সন্তান সন্ততি চার পাঁচ জন স্যার, ঠিক এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই আমি আমার মোশানটা মুভ করছি এবং এই বক্তব্যটা রাখছি যে হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্ত নিন রাজ্যে যারা যারা রাজনৈতিক খুন হয়েছেন এদের প্রত্যেকটা পরিবারের একটা করে চাকুরী দিতে হবে, অথবা কোন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য করতে হবে, বাড়ী নষ্ট হয়েছে যাদের তাদেরকে বাড়ী তুলে দিতে হবে, চিকিৎসার খরচ দিতে হবে, অপারেশনের সময় ব্লাড ও মেডিসিনের খরচ দিতে হবে। ত্রিপুরার বাহিরে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন তাদেরকে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ সাহায্য সরকারকে করতে হবে। এইভাবে বিধানসভার সমস্ত সদস্যগণ সিদ্ধান্ত নেবেন কারণ এইটা একটা মানবিক প্রস্তাব ও আবেদন সামাজিক কর্তব্যের আবেদন। কাজেই এই সামাজিক কর্তব্যের ও মানবিকতার আবেদন রেখেই আমি হাউসের সকল সদস্যকে স্যার আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি সমবেতভাবে আমার এই প্রস্তাবে সবাই মিলে আসুন গ্রহন করি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমরবাবু এখানে একটা প্রাইভেটমেম্বার রিজলিউশান এনেছেন। এখানে উনি আলোচনা করেছেন যেটা তাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, উনার বোধ হয় ভিমরাতি ধরেছে। কারণ গত দশ বছর তারা যে ভাবে মানুষকে বঞ্চিত করেছেন, যেভাবে মানুষকে লাঞ্ছিত করেছিলেন, সেগুলিকে ঢাকা দেওয়ার জন্য আজকে এই হাউসে একটা প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান এনেছেন। স্যার, আমি আপনার

মধ্যমে উনাকে বলে দিচ্ছি আমাদের এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনগণ বুঝতে পেরেছেন যে. এই সরকার কি কাজ করছেন । উনি প্রথমেই ভুল করেছেন যে, যারা খুন হয়েছেন তাদেরকে আমরা চাকুরী দেই না বলে, তাদেরকে আমাদের সরকার চাকুরী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানিক নম: খুন হওয়ার পর তার স্ত্রীকে চাকুরী দেওয়া হয়নি, তার স্ত্রী চাকুরী পেয়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন বাড়ি ঘর যাদের পুড়ে যাচ্ছে, যারা ধর্ষিতা হচ্ছেন. বা যারা হসপিটালে আসছে তাদের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য কোন আথিক সাহায্য দেওয়া হয়নি। স্যার. উনি সমস্তগুলিই মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করছেন। আমরা জানি স্যার, তাদের আমরা জানি, আমিও সেদিন বিধায়ক ছিলাম. একজন লোক বি, ডি ও সাহেবের কাছে এসেছিল চিকিৎসার সাহায্যের জন্য, কিন্তু তাকে সে সাহায্য ১০ টাকার বেশী দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে তাদের চিকিৎসার জন্য সমস্ত খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে উনারা বলছেন যে এস, টি, এবং এস, সি কর্পোরেশন থেকে আগে যে সাহায্য দেওয়া হত সেটা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে । কিন্তু এইটা সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য দিয়েছেন স্যার, কারণ. আমাদের বি, ডি, ও, দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কেউ চিকিৎসার জন্য সাহায্য চায় তবে তাকে যেন তৎক্ষণাৎ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই এই হাউসে শুধু বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

আর খুন· আজকে স্যার, খুন বন্ধ হয়েছে। এই খুনের নায়ক আপনারা ছিলেন। আপনারাই এই খুন সৃষ্টি করেছিলেন কারণ. আপনাদের সময়ে গড় প্রতিদিন ১৪টি করে মানুষ খুন হত এবং দশ বছরে ১২ হাজার খুন হয়েছে তাদের আমলে। আপনারা নিজেরাই খুন করেছেন। ট্রাইবেল ভাইদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন রাজ্যের মানুষকে খুন করার জন্য। আর আজকে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আপনাদের আমলের দশ বছরের ইতিহাস আছে। এখন আপনারা যেই ইতিহাসকে ঢাকার জন্য চেষ্টা করছেন আজকে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীর কাছে এই বিধানসভায় আমরা খুন বন্ধ করার জন্য প্রশ্ন তুলে ছিলাম। তাদের সময়ে [illegible] টি, ইউ, জে, এস, কর্মীদের খুন করা হত. কর্মচারীরা অফিসে কাজ করতে পারতেন না, বন বিভাগের কর্মীরা কাজ করতে পারতেন না, তাদের খুন করা হবে বলে ভয় দেখানো হত। আজকে এইটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এই সরকারের ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে । সেদিন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোটি কোটি টাকা এনে সেই টাকা এই রাজ্যের মানুষকে খুন করার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। সেই টাকা দিয়ে টি, এন, ভি. সৃষ্টি করে তাদের বাংলাদেশ পাঠিয়ে ছিলেন ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। সেই বিজয় রাংখলকে ৮০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন যাতে বাংলাদেশ গিয়ে এই খুনের ট্রেনিং নিয়ে আসতে পারেন। এইটা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন । কিন্তু এই রাজ্যের জনগণ আজকে সেটাবুঝতে পেরেছেন তাদের চরিত্র। আজকে এই জোট সরকার ক্ষমতায়

আসার পরে এই রাজ্যে আজকে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজকেও স্যার, দেখা গেছে যে, এই কমিউনিস্ট পার্টির বিধায়করা যেখানে গেছেন মিটিং করেছেন ঠিক তার পরের দিনই সেখানে খুন হয়েছে সেটা স্যার, আপনি জানেন। কিভাবে তারা খুন করেছেন সেটা আপনি জানেন। কারণ তারা এই খুনের জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত। সেদিন আমরা দেখে ছিলাম তাদের সময়ে যারা খুন করত তাদের চাকুরী দেওয়া হত তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত। আজকে স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সে খুন বন্ধ হয়েছে আর এখন এই জোট সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য তারা এই সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকে এই জোট সরকার যেখানে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছেন সেখানে তারা বিঘ্ন ঘটাবার জন্য চেষ্টা করছে। তারা আজকে বসে নেই তাতকে তারা টি, এন, এল, এফ, এ. টি. টি, এফ, সৃষ্টি করেছে মানুষ খুন করার জন্য। তারাতো এই ব্যাপারে পণ্ডিত। আপনারা দশ বছরে মানুষকে যেভাবে ধোঁকা দিয়েছেন তার জন্য মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না। আপনারা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে দশ বছর নেতৃত্ব করেছেন। আজকে জনগণ আপানাদের ক্ষমা করবে না। স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য এখানে অনেক কিছু বলেছেন যে, বহিঃ রাজ্যে চিকিৎসার জন্য আমাদের এই সরকার অর্থ দেয়নি। স্যার, আমরা জানি এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বহিঃ রাজ্যে চিকিৎসার জন্য অর্থ দিচ্ছেন। যার রক্তের প্রয়োজন, যার ঔষধের প্রয়োজন সমস্ত ব্যবস্থা সরকার করেছেন। স্যার, এই সি, পি, এম, ১৯৭৮ সালে ঐ নৃপেন দেবনাথকে খুন করে ছিলেন, এবং তিনি একজন প্রধান ছিলেন। কিন্তু উনার পরিবারে চাকুরী দেওয়া হয়েছে? আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আপনারা দেননি। আমাদের সরকার চাকুরী দিয়েছে যাদের পরিবার অচল, তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা এই সরকার করেছে। আজকে স্যার, মাননীয় সদস্য সমরবাবু হাউসে যে প্রাইভেট মেম্বার রেজুলেশন এনেছেন, সেটাকে আমি বিরোধীতা করছি। স্যার, আমি উনাকে বলছি যে, উনার প্রাইভেট মেম্বার রেজুলেশন হাউস থেকে তুলে দেওয়ার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউ-লিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো : "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজনৈতিক কারণে যারা খুন হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছেন, গৃহ হারা হয়েছেন, পাড়া ছাড়া গ্রাম ছাড়া হয়েছেন, যাদের সম্পত্তি অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, বেআইনিভাবে দখল করে নিয়ে গেছে মানবিক কারণে তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের

জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করুণ ।"

(রিজউলিউশানটি ধ্বনি ভোটে বাতিল ঘোষিত হয়)।

মি: স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল কুমার চাকমা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য। যেহেতু মাননীয় সদস্য এখানে নেই, তাই উনার রিজউলিউশানটি ফলস্ থ্রো করা হল। আর একটি রিজউলিউশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়, যেহেতু উনি হাউসে উপস্থিত নেই, তাই উনার রিজউলিউশানটি ফলস্ থ্রো করা হলো।

NO-CONFIDENCE MOTION

মি: স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :- "ত্রিপুরার বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর গত ১-২-৯১ ইং তারিখে বিরোধী নেতা মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি উৎথাপনের জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করা হয়েছিল এবং সভার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপনের জন্য সমর্থন করেছিলেন। আমি এখন বিরোধী দলনেতা মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উৎথাপিত মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটির উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব, আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। সময় আড়াই ঘটা আছে, আমি এক ঘটা, দেড়ঘণ্টা করে ভাগ করে দিলাম।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার এবং তার মন্ত্রী পরিষদের বিরুদ্ধে, ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের পক্ষ থেকে এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। তাদের বিরুদ্ধে কি কি কারণে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি তা একটি একটি করে এখানে উপস্থিত করব।

প্রথমটি হলো যে এই জোট সরকার সংবিধানকে হত্যা করছে। মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং বামফ্রন্টের অন্যান্য শরীক দল, তারা পরিষদীয় গণতন্ত্রের স্বীকৃত পার্টি। অথচ এখানে তাদের

নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, থানার মধ্যে নিয়ে পেটানো হচ্ছে, অন্তত ৪০ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২৪ লক্ষ মানুষের এই ছোট্ট রাজ্য সেখানে এই সংখ্যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আমরা দেখতে পাইনি। শুধু তাই নয়, জোর করে, বল প্রয়োগ করে কংগ্রেস খাতায় নাম লেখানো হচ্ছে। যারা অস্বীকার করছে তাদের সমাজ বিরোধীদের লাগিয়ে ঘর ছাড়া করছে। এই রকম কমপক্ষে দুই হাজার মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বামফ্রন্টের কর্মী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী আজকে বাঁচতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সংবিধানকে এত ভয় কেন? সংবিধান তো আমরা তৈরী করিনি। ওদের তৈরী সংবিধান এবং সেই সংবিধান করে তারা সংবিধানে যে বিরোধী দলের যে ভূমিকা আছে, সেই বিরোধী দলের ভূমিকাকে অস্বীকার করছে। বিরোধী মতামত প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে আমরা দেখেছি যে "ডেইলী দেশের কথা" একটি মাত্র পত্রিকা যেটা আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করছে। সেই 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকার উপর আক্রমনের চেহারাটা কি? এখানে তথ্যগুলি দিচ্ছি, তা পুলিশের খাতায় ডাইরী করা তথ্য। 'ডেইলী দেশের কথা' অফিসের উপর আক্রমণ করা হয়েছে পাঁচ বার, তার স্টাফদের উপর আক্রমণ করেছে তিনবার, মার্ডার করা হয়েছে তিন জন এজেন্টকে, চারজন রিপোর্টারকে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে। হকার এবং এজেন্টকে আক্রান্ত হয়েছেন চব্বিশ জন, যারা পাঠক তারা হয়েছেন সাত জন, যে বাসে করে 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকা নিয়ে যাওয়া হয়, তারা দুইবার আক্রান্ত হয়েছেন। আর ডেইলী দেশের কথা পত্রিকা বাণ্ডেল পোড়া ইত্যাদি আক্রমনের সংখ্যা ৩৩টি। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে আছে, একটি সংবাদ পত্রের উপর এইরকম আক্রমণ? আমি তো অর্থনৈতিক অবরোধের কথা কথা বলছি না। কি কেন্দ্র, কি রাজ্য, সমস্ত রকমে গলা টিপবার ব্যবস্থা করেছে। এটাই আমি বলছি যে সংবিধানকে হত্যা করা। সেটাই আমি বলছি, সংবিধানকে রক্ষা করা। বেশী তথ্য আমি দেব না কয়েকটা ভোটার আকার অমানবিক, অমানুষিক অসভ্য বর্বর একে তুলে ধরব: কি হচ্ছে তুষার মালজন নমুয়ার তাকে তারা বাড়ী থেকে গুণ্ডা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তারপর তার বাড়ীর লোক জানে না তার কি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসামীর কাঠ গড়ায়। এখনও তিনি বলতে পারলেন তার কি হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অরুণ দেব জার্নালিষ্ট সেদিন এ, ডি, সি নির্বাচনে তিনি এজেন্ট ছিলেন মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থীর। ভিতরে তাকে কাটা হল। টুকরো টুকরো করে। বাইরে এখানকার মন্ত্রী একজন উপস্থিত। তারা বাইরে নিয়ে তার দেহ বের করে নেওয়া হল। তারপর পুলিশ একখানা হাত তার মাকে দেখিয়ে বলল— এই হাতটা চিনতে পারছেন? এই রকম বর্বরতা পৃথিবীর ইতিহাসে কম। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমি দেখেনি। আমরা আজকে থেকে কাজ করছি না ত্রিশটা বছর করেছি।

কেউ দেখাতে পারেন এত বর্বরতা ? কি অপরাধ তার ? সি, পি, এম-এর এজেন্ট। হাত কেটেছে নকুল দেববর্মা আর কে জানি। আমলা থানায় তাকে পাহাড়া দেওয়া হল। বলা হল তুই পাহারা দে সি পি এম আসবে। তারপর পাছের বাড়ীর লোক খুন করল। আজকে উনার ডেথ্ বডিটা খোঁজ পেয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর কোথায়, কোথায় ছিল — নির্বাচিত পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হল, নির্বাচিত বি, ডি, সি, ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, মিউনিসিপিলিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। স্যার, আর কাকে শোষণ বলে। ঐ দিন কাগজে লিখছে ৫০-৬০টা মার্ডার বোনিয়ান ছেলে সমস্ত ভাগ করে তারা রাজত্ব করছে। কাগজে লিখছে ওদের জঙ্গলের রাজত্ব। তাহারা আমলা কায়েম করছে, আইনের শাসন উঠে গেছে। জঙ্গলে রাজত্ব কায়েম করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে অর্থ নৈতিক বোনিয়াদ যা কিছু গড়ে উঠিয়াছে আমাদের সময়ের আগের একটু আছে। জুটমিল, স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ, রবার প্লেন্টেশন, হরটি কালচার, ইরিগেশন, রোজ ট্রি ডিভলপমেন্ট করপোরেশন, ত্রিপুরা রোড টান্সপোর্ট করপোরেশন, এপেক্স কোপারেটিভ বডি, খাদি ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড। উখানে আজ শেষ করে দিয়েছে। তারপর ত্রিপুরা স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি কোপারেশন এ প্রচুর মায়েরা বোনেরা হাজার হাজার তাদের চাকুরি খোয়েছে। এখন জীবিকার সন্ধানে ঘোরাছে। আমি এখন আসব মুখ্যমন্ত্রী করাপ প্রেক্টিস। করাপ প্রেক্টিস হচ্ছে মূলত আমি আর কোন কিছু ধরছি না, ছোট খাত ধরছি না। টি, টি, ডি, সি করপোরেশনের চেয়ার ম্যান প্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। যতটা আমি জানি সেপ্টেম্বর ১৯৯০ তার পরেই আর এক জন চেয়ারম্যান হলেন। ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন রাজেশ্বর দত্ত। নামে রাসো দত্ত টি, টি, ডি, সির চেয়ারম্যান প্রথমে একজন ছিলেন, তারপর সেপ্টেম্বর ৯০ তে আর একজন করা হল, আর তার ভাইস চেয়ারম্যান হলেন রাসু দত্ত অর্থাৎ রাজেশ্বর দত্ত। স্যার এ, ডি, সি এলাকায় হরুপদ কলোনী একটা ছিল, সেটাতে পুনর্বাসনের কাজটা ভাল হয়নি। যখন আমরা সরকারে ছিলাম তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে যেহেতু পুনর্বাসনের কাজটা ভাল হয়নি, সেহেতু সেখানে একটা চায়ের বাগান ভাল ভাবে করা হউক এবং সেই অনুযায়ী টি, টি, ডি, সি সেখানে চায়ের বাগান করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা দিল। যেই মাত্র আমরা সরকার থেকে চলে গিয়েছি অমনি ভাইস চেয়ারম্যান রাসু দত্ত বললেন, "এটা কি, ওসব এখানে হবেনা, এটা এখান থেকে তুলে নিয়ে এসো। আমরা গাবর্দিতে সেটা করব।" ফলে সেখানে যে চায়ের নার্সারী হয়েছিল, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হওয়ার মুখে। গাবর্দিতে কি হয়েছে জানিনা, তবে সমস্ত টাকাটা উঠিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু যখন ইন্সপেক্টর দেখলো যে জিনিষটা খারাপ হচ্ছে, তখন সে বিষয়টা কর্পোরেশনের নজরে আনলো, তারপর বলা হল, না আরও এক বছর চলুক। স্যার আর একটা বাগান ফটীকরায়তে ১৪/৯ ৯০ তে

মুখ্যমন্ত্রী দেখতে গেলেন, তিনি অবশ্য তখন চেয়ারম্যান ছিলেন না, নতুন একজন চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বললেন আরও একবছর সেটা চালানো হউক। এই আমাদের কাছেই কমলা সাগর, একটা ভাল চা বাগান, সেই বাগানের ম্যানেজার ট্রেনিং প্রাপ্ত। তা হলে কি হবে চেয়ার ম্যান তাকে সরিয়ে দিলেন, সেই জায়গাতে নীহার নাথ দৈবিক নামে একজন বসালেন। যার হাত দিয়ে এসব টাকা পয়সা লেন দেন হল, আসলে সেই লোকটা ছিল বানানো। ইনকোয়েরীতে সেটা ধরা পড়লো, সেই ইনকোয়েরীটা জানা কমিটি, কারোর রাজ্য পুলিশ বা ভিজিলেন্স। তারপর আছে রাজশ্রী ওয়ার হাউস, বজবজ নামে একটা সংস্থা। সেটার ব্যাপারে সুধীরবাবু কি করেছেন, না করেছেন, তা সারা রাজ্যের মানুষ জানেন। এ, ডি, সি ইলেকশানের সেখানে টাকা চাওয়া হয়েছিল এ' রাম্নু দত্তের মাধ্যমে। তারপর আছে গাড়ী কেনা - টি, আর, এ - ১৭৯৫ এই গাড়ীটা প্রথমে হায়ার করা হয়েছিল। তারপর এক বছরে এতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ করা হল, দেখা গেল এটা একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী।

তারপরে দুর্গাবাড়ী টি প্রোসেসিং ফাক্টরি। কনস্ট্রাকশান কনট্রাক নিয়েছিল ব্রিটানীয়া ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোং, ওয়েষ্ট বেঙ্গল। দুই কোটি টাকার এসটিমেটস। চার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আরো এক কোটি টাকায় হবে কিনা সন্দেহ। ইলেকট্রিফিকেশানের জন্য সাব কাট্রাক্ট দেওয়া হ'লো আট লক্ষ টাকায় কিন্তু পেমেণ্ট করা হলো ২৫ লক্ষ টাকা। তারা বলছে আরো পেমেণ্ট হতে পারে। পাহারা-দারকে ধমক দিয়ে ৫০ বেগ সিমেণ্ট এক ভদ্রলোক নিতাই বণিক, সম্ভবতঃ মন্ত্রীর ভগ্নিপতি সেই ভদ্র লোক নিজের হাতে সই করেছেন এবং বলেছেন যে হ্যাঁ, আমি ৫০ বেগ সিমেণ্ট নিয়েছি। আরেক জন উকিল চোরের তাঞ্জলদার। তিনি দিন দুপুরে পুকুর চুরি করেছেন। আসুন মাছ মারাতে সেখানে প্রোজেক্ট ম্যানাজার পাল্টানো হলো। দুই হাজার ৫০ টাকা থেকে পাঁচ হাজার ৫শো টাকার ম্যানাজার আনা হলো। আগেকার সমস্ত কাগজপত্র লোপাট করা হয়েছিল। সেনগুপ্ত এর এম, ডি. তিনি একটা চিঠি লিখলেন চীফ সেক্রেটারীর কাছে যে, এই কাণ্ড কারখানা সেখানে ঘটছে। কিন্তু অসুবিধা হয়ে গেল কাগজপত্র লোপাট হয়ে গেছে। অডিট্ যদি রিপোর্ট না দেয় টাকা দেবে কে ? ভাইস চেয়ারম্যান, রাম্নু দত্ত। আগে চেয়ারম্যান ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভাইস চেয়ার ম্যান ছিলেন রাম্নু দত্ত। সেখানে এ, বি, চতুর্বেদীকে আনলেন ডিরেক্টর করে। তারপর সেটা তারা করলেন। সেটা আমার কাছেও আছে। তাতে চীফ মিনিস্টারের অবজার্বেশনে ছিল —

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমাকে অভিযোগ তুলতে দিবেন না ? আমি যেটুকু সময় নিচ্ছি এটা আমাদের এখান থেকে যাবে, অন্য কারুর নয় ।

এইবার আসছি সমীর বর্মন, মিনিস্টার পি ডবলিউ আগু ল । কোটি কোটি টাকা তছরুপ । নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে লোকআদালত হয়েছিল ১০৭ টা কেস গত ১৬/৯/৯০ ইং সনে । টাকা দেবে মিলিটারী । তারা জাজমেন্ট দিয়েছিলেন । কমপেনসেশন কি ? তাঁরা উপস্থিত নেই । সেখানে জাজমেন্ট দেওয়া হল । কমপেনসেসান কি ? এর আগে কুঞ্জবনে ল. সেক্রেটারী শ্রী এন, জি, দাস সেটাকে ৪ গুন বাড়ান । তনু দেববর্মা নামে এক ভদ্রমহিলার নামে । তারা খুঁজে পাওয়া যায়নি । এর আগেও এক ট্রাইবেল মহিলার নাম দেওয়া হয়েছিল । পত্রিকা বলেছে ঐ নাম নেই । যেখানে নাল জমি ৪০ হাজার পাচ্ছে একর সেখানে চার গুণ বাড়িয়ে দিলেন এন, জি, দাস । স্যার, এন. জি. দাসের ইতিহাস এখানে বলতে চাই না । সুপ্রীমকোর্টের চীফ জাস্টিসের কাছে লিখেছি. তিনি একটি ক্রিমিন্যাল । [illegible]

স্যার, পি. ডব্লিউ ডি মিনিষ্টার ৫০০ চাকুরী দিয়েছেন কোন অ্যাম্প্লয়মেন্টের নিয়ম কানুন ছাড়াই । এস. টি, এস. সি, কিছুই রক্ষা হয়নি ।

স্যার, আমি খুবই দুঃখিত, আর একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এখানে বলতে হচ্ছে বলে । তিনি একটি মাইনরিটির ছেলে । খুব আশা করেছিলাম, ছেলেটী ভাল কাজ করবে । স্যার, ওদের কেবিনেট মিটিং হয়, ১৯/১২/৯০ তারিখে । ৩০ নাম্বার আইটেমের নম্বরটি এখানে দিচ্ছি । মিনিষ্টারী স্টেটমেন্ট !

"... serious note was taken of the fact that while the Department intended to engage 541 Casual employees, appointment orders had been apparently issued to more than one thousand persons and the number may further increase.'

Gross irregularities had happened in giving appointment. Approval of the Finance Department was not taken. It was decided to cancell all appointments, keeping in mind the needs persons on Ad-hoc basis as Casual labour on 'no-work-no pay' basis to meet its urgent requirements.

কত বড় মিথ্যা কথা বলে গেছেন । শিখেছেন কোথায় ? যার কাছে শিখেছেন তিনি ডুবে গেছেন, আপনিও আর থাকবেন না ! আর একজন মন্ত্রীর কথা উল্লেখ করছি, শ্রী জওহর সাহা ।

খুব জাদরেল মন্ত্রী। স্যার, এটা খুব বিপদজনক। পুলিশ কোটা তৈরী করা হয়েছে। শ্রী সাহা শ্রী বাকাজ, আই. পি. এস. অফিসার এবং শ্রী সমরেন্দ্র ভৌমিক, একজন জওয়ান কনেস্টেবল। ভেরি পাওয়ারফুল। কংগ্রেসের বড় লীডার। সেখানে জওহরবাবু কি করেছেন? এখানে জওহরবাবুর সই করা একটা কাগজ আছে। কনফিডেনসিয়াল, প্লীজ এ্যা রেঞ্জ ফর পোষ্টিং অব দ্য ফলোয়িং অফিসার টু প্লেসেসএ্যাণ্ড মেনশানড বেলো — মন্ত্রী পোষ্টিং দেয়, কোথায়, কার কাছে লিখছেন? একজন কমাণ্ডেন্টের কাছে। জব্বলপুরে থেকে অস্ত্র আনার জন্য পুলিশ পাঠানো হবে। উনি লিখেছেন আমার লোককে পাঠাতে হবে। অস্ত্র আনার জন্য উনি উনার লোক পাঠাতে এত আগ্রহী কেন? যাদের ডিপ্লয়মেন্ট করা হয়েছিল, তাদের নাম কেটে জোর করে উনার লোকের নাম লিখতে হবে। লিষ্ট প্রিপেয়ারড আণ্ডার ড অ্যাবাভ শুড বী মুডিফাইড এ্যাজ গিভেন বিলো। জওহর বাবুর সই করা কাগজ। স্যার, বাজাজ সাহেবের বাড়ীতে একটা কংগ্রেস অফিস আছে। কংগ্রেসের নেতারা সেখানে রাত্রি দিন যাচ্ছেন। আমি উনাদের উত্তর ত্রিপুরার একজন প্রান্তের নেতা শ্রী আশুতোষ দাস মহোদয়কে দেখি ওখানে সব সময় বসে থাকেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সাহা এবং আরো একজন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা, তাদের দুই জনেরই আত্মীয় প্রাণ কৃষ্ণ সাহা। ডি, আই, পি, পুলিশ অফিসারেরা তার কথামতো চলেন। কমাণ্ডেন্টের এ্যাডভাইজার টি. এ. ডি, এ, এল, টি, সি, সমস্ত কিছু এ প্রাণকৃষ্ণ সাহার কথামতো চলে। এটা য়ার পুলিশ ফোর্স আজকে ডিমোরেলাইজড যে প্রাণকৃষ্ণ সাহার কথামত কেন সমস্ত কিছু হবে? স্যার, মন্ত্রীদের আনলিমিট করাপশান। আমি উনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি — এখানে একটা নেহেরু ও ভারত মেলা হয়েছিল। এই নেহেরু ও ভারতমেলার টাকা এসেছে ইউ-কো ব্যাঙ্ক, আগরতলা ব্রাঞ্চ থেকে। একাউন্ট নাম্বার হচ্ছে ৪০১৩। টোটাল মানি ট্র্যানজেকটেড। সমস্ত মানি কংগ্রেস (আই) পিউপলদের হাতে গিয়েছে। আজকে পর্যন্ত হিসাব হয়েছে? মন্ত্রী মহোদয় হিসাব দিয়েছেন? কোন হিসাব দেননি। স্যার, ভারতবর্ষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে দুইটা পোলারাইজেশন হচ্ছে। একটা হলো কমিউনাল পোলারাইজেশন; এবং অপরটি এ্যাথনিক পোলারাইজেশন। এ্যাথনিক ইজ এ গ্লোবেল পোলারাইজেশন। সারা পৃথিবীতে আজকে এ্যাথনিক পোলারাইজেন হচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা এখনও থামেনি। এখানকার লোক এখানকার সরকারের উসকানি থাকা সত্বেও বিশ্বহিন্দু পরিষদের উসকানি থাকা সত্বেও এখানে দাঙ্গার বিস্তৃতি ঘটেনি। এখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এবং তাঁর কিছু শাবকেরা যারা রয়েছে, তারা প্রচার করছে সি, পি, আই (এম) দাঙ্গা করছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আছে। এতবড় একটা দাঙ্গা হলো, এক বছরে ১৬০০ লোক খুন হয়েছে।

হল, ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোক বাড়ীঘর ছাড়া হল. ৪৪ হাজার লোকের বাড়ী ঘর পুড়লো। আগরতলা শহরে আসতে পারল না দাঙ্গা, গণ্ডাছড়া যেতে পারল না, দক্ষিণ ত্রিপুরায় যেতে পারল না দাঙ্গা, কার শক্তি, কিসের শক্তি ? ওরা দাঙ্গার মধ্যে দিল্লী গিয়ে এসেছেন রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য। নির্বাচনে পরাজিত হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য উনারা দাঙ্গা লাগিয়েছেলেন। একবারই দাঙ্গা হয়েছিল, আর দাঙ্গা হয়নি। স্যার, এরপর আমি যখন এক্স প্রেসিডেন্ট জৈল সিংহের সঙ্গে দেখা করেছিলাম তিনিও এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রাজ্যে হয়নি। এক দাঙ্গার উসকানি সত্ত্বেও আবার আর একটা দাঙ্গা লাগার চেষ্টা করেছেন হিন্দু মুসলীমের মধ্যে এবং সোনামূড়ার মোহন ভোগের ঘটনা থেকেও এটা বুঝা যাচ্ছে। স্যার, এ, ডি, সিতে কিছু বিভ্রান্ত সমাজ বিরোধী, সন্ত্রাসবাদী এবং অউপজাতি ছেলেদের দিয়ে এ. ডি, সি, দখল করলেন এবং এ, ডি, সিকে ভাঙ্গবার চেষ্টাও করেছিলেন। আমরা যখন বললাম ইনার লাইন পারমিট চালু করতে হবে তখন দেখা গেল এ, ডি, সিতেও একই দাবী। সেখানেও কংগ্রেসের লোক আছে. টি, ইউ, জে, এস আছে এবং আমাদেরও লোক আছে। কিন্তু তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জবাব দিলেন ? তখন তিনি বললেন ইনার লাইন পারমিট দিয়ে কি হবে কৃষির উন্নতি কর। এটা মনে রাখতে হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছেন তাঁরা একটা বিপদজনক অবস্থায় ট্রাইবেলদের নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এখন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। টি, ইউ, জে. এসের পাটনার সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার নেই তার জবাব তাদের ছেলেরাই জবাব দেবে।

ট্রাইবেলরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সব অংশের মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। স্যার, এই রাজীব-সন্তোষ সুধীর সংস্কৃতি ঘরের ছেলে গুলিকে কি করেছে ? আমার জীবনে দেখিনি এত অসভ্য ? *** কে করেছে ? এই মুখ্যমন্ত্রী করেছে, এই সন্তোষ মোহন দেব করেছে।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামূড়া) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় রাজীব গান্ধী এখানে উপস্থিত নেই। উনাকে তিনি অসভ্য বলেছেন। সুতরাং এইটা আাকসপানজড করা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এইটাকে অ্যাকসপানড করা হল।

* * * Expanged no ordered by the Chair.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। আমি এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে আমি আশা করছি এই আবর্জনাকে একেবারে আস্তাকুড়ে ফেলে এখানকার গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার! মাননীয় সদস্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বক্তব্য রাখবেন। আমি অনুরোধ করব ৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে, গণতান্ত্রিক মানুষের পক্ষ হয়ে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন আমি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে ২-১ কথা বলব। এখানে বিস্তারিত বলার মত সুযোগ নেই, বিস্তারিত বলার মত সময়ও নেই। তাব জন্য আমি কয়েকটা পয়েন্টের উপর আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। স্যার, আমাদের এই রাজ্যে অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি অবস্থায় নিয়েছে মাননীয় বিরোধী দলনেতা কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। আমি শুধু এই টুকু বলতে চাই যেটা রাজ্যের মানুষের যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার জন্য যে পরিবহন সংস্থা আছে, যেটা সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল টি, আর টি, সির অবস্থা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড় করিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় এলেন, সেই সময়কার অবস্থাটা কি ছিল ? টি, আর, টি, সি. বাসের সংখ্যা ছিল ১১০ অন রোড এবং ট্রাক ছিল ৫টি অন রোড। আজকে তিন বছরের মধ্যে ওদের দেওয়া পরিসংখ্যান এসে দাঁড়িয়েছে বাসের সংখ্যা হয়েছে ৩৫টি অন রোড. এবং ২৫টি ট্রাক অন রোড। এই অবস্থার মধ্যে এসে গেল। স্যার, খোয়াইয়ের একটি রাস্তা খুব ইমপরটেন্ট যেখানে রেভেনিউ কালেকটেড হত সেখানে ১২টা বাস চলত, এখন চলছে ১টি বাস, প্রতিটি রুটেই একই অবস্থা চলছে। এইভাবে বাস গুলি সরিয়ে নেওয়া হল কার স্বার্থে? কিন্তু খরচের বহরটা কি? আমি এগুলি কেন বলছি দুর্নীতি কিভাবে হচ্ছে সেটা বলবার জন্য। আগে ১১০ টা বাস ছিল অন রোডে তখন প্রতিদিন দেড় হাজার লিটার, দুই হাজার লিটারের মধ্যে ডিজেল উঠানামা করত। এখন যানবাহনের সংখ্যা ফিফটি পারসেন্টের নীচে নেমে গেছে সেখানে প্রতিদিন ৩ হাজার সাড়ে তিন হাজার লিটার ডিজেল লাগে। বাসের সংখ্যা কমেগেল কিন্তু ডিজেল খরচ বেড় গেল। এইটা স্যার, কি ধরণের দুর্নীতি সেটাবুঝতে হবে। স্যার, এই গাড়ী গুলি রাস্তায় চলতে গেল খারাপ হতে পারে। সেগুলি সারাই করবার জন্য একটা ওয়ার্কশপ ৭৫ জন মেকানিকস্, কর্মচারী নিয়ে বটতলায় রয়েছে। সেখানে একমাসে একটা করে গাড়ী বেরুচ্ছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ— মাসে একটা করে গাড়ী সেখানে বের হচ্ছে গত বছরগুলির মধ্যে কয়টা গাড়ী মেরামত হয়ে বেরিয়েছে, এই অবস্থা সেখানে চলেছে। মেরামতের জন্য সেখানে ৫৪টা বাস ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে বড়জলা ওয়ার্কসপের মধ্যে। এই বাসগুলির মধ্যে যে যন্ত্রপাতিগুলি নষ্ট হয়ে আছে সেগুলি হলো এফ, আই, পি, ফুয়েল ইনজেকটিং পাম্প, গীয়ার বক্স, ডিফারেন্‌শিয়েল, সেলফ ষ্টারটার, ডায়নামো ইত্যাদি দামী পার্স খুলে নিয়ে গেছে। এগুলি আর রাস্তায় নামবে না। আপনি গিয়ে তদন্ত করে দেখুন এই পার্সগুলি আছে কি না, একটা যন্ত্রপাতি তার মধ্যে নেই। আবার এগুলিকে মেরামত করার জন্য একদিকে যন্ত্রপাতি সরে যাচ্ছে অন্যদিকে স্পেয়ারস পার্টস কিনছেন। গত ছয় মাসের একটা হিসাব আমি এখানে দিচ্ছি ২০-৩-৯০ ইং থেকে ৩০-৯-৯০ পর্যন্ত।

এই ছয় মাসের হিসাব বেটারী :— ৯২,০৪৬'৭৮ পয়সা,

লুব্রিকেন্টস্ : — ৪ ৮৮,২১৫'৬৬ পয়সা,

রিফুয়েল মেটেরিয়েলস্ ফর টাইপ প্ল্যান :- ৩,৩০৫১১'৫৬ পয়সা,

আদার পার্টস :— ১৪,২৬,৬৬৮'৬৮ পয়সা,

মোট হচ্ছে :— ২৩, ৩৭, ৫২২'৬৮ পয়সা। এই ছয় মাসের মধ্যে স্পেয়ার পার্টস কিনা হয়েছে এইগুলি কোথায় যাচ্ছে তার কোন হিসেব নেই। ওখানে একটা চক্র তৈরী হয়েছে, এই চক্রের নায়ক হচ্ছেন ওখানকার কর্মচারী ইউনিয়নের নিতাই সাহা, মোহনলাল সাহা এবং তাদের সঙ্গে আছে সিকিউরিটি হেড গার্ড রেবতী দাস ও ওখানকার এসিসটেন্ট মেকানিকস পরিমল দে —এই চার জনে মিলে ওখানে একটা কোম্পানী তৈরী করেছেন এবং এদের মাধ্যমে সমস্ত পার্টসগুলি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। আজকে টি, আর, টি, সিকে এই অবস্থায় টেনে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। তাতে রেভিনিউ কালেকশানের কথা ছেড়ে দিন। তাতে অর্ধেকটা জমা পড়ে আর বাকী অর্ধেকটা জমা পড়ে না। এই টি, আর, টি, সিকে রেলওয়ে আগে কিছু টাকা দিত এখন বন্ধ করে দিয়েছে। প্ল্যানিং কমিশনও টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বেতন দিতে পারছে না। তারজন্য ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্ট থেকে এক কোটি টাকা ডাইভার্ড করে ওখানে এনে তার মধ্যে থেকে এখানে বেতন দিচ্ছেন। এই যখন অবস্থা সেখানে তখন ওরা বলছেন সমস্ত উন্নতি করা

হচ্ছে সব কিছু করছেন। আর আমরা দেখছি টি, আর, টি, সিকে আজকে একটা লাসে পরিণত করা হয়েছে, এই অবস্থায় তার জন্য আবার একজন চেয়ারম্যানও করা হয়েছে, তার জন্য বাড়ী গাড়ী এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি করে ? ত্রিপুরার জনগণের এইটা জানা দরকার যে, এই জোট সরকার ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতির যে ব্যবস্থাগুলি ছিল সেগুলি সব একে একে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এই সম্পর্কে আর বেশী কিছু আলোচনা করতে চাই না কারন, আমার আর একটা ডিমাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করার আছে। স্যার, জাতির জনক খাদির জনক মহাত্মা গান্ধী, তিনি খাদির উন্নতির জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন, নিজে বিদেশী জিনিষ ত্যাগ করে স্বদেশী জিনিষ ধরেছেন। উনি খাদির বস্ত্র পড়তেন, খাদির উন্নতির জন্য বিভিন্ন জায়গায় খাদির বোর্ড সৃষ্টি হয়েছে, খাদির ফেক্টরী তৈরী হয়েছে, আমাদের এখানেও খাদির ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। বামফ্রন্টে এই খাদি টাদিতে বিশ্বাস করেনা। কিন্তু স্যার, আমাদের সময় এই ম্যাচ ফ্যাকটরীগুলো চালু করা হয়েছিল—এইগুলি চলছিলও ভাল কিন্তু ওদের এই তিন বছরের শাসনকালে গত আট মাসে সবগুলি বন্ধ হয়ে গেছে সব ম্যাচ ফ্যাকটরীগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। এক কথায় একটা ম্যাচও তৈরী হয়নি। কারণ তার মধ্যে ঘুঘু বাসা বেঁধেছে।

চরকা কেন্দ্রগুলিতে যে সুতা কাটা হয়—সেখানে প্রায় ৭০০ মহিলা কাজ করেন যারা ১২০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা মাসে রোজগার করতেন। সেগুলিও আজকে বন্ধ হয়ে গেছে। এইখানে নতুন ধরনের চরকা কেনা হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে প্রায় ৮০-৯০টা চরকা—সেগুলি এখন পর্যন্ত অলস অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেগুলি দেখবার মত কেউ নেই। স্যার, ফাইবার ফ্যাকটরী একটা ছিল তেলিয়ামুড়াতে—ওটা বন্ধ হয়ে গেছে।

স্যার, খাদি মধু উৎপন্ন হত সেটাও বন্ধ হয়ে আছে। তারপর সেখানে গুড় উৎপাদন করা হত, সেটাও বন্ধ হয়ে আছে। গোবর গ্যাস প্লান্ট করা হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে। কিন্তু এখন নতুন তো একটাও হয়নি উপরন্তু সে-সময়ে যেগুলি করা হয়েছিল সেগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে। এইদিকে খাদি ভাণ্ডার ছিল, বিপনন কেন্দ্র ছিল বামফ্রন্টের আমলে এইগুলি ছিল এবং এই বিপনন কেন্দ্রে বার্ষিক বিক্রয়

হত প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। আর এখন এই জোট সরকারের আমলে কমে এসে দাঁড়িয়েছে তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায়। এই হচ্ছে অবস্থা। যারা উঠতে খাদি, বসতে খাদি, চলতে খাদি বলেন তাদের আমলে এই বার্ষিক বিক্রয় ৭ লক্ষ টাকা থেকে নেমে তিন লক্ষ টাকায় এসেছে এই হচ্ছে তাদের খাদির উন্নয়ন।

স্যার, এই খাদি থেকে গ্রামীন মহিলাদের কিছু কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দেওয়া হত। যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি করা, তারপর ব্লাকস্মিথ, কার্পেনটার, এবং বাঁশ বেতের যারা শিল্পী এদের সাহায্য করার জন্য ব্যবস্থা ছিল—সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এই ব্যাপারে খরচ কিও দেখানো হচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের—যেটা পৃথিবীর ইতিহাসে কোন নজীর নেই যে, যাদের জন্য এই টাকা পয়সা তাদের তো দেওয়া হচ্ছে না, উপরন্তু চেয়ারম্যান সাহেব ব্ল্যাংক চেক ছিড়ে নিয়ে বাড়ীতে দিয়ে যাচ্ছেন-কাদের দিচ্ছেন সে টাকা কেউ জানেন না। এই অবস্থা স্যার, সেখানে চলছে।

তারপর গাড়ী—চেয়ারম্যান নিজে একটা ব্যবহার করছেন। আর আরেকটা অফিসের জন্য ভাড়া নিয়েছেন। এই দুইটা গাড়ীর জন্য প্রতিদিন তেল খরচা হচ্ছে ৩০০ টাকা করে। তারপর চেয়ারম্যান বাড়িতে রঙ্গিন ছবি টবি দেখবেন—সেজন্য একটা ভি, সি, পি, ছিল সেট। বাড়িতে নিয়ে গেছেন। ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদি খাবার জন্য ফ্রিজ ছিল একটা সেটাও বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। আরাম বিলাস ব্যসনের জন্য সেখানে যেসব আসবাবপত্র ছিল সব বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। গত তিন বছরে এর কোন হিসেব নেই। খাদি কমিশনের কাছে এর কোন হিসেব দিতে পারছেন না।

তারপর স্যার, কিছু টাকা ওদের দলীয় লোকদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে—এমনিই যাদের কোন খোঁজ এখন পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কেউ তাদের খোঁজ দিতে পারেন তবে এতে জনসাধারন বিশেষভাবে উপকৃত হবেন স্যার, গোবিন্দ চন্দ্র দে তাকে কেউ চেনে না—৩৫০০০ টাকা তাকে পাইয়ে দেওয়া হল। রবীন্দ্র সাহা তাকে দিয়েছেন—১১৬০০ টাকা সে নাকি কি একটা বেকারী করবে। তারপর সাধন দে তাকে দেওয়া হয়েছে—৯,৬০০ টাকা। সুব্রত চৌধুরী তাকে দেওয়া

হয়েছে ২০ হাজার টাকা। বিশ্বকর্মা কারপেন্টি, ধর্মনগর, তাকে দেওয়া হয়েছে ২ লক্ষ টাকা—তাকেও কেউ জানেন না। স্যার, সুধীর চৌধুরী বলে আরেকজনকে দেওয়া হয়েছে ৬৫ হাজার টাকা। স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা।

আর স্যার, বেকারদের যে চাকুরী বাকুরী দেওয়া হচ্ছে তা তো কি বলব। আমরা জানি সিনিয়র সেলস ম্যান হিসেবে কাউকে নিতে হলে তার সেলস্ সম্পর্কে এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হয়। কিন্তু এখানে হয়েছে কি—পান্নালাল দত্ত তাকে সিনিয়র সেলস্ম্যান্ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে —যার কোন এক্সপেরিয়েন্স নেই। তারপর আর একজনকে এল. ডি. সি. হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, তার নাম হচ্ছে - রত্না দাস। তিনি কে? তিনি হচ্ছেন এই পান্না দত্তের স্ত্রী —তাকে এল, ডি. সি. করা হয়েছে। কেউ তাকে জানে না। উনি যখন জয়েন করতে গেলেন —কি উদ্দেশ্যে কি বা কেউ জানে না, অফিসের লোকেরা জনান্তিকে একে অপরের দিকে আড়-চোখে তাকালেন। পাড়ার লোক মৃদু হাসলেন। রসিক জনেরা জনান্তিকে উক্তি করিলেন, মন্তব্য করিলেন, পথিক জনেরা চলতে চলতে ক্ষনিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। পাড়ার লোকেরা মৃদু হাসিলেন। ড্রাইবার সাস্ত্রিরা প্রমাদ গুনলেন। সমাজের গুনীজনেরা, পুরানো যারা গান্ধীবাদী নেতা ছিলেন তারা 'হায় গান্ধী' 'হায় গান্ধী' বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল। ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতা ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে নো-কনফিডেন্স মোশান এনেছেন তাকে আমি বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে যে অনাস্থা প্রস্তাবটি এনেছেন, কেন এনেছেন। আমার

ধারনা হতাশাগ্রস্ত হয়ে উনি এটি এনেছেন যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কয়েকদিন আগে তিনি মাননীয় স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। এইভাবে একের পর এক অনাস্থা প্রস্তাব আনছেন। কোন দিন হয়ত নিজের বিরুদ্ধেও অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসবেন।

এখানে তিনি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী বলে মনে করেন। বিরোধী দলনেতা হিসেবে নিজেকে গ্রহন করতে পরেলেন না। উনারা যখন ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন তখন আমরা ছিলাম বিরোধী বেঞ্চে। সেটা তখন আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কারণ, জনগণের রায় সবাইকে মানতে হবে। কিন্তু উনি সেটা গ্রহণ করতে পারছেন না। একের পর এক অনাস্থা প্রস্তাব আনছেন। অতএব, আমি সেটাকে সমর্থন করতে পারছিনা। উনি বয়স্ক লোক। উনি যখন থেকে রাজনীতি করছেন তখন আমাদের রাজনীতি করাতো দূরের কথা জন্মই হয়নি। উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন অনেক দুর্নীতি আমরা দেখেছি। কিন্তু উনার বিরুদ্ধে কখনই কোন অনাস্থা প্রস্তাব এভাবে বিধানসভায় আনিনি।

১৯৮০ সালে জুনের দাঙ্গার সময় আপনারা কি করেছিলেন। আপনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বলেছিলেন যে, আগরতলায় দাংগা হয় নাই। আপনি কি চেয়েছিলেন যে দাংগা শুধুমাত্র উপজাতি এলাকায় হউক। এটাই কি উনি চেয়েছিলেন?

সেই পশ্চিম বাংলা থেকে এখানে এসে দশরথ বাবুর শরনাপন্ন হলেন তিনি। দশরথ বাবু উনাকে ত্রিপুরাতে থাকতে জায়গা দিয়েছে। এখানে অনাস্থা প্রস্তাব আনছেন।

ত্রিপুরার জনগনের স্বার্থে, ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক স্বার্থে আপনারা রিজিউলিউশান আনুন, প্রস্তাব আনুন আমরা সমর্থন করবো। কিন্তু হতাশাগ্রস্ত হয়ে এই সমস্ত মোশান এটা ত্রিপুরার মানুষ কখনো সমর্থন করতে পারে না এবং করবেও না। তারজন্যই আপনাদেরকে বিরোধী

বেঞ্চে বসিয়েছে। তাই আজকে গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, বিধানসভায় এসে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। উনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেইদিন বলেছিলেন, 'দৈনিক সংবাদ' বিদেশী সি, আই, এর আমেরিকান সি, আই, এর। আজকে বাদলবাবু তারা এই 'দৈনিক সংবাদকে' বগলে নিয়েছেন। এটা অত্যন্ত ভালো কথা। কিন্তু আজকে উনারা এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়কে, আর এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়ের উস্কানী দেন, এখনো দাঙ্গা করতে চাইছে। এই যে গ্রামে গ্রামে যুবকরা তাদের উস্কানী দিচ্ছেন। তাদেরকে আবার বন্দুকধারী করে ত্রিপুরাকে কলংকময় ভূমিকার সৃষ্টি করতে চাইছেন। যেদিন উনারা শাসনে ছিলেন, এখানে ঐ দিন উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছিল। এখন আবার উনারা সৃষ্টি করছেন ত্রিপুরাতে এ, টি, এফ। এ, টি, এফ তৈরী করে, বন্দুকধারী তৈরী করে আগামী নির্বাচনে বৈতরনী পার হওয়ার জন্য উনারা চক্রান্ত করেছেন। এই আশা আপনারা বাদ দিতে পারেন। আজকে আপনারা এখানে আছেন, আগামীদিনে এইখানেও আসতে পারবেন না। ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে সুযোগ দিয়েছে পরিবর্তন হউন, পরিবর্তন হতে চেষ্টা করুণ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে মোশান এনেছেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং হতাশার। তিনি এখন এখানে আসলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি নিজেকে এখনও শাসক গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। অতএব এই সমস্ত মোশান ত্রিপুরার মানুষের বিরোধী এবং এই পবিত্র বিধানসভার পরিপন্থী। এই সমস্ত মোশান একেবারেই আনা ঠিক নয় আমরা দেখেছি, ত্রিপুরার মানুষ শুনেছেন এখানে মোশান এনে পত্র-পত্রিকাকে খাওয়াইয়ে দিতে বিরাট ইস্ট্যাবলিশমেন্ট নিতে, কিন্তু নিলেও আর হবে না।

পৃথিবীর কমিউনিষ্ট কান্ট্রিগুলিতে এখন আস্তে আস্তে গনতন্ত্রের দিকে আসছে। আপনারা তখন কোথায় যাবেন? এটা আপনারা উপলব্ধি করুন। আপনারা অনেক রিপোর্ট করেছেন, অনেক কিছু করেছেন কিন্তু আস্তে আস্তে আপনাদের বিরোধী বেঞ্চে চলে যেতে হয়েছে আপনারা এখন ট্রেজারী বেঞ্চে থাকতে পারতেন। কিন্তু কেন এখানে গেছেন, এটা আপনাদের কারণে। ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবেনা, করবেও না। অতএব আমি বলব এই হতাশাগ্রস্ত নো

কনফিডেন্স মোশান আপনারা উঠিয়ে নিন। তারপরে আমাদের সঙ্গে আসুন, ত্রিপুরার উন্নয়ন মূলক কাজে আপনারা নিয়োজিত হউন, সরকারকে সহযোগিতা করুন, এটাই বিরোধী দলের ভূমিকা, গনতন্ত্রে বিরোধী ভূমিকা এটাই। তারপরে আমরা সহযোগিতা করব, সমর্থন করবো। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আজকে স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব কালকে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনবেন। কিন্তু পরের দিন আপনারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে আনবেন। এখনো চলছে দশরথবাবু বড়, না নৃপেনবাবু বড়, না বাদল বাবুর দল বড় কোনটা? এইতো চলছে আপনাদের মধ্যে। আমরা কি জানিনা, আপনারা অনেক চেষ্টা করেছেন আমাদের দলকে বিভ্রান্ত করার জন্য আপনারা পারবেন না, অনেক চেষ্টা করেছেন নৃপেনবাবু বলেছেন (বিরোধী দলনেতা) উনাদের ছেলেরা ক্ষমা করবেন না। আপনাদের ছেলেরা কি ক্ষমা করেছে আজকে? সেদিন বিপদগামী বানিয়েছিলেন বন্দুকধারী হয়ে জঙ্গলে ছিলেন তাদের জীবন কলংক হয়েছে তারা রক্ষা করেছেন আপনকে। নিশ্চয় ক্ষমা করেনি। এই সমস্ত উস্কানী দিবেন না। আপনি অনেক ত্রিপুরার ট্রাইবেলদেরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। কিন্তু আর খেলতে দেওয়া যায় না, খেলতে দেওয়া হবে না। অতএব, এই সমস্ত গোপন ট্রাইবেল বিরোধী এবং ত্রিপুরার গনতন্ত্রের বিরোধী, ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের বিরোধী এবং এই ঘোষনা সম্পুর্ণ বিরোধিতা করে তীব্র প্রতিবাদ করে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায়। মাননীয় সদস্য দশ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রদ্ধেয় নৃপেন বাবু সরকারের বিরুদ্ধে তথা কাউন্সিলের মিনিষ্টার চিফ মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। আমরা এটা পরিষ্কার চাই। উনাদের অনাস্থা স্পীকারের বিরুদ্ধে থাকবে, সরকারের বিরুদ্ধে থাকবে, এমনকি জনসাধারনের বিরুদ্ধে থাকবে। কারন উনাদের আর কোন কাজ নেই। উনারা জেনেশুনে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন। কারন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সর্বস্তরের মানুষ কি ট্রাইবেল কি বাংগালী কি হিন্দু কি মুসলিম সবাই একটা না একটা ধর্মকে বিশ্বাস করে। উনারা কোন ধর্মকে বিশ্বাস করে না। কোন ধর্মের

বিশ্বাসী? স্যার, উনাদের জিজ্ঞাসা করেনত মা মারা গেলে কোন শ্রাদ্ধ করেন কিনা? উনাদের বাবা মারা গেলে কোন শ্রাদ্ধ করেন কিনা। দুই দিন মানেনি। কোন ধর্মকে বিশ্বাস করে উনাদের মেম্বারদের মধ্যে আছে কিনা। আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কেন তাদের ক্ষমা করবে? উনারা চাইছেন কি স্যার, নিশ্চয় আপনার জানা আছে কারণ, আমরা যেহেতু কংগ্রেস করি টি, ইউ, জে, এস করি যে কোন রাজনৈতিক দল করি আমরা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসী। যদি ধর্মকে বিশ্বাস না হয়, ধর্মের সৃষ্টি মানুষকে সেবা করার অধিকার আমি পাব না। উনারা কার সেবা করছেন? উনারা কি নিজেরা নিজের সেবা করবেন। কাজেই জনসাধারন উনাদের সঙ্গে থাকবে না। স্যার, উনারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। উনাদের হঠাৎ মনে পড়েছেন যে, আমরা যা ত্রিপুরার মানুষদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে যা অন্যায় করেছি তার ক্ষমা নেই। তাই রাবণ বুঝে শুনে নিজের যা কুকীর্তি ছিল তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই সেই ক্ষমতাবানরা রামের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তার হাতে মৃত্যু হয় যাহাতে স্বর্গবাসী হতে পারে। জেনে শুনেই তাহলে তারাও স্যার, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন, উনারা যাতে স্বর্গবাসী হতে পারে। এছাড়া আর কোন অর্থ এটার মধ্যে থাকতে পারে না। কারণ গতকালকে এখানে ভাষন দিতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা এখানে বলেছেন যে আমরা আমাদের লোকেরা যখন থানায় যায় কোন মামলা নথীভুক্ত করে না। আর আজকে বলেছে আমার এই সরকারের আমলে হাজার হাজার মামলা জমেছে। এর অর্থ কি স্যার? এদিকে বলছে হাজার হাজার মামলা আর এদিকে বলেছে মামলাই নিচ্ছে না। উনাদের লোকদের আমরা কংগ্রেস বানাবার জন্য হুমকি দিচ্ছি, মামলা জমে গেছে তার কোন বিচার হচ্ছে না। বিচার বিচারক করবে, আদালত করবে। নিশ্চয় উনাদের মনে থাকা উচিত যে, বিচারের স্থান কোর্ট, কোর্টকে উনারা বিশ্বাস করেনা। যার জন্য উনাদের গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে যারা মামলা করেন সেই জুডিসিয়েল মেজিষ্ট্রেটের উপর হামলা করেছিলেন। বিচারক এই ত্রিপুরা রাজ্যে সুস্থ বিচার করতে পারে নাই। যদি উনাদের কোন লোকের বিরুদ্ধ কোন রায় বিপক্ষে যেত তখন হাকিমের উপর অত্যাচার করত। এটা অস্বীকার করবেন? আমাদের এই সরকার সম্পূর্ণ নিরাপদ রেখেছেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :– আপনারা ইচ্ছা করলে মামলা করতে পারেন। আমাদের তরফে বিচারালয়ের উপর কোন চাপ থাকবে না, বিচারালয়ের যে রায়, আমরা সেটা মাথা পেতে নেব, তাই বিচার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠ করে রেখেছি। অথচ আপনারাই সর্বত্র একটা অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছেন, আবার আপনারাই আমাদের বিচার চাইছেন। হ্যাঁ এটা বোধ করি আপনাদের আমলেই সম্ভব। কিন্তু আমাদের আমলে এটা সম্ভব না। স্যার, আমি এখানে একটা উদাহরন দিচ্ছি, গতকালই মাননীয় বিরোধী দলনেতা, এমন একটা কথা বলে ফেললেন, যার জন্য মাননীয় স্পীকার মহোদয় তাঁকে সাবধান করেছেন, তা সত্বেও আজকে দেখেছি উনি বে-ফাঁস আর একটা কথা বলে ফেললেন —'উনি বললেন রাজীব গান্ধী, সন্তোষ মোহন দেব এমনকি আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নাকি অসভ্য'। স্যার, আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, তখন তিনি আমাদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে এই সভাতে কাউকে মিথ্যাবাদী বলা যায় না, যদি বলতে হয়, তাহলে অসত্যবাদী বলতে হবে.' আজকে তিনি নিজেই এ'সব ভুলে গিয়ে বলে ফেললেন 'ওরা অসভ্য' কাজেই, ওরা নিজেরা যখন নিজেদের দোষ দেখতে পান না, তখন তো আমাদের বিচার চাইতেই পারেন, বোধকরি এটা তাদের স্বভাবে পরিনত হয়ে গেছে। তাই আমরাও উনাদের সাবধান করে দিতে চাই যে, উনারা যেন এই ধরনের ভাষা এই হাউসে ব্যবহার না করেন, যদি করেন, তাহলে মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে আমার অনুরোধ দ্বিতীয়বার তিনি যেন তাদের ক্ষমা না করেন। তবে আমরা জানি যে বিরোধী দলের নেতা এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, শালীনতার ব্যাপারটা বোধকরি উনার স্মৃতির থেকে দিনে দিনে লোপ পেতে চলেছে, হয়তো সেই কারণেই উনার এই ধরণের ভ্রম হচ্ছে। সে যাক, আপনারা এখান থেকে বাইরে গিয়ে ঐ মুসলিমদের উস্কানী দেবেন, ট্রাইবেলদের উস্কানী দেবেন আর এই রাজ্যে যেন তেন প্রকারে অশান্তির সৃষ্টি করবেন। এটা আর চলতে দেওয়া যায় না, ত্রিপুরা রাজ্যে আপনাদের এত উস্কানী সত্বেও সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। অন্যদিকে আপনাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত যে, দুই একটি রাজ্য আছে, সেগুলিতে কি চলছে, সেটা আমাদের জানা আছে। কাজেই আমি বলব যে, আপনারা এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইলেও এর সুফল আর পাবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের এরই মধ্যে চিনে নিয়েছে। আমার অনুরোধ আপনারা

আর এই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করবেন না। আপনারা তো সেই দিন পুলিশ বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের এ্যাসোসিয়েশান করবার অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অধিকার কি তারা ভোগ করতে পেরে-ছিল? না ভোগ করতে পারেনি। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সেই ক্ষমতা যেতে দেননি, সেই আপনাদের আমলেই, আপনাদের সেই নির্বাচিত প্রতি-নিধিদের খারিজ করে দিয়েছিলেন। এমনিতেই এই রাজ্যের মানুষের বহু অভিযোগ এখনও আপনাদের বিরুদ্ধে আছে, অথচ আপনারা এই বিধানসভায় এসে ত্রিপুরার জনগণের সেই অভিযোগকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পাল্টা অভিযোগ আমাদের এই সরকারের বিরুদ্ধে এনেছেন, যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আদৌ বিশ্বাস করে না এবং ভবিষ্যতেও করবেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আমাদের এই বিরোধী দল তো ১০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, উনাদের আমলে নাকি এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেনি বলে, উনারা দাবী করছেন এটা কতটুকু ঠিক তা ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় প্রমানিত।

অস্বীকার করতে পারেন ১৯৮০ সালের ৬ই জুন মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্যাডাররা প্রকাশ্য দিবালোকে রাম দাও বল্লম নিয়ে মিছিল করেছে। এটা কি সত্য নয় যে আগরতলা শহরে যখন চুরি ডাকাতি শুরু হয়েছিল তখন নৃপেনবাবু ছিলেন কলকাতায়। শেষ পর্য্যন্ত যখন জনসাধারণ নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য নিজেরা অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন তখন নৃপেনবাবু আগরতলায় এসে বললেন যে "না না আর চুরি ডাকাতি হবে না" অমনিই চুরি ডাকাতি বন্ধ হয়ে গেল। আপনারা চুরের তাপ্‌পলদার না? এই আগরতলা চুরি ডাকাতির ড্রাইভার কে? এই আগরতলা চুরি ডাকাতি করে কত টাকা কমিশন পেয়েছিলেন? আর আমাদের এই সরকারের আমলে আপনারা এখনো সেই চুরি ডাকাতি অগ্নি সংযোগ করে যাচ্ছেন। আপনারা তো মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইত্যাদি ছিলেন তখন কোন ঘটনা ঘটলে আপনারা গেছেন? কিন্তু এখন কোন ঘটনা ঘটলে আমাদের মন্ত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাচ্ছেন। অপব্যয়ের কথা তুলছেন। আপনারা কোন ব্যয় করেছিলেন? কোন সম্পদ সৃষ্টি করে গেছেন? আছে কোন সম্পদ? আগেকার কংগ্রেস আমলের যে রাবার গাছ ছিল বিশ্রামগঞ্জের কাছে সেটা আপনারা কেটে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর এখন আপনারা এখানে রাবার রাবার করে চিৎকার দিচ্ছেন। আপনারা বন ধ্বংস করে গেছেন প্ল্যান্টেশন ধ্বংস করে গেছেন।

সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে আমরা নূতন করে প্ল্যানটেশন করছি। আপনারা ইণ্ডাস্ট্রীগুলি খেয়ে গেছেন। কো-অপারেটিভ ধ্বংস করে গেছেন। এটা অস্বীকার করতে পারেন? যারা বাবার শ্রাদ্ধ করে না তাদেরকে দিয়ে কমিটি করেছেন। এখন তো ২৭ জন আছেন। দেখুন না আগামী দিনে তিনজন থাকেন কিনা। তবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবেন না, উস্কানী দেবেন না। মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে শ্রদ্ধা করতে চাই এবং এর সঙ্গে এও বলতে চাই যে, জনসাধারণের কাছে যান, জনসাধারণের আশীর্বাদ নেন তাহলে আপনাদের এই অভিশপ্ত জীবনের একটা গতি হতে পারে এই নো-কনফিডেন্সের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খড়্গপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে নো-কনফিডেন্স মোশন এনেছেন সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এটাকে বিরোধীতা করছি। আমি এই কারণে বিরোধিতা করছি যে যেখানে বিধানসভার একটা বাজেট অধিবেশন চলছে সেখানে দেখছি তারা একবার মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের বিরুদ্ধে একবার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে এই বিধানসভার কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন এবং রাজ্যের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা এবং দলনেতার দীর্ঘায়ু কামনা করে বলছি উনারা যা করেছেন তার থেকে রেহাই পাবেন না। কারণ আমরা জানি, সুদীর্ঘ লম্বা রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে, ক্ষমতার ১০ বছরে অনেক কলঙ্ক তাদের গায়ে লেগেছে। এই পবিত্র বিধানসভায় সমস্ত কথা বার বার বলতে চাই না। কিন্তু উনারা যখন খোঁচা মেরে বলেন, তখন বলতে বাধ্য হই। আমরা জানি, বইয়ে লেখা থাকে, স্মৃতি সতত সুখের"। উনার সময়কার সব স্মৃতি কিন্তু সুখের নয়, করুন ইতিহাস। কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবের ইতিহাস নয়। কমিউনিষ্ট পার্টির মৃত্যুর ইতিহাস। ২৪ লক্ষ মানুষের যন্ত্রনার ইতিহাস। সেখান থেকে ফিরে আসার যখন চেষ্টা করা হচ্ছে, সেখানে শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য চেষ্টা করছে একটা গণতান্ত্রিক সরকারকে যখন ২৪ লক্ষ মানুষ সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করেছে, তখন বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সরকারকে বিপাকে ফেলতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার। রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা উনারা প্রথম থেকে করছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার কংগ্রেস-টি,ইউ,জে এস,

সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম কলঙ্ক লেপে দিতে হবে। রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে হবে, জাতি-উপজাতি মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিতে হবে, এমন কি পত্র পত্রিকাকে বিভ্রান্ত করে দিতে হবে। বিভ্রান্ত করে দিতে হবে, সংখ্যালঘুদের। এমন একটি পরিবেশ তৈরী করতে হবে, যাতে ৮০ সালের দাঙ্গার থেকেও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আজকে আমি লক্ষ্য করেছি, উনি বলছেন, গণতান্ত্রিক মানুষের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করছি। করছি, ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে। যে সমস্ত কথা এখানে অত্যন্ত বুদ্ধি করে কেহ কেহ (বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা) গতকাল বলেছেন, বিরোধী দল নেতার মাথার ঠিক থাকে না। স্যার, আমি তা বিশ্বাস করি না। উনি অত্যন্ত সুচতুর ভাবে মেপে মেপে কোন মন্ত্রীকে, কোন্ এম, এল, কে, কোন্ পয়েন্টে আক্রমন করতে হবে, যাতে কতগুলি মিথ্যা কথা তুলে ধরা যাবে, রাজ্যের কোন্ অঞ্চলের মানুষকে কোন্ পয়েন্টে আঘাত করলে উস্কে দেওয়া যাবে সে অনুযায়ী উনি বলেছেন। চেষ্টা হয়েছে, ভি, পি, সিংকে দিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করে দেওয়ার। অগণতান্ত্রিক ভাবে তৎকালীন কেন্দ্রের একজন বিশিষ্ট নেতাকে আনা হয়েছে দিল্লী থেকে। আমাদের রাজ্য সরকারকে ফাঁকি দিয়ে এইখানে মিথ্যা কতগুলি প্রপোজাল তৈরী করা হয়েছিল, প্রশাসন ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল অত্যন্ত সুচতুর ভাবে। কেহ টাউনহলে হলসভা করে বলেছেন, না আমরা রাষ্ট্রপতির শাসন চাই না কিন্তু কেন্দ্র দিলে করার কিছু নেই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি তখন, বিরোধী দলনেতা এবং উপ-নেতার কথার মধ্যে ফারাক অনেক রয়েছে। ৩৫৬ ধারায় উনারা বিরোধিতা করেন। কিন্তু এইখানে চেষ্টা হয়েছিল, ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করার। কিন্তু রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ তা হতে দেয়নি। তারপরে চেষ্টা হয়েছে, কংগ্রেস-থেকে টি, ইউ, জে, এস, কে আলাদা করে নেওয়ার বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। আজকেও আমরা লক্ষ্য করেছি, মাননীয় বিরোধী দলনেতা অত্যন্ত সুচতুর ভাবে রাজ্যের মানুষের কাছে মিশাইল না পেট্রিয়ড স্কাড ছোঁড়ার চেষ্টা করেছেন তা জানি না। তবে বলেছেন, উপজাতি যুব ছাত্ররা তৈরী হচ্ছে? কোন্ পয়েন্টের উপর তৈরী হচ্ছে? আপনারা এর আগে ত্রিপুরা হিলস্ পিপলস্ পার্টির সাথে যোগাযোগ করে টি, ইউ, জে, এস, কে রোখার চেষ্টা করেছিলেন। আর আজ চেষ্টা করছেন, এ টি, টি, এফ দিয়ে। এই এ, টি, টি, এফ, কাদের তৈরী? এই অপজিশান বেঞ্চে রয়েছেন তাঁদের

চরিত্র কি? খুন করার, সন্ত্রাস করার, ব্লু প্রিন্ট তৈরী করার ক্ষমতা উনাদের সেই দক্ষিনের বাদল বাবুই বলুন; আর উত্তরের বিমল বাবুই বলুন প্রমুখ যারা রয়েছেন তাঁদের আছে ওরা বিরোধী দল নেতা-উপনেতার মন্ত্র শিষ্য। স্যার, আজকে আমি আনন্দ অনুভব করছি। একটা সময় আসে যখন মানুষের কৃত কর্মের অনুসূচনা মানুষ করে। আমার মনে হয় বিরোধী দলনেতার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার নিরীখে যাচাই উনি করেছেন যে হ্যাঁ, আমার এখানে একটা দাঙ্গা হয়েছিল, ৮০ সালে। সেটা এক বছরের মধ্যে আমরা মুছে দিয়েছি। কিন্তু ভাগ করে দিয়েছেন দীর্ঘ দিনের জন্য ৫০/১০০ বছরের মৈত্রীকে কুপিয়ে টুকরো করে দিয়েছিলেন এক মিনিটের ইঙ্গিতে। এটা আপনার জীবদ্দশায় মুছবে না। আমরা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস চেষ্টা করছি যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে। এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন দেওয়া যায়নি। তাই নুতন করে দাঙ্গা করা যায় কিনা, যখন সেন্ট্রালে একটা নরবরে সরকার ছিল একদিকে বামফ্রন্টের সমর্থন এবং অন্য দিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহযোগী বি, জে, পির সাপোর্ট নিয়ে। সেই সরকারটাকে চাপে রেখে এখানকার সরকারটাকে ভেঙ্গে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার সাথে সাথে কি হয়েছে? প্ররোচনা-মূলক লেখা লিখেছেন। এটা দলিল হয়ে থাকবে মিঃ স্পীকার স্যার। অরুপ রায়ের নামেই লিখুক, বিরোধী দলনেতার নামেই লিখুক, উপ নেতার নামেই লিখুক, এটা লেখা হয়েছিল তখন, যখন রাজ্যে একটা থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি করছিল; জাতি দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, চেষ্টা করা হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যায় কিনা। একটা বারের জন্যও তিনি ঐক্যের কথা বলেননি। উনি এখানে বলেছেন-পৃথিবীর ইতিহাসে আছে, কমিউনিষ্ট পার্টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি সাইন্টিফিক ভাবে দাঙ্গা তৈরী করে। ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল এই ১০ বছরের ইতিহাসে আমরা দেখেছি আমার কষ্ট হয়, বিরোধী নেতাকে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। ত্রিপুরা ২৪ লক্ষ লোকের মাথার মনি উনি। কিন্তু আমি জানি গভীর রাতের অন্ধকারে যদি উনি চিন্তা করেন তাহলে উনি আত্ম অনুসূচনাতে ভুগবেন আমি অনুরোধ করব আপনি ভাবতে চেস্টা করুন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে তার জন্য চেষ্টা করুন। আপনার কাছে দলের প্রশ্ন নয়। আপনার কাছে রাজ্যের মানুষ অনেক কিছু আশা করে। স্যার, খুনের কথা বলে এখানে বারবার উসকানি দেওয়া হয়েছে আমি সেই জন্য বলছি স্মৃতি সতত: সুখের কথাটা সব সময় সত্যি নয়। স্মৃতি দুঃখের হয়, বেদনার হয়। আমার অঞ্চলে প্রকাশ্য দিনের

বেলায় ভজন, ভূষণ, মিথিলকে যখন খুন করা হয়েছিল। মৃত্যুর আগে যখন জল চাইছিল ভূষণ, ব্রাহ্মনের ছেলে, তখন তার মুখে পেচ্ছাব করে দেওয়া হয়েছিল। কার সময়ে, কার রেজিমেন্টে ? ইতিহাস ভুলবে না। যত কথা বলা হোক ইনার লাইন পারমিটের কথা বলে যত রকমেই উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করা হোক এত তাড়াতাড়ি মানুষের মনের ব্যথা মুছবে না। নো-কনফিডেন্স মোশান এনে লাভ নেই। স্যার, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিওলেশান আলোচনার সময়েও আমরা দেখেছি রাজ্যের বেকার-দের যখন চাকুরী দেওয়া হয়, ভিকটিমাইজড, ওভার এইজ বেকারদের যখন চাকুরী দেওয়া হল তখন তাদের বিরুদ্ধে আপনারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে চাকুরী দেওয়া হল কেন ওদের ? সোয়া লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ বেকার আপনারা সৃষ্টি করেছেন ১০ বছরে। আপনাদের সময়ে মার্ডারার যাদের পেছনে ৫০টা খুনের সীল না থকতো তারা কোন দিন চিন্তাও করতে পারতো না চাকরী পাবার। আজকে চেষ্টা করা হচ্ছে একটা সুন্দর বাতাবরণ তৈরী করার জন্য। যারা বেকার তাদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য। আমি বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি নো-কন-ফিডেন্স মোশান উঠিয়ে নেন। এই বলে নো-কনফিডেন্স মোশানের তীব্র বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি আপনাদের আর মাত্র ১০ মিনিট সময় আছে। এই ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের যে কেউ একজন বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য গোপাল দাস বক্তব্য রাখবেন। তারপরে আমি আবার রিপ্লাই দেব

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে আজকে এই জোট সরকারের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা উত্থাপন করেছেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা, এটা শুধু স্যার, বিরোধী দলের প্রস্তাব নয় এটা ত্রিপুরা রাজ্যের অত্যাচারিত, নিপীড়িত যে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ যারা আছেন, যারা দীর্ঘ দিন বছর ধরে নিগৃত হচ্ছেন তাদেরও প্রস্তাব স্যার। আমি প্রথমে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ২/১ টা কথা বলতে চাই স্যার, আজকে প্রকৃতি এবং পরিবেশ নিয়ে সারা পৃথিবীতে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁরা অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কারণ যে ভাবে প্রকৃতির মধ্যে নানা ভাবে পরিবর্ত্তন হচ্ছে বিশেষ করে যুদ্ধ কবলিত এলাকাগুলির দ্বারা তার ফলে সারা পৃথিবী আজকে

ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছে এবং সেগুলি আগামী প্রজন্মে কি হবে তাই নিয়ে এখন চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আমরা দেখেছি নাগপুরের ন্যাশন্যাল ইঞ্জিনীয়াররা জানিয়েছেন যেভাবে বায়ু স্তর কমে যাচ্ছে তার ফলে এই যে বায়ু হ্রাস হচ্ছে পরে এটা একটা ভয়ংকর আকার ধারণ করবে। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের পরিবেশ বিঘ্নিত করছে ২৯ পারসেন্ট এবং সোভিয়েত রাশিয়া ১৪ পারসেন্ট। তার ফলে ধ্বংসের যে লীলা হচ্ছে তাতে ত্রিপুরার উপরও আঘাত আসছে। স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য পাহাড় বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য. এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে জোট সরকার ধ্বংস করছেন কারণ যে জায়গায় বন এবং পরিবেশকে রক্ষা করাই হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব কিন্তু সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে বন থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ পাচার হয়ে যাচ্ছে। স্যার আমাদের ভাবতে অবাক লাগে এই কাউন্সের যিনি নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার তাঁর নির্দেশে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ পাচার হচ্ছে খোয়াই, সোনামুড়া, ধর্মনগর, তেলিয়ামুড়া ইত্যাদি জায়গায়। যারা স্যার, এই কাজে লিপ্ত তারা হচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য লোক যেমন অমিত ঘোষ, পলু দেবনাথ যারা কুখ্যাত ধরনের খুনী স্যার, তারাই এই সমস্ত কাঠ পাচার করছেন এবং ফরেষ্ট অফিসে গিয়ে রেঞ্জারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে। স্যার, এই সম্পর্কে ভি, পি, সিংয়ের যে সরকার ছিল, তখন যিনি বন এবং পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন মাননীয়া মন্ত্রী মেনেকা গান্ধী, আমাদের বিরোধী দলনেতা চিঠি লিখেছিলেন মাননীয়া মন্ত্রীর কাছে এইখানে কিভাবে বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেটা তদন্ত করে দেখবার জন্য। কিন্তু দুঃখের কথা ইতিমধ্যে সেই সরকার ভেঙ্গে যায়, তার ফলে এই কাজ আর এগুতে পারেনি। এইটা তদন্ত করলে বুঝা যেত আজকে এইখানে অপরাধীরা কিভাবে জাল বিস্তার করে আছে। এই বনকে যারা ধ্বংস করছে তারা আজকে এইখানে বসে আছে। তারা আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এইটা ক্ষমা করবে না। স্যার, এইখানে আমরা লক্ষ করেছি, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এইখানে মাননীয়া মন্ত্রী বিভা নাথ আছেন. উনার কথা বলতে হয়। স্যার উনার স্বামী সুধীরনাথ তাদের একটা রামকৃষ্ণ "স" মিল আছে যার মালিক সুধীর নাথ। তিনি জম্পুই পাহাড় থেকে বেআইনীভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ, শাল, সেগুন বহু মূল্যবান কাঠ মিলের মধ্যে এনে পাচার করছেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছেন স্যার, এই মিলটা এখন একজন প্যাটেল নামে জনৈক ব্যবসায়ীর নামে ১০ হাজার টাকা মাসিক বৃত্তিতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তার জন্য অ্যাডভান্সও দেওয়া হয়েছে স্যার সেই কাঠ পাচারের

সংগে সেখানকার রেঞ্জার স্বদেশ দেবও জড়িত। সুধীর বাবু উনার মার নামে একটা রাইস মিল আছে। সেখানে তাদের ২টি ট্রাক আছে, ১টি ট্যাক্সি আছে। উনার বাড়ীতে সিকিউরিটির জন্য বিলডিং এবং ল্যাট্রিনের কাজ শুরু হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে সুধীর বাবুর নামে একটা ৫ তলা ট্রেজারী বিল্ডিং এর ফাউণ্ডেশানের কাজ দেওয়া হয়েছিল, ১তলার কাজ কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে, দোতালার কাজ শেষ না করে মাননীয়া মন্ত্রীর সিকিউরিটির বিল্ডিং করা হচ্ছে। স্যার, এইসমস্ত দুর্নীতিতে মন্ত্রিরা অভিযুক্ত. শুধু মন্ত্রী নয় তাদের স্বজন পোষন। সাব্রুম মহকুমার বেতাগার ফরেষ্টার শ্রীব্রজলাল দাস তিনি নিজে সরকারী বন কেটে সাব্রুমে যে ক্যাম্প আছে বাংলাদেশের যেসমস্ত শরনার্থী শিবির, সেই সমস্ত শিবির থেকে লেবার এনে দৈনিক ৬০-৭০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে সেখানে হাজার হাজার শাল, সেগুন কাঠ বাংলাদেশে পাচার করে দিচ্ছেন। স্যার, লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ পাচারের অভিযোগ লক্ষ্মনচেপার প্রহ্লাদ দেবনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। সেটা তদন্তে ধরা পড়েছে। খোকন দেবনাথ যিনি খুনের যাবজ্জীবন দণ্ডাগ্যাপ্রাপ্ত আসামী তিনি শাল, সেগুন-এর যত মূল্য-বান কাঠ কেটে সাফ করে দিয়েছে. বিলোনীয়া মহকুমায় ১৫ই ডিসেম্বর উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান পরিমল সেনের বাড়ীতে হানা দিয়ে ৬।৭ হাজার টাকার সেগুন, গামাই কাঠ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধর্মনগর, কদমতলার কৃষ্ণপুর গাঁওসভার ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল রহিমের ঘর থেকে গত ২৩শে জানুয়ারী ৬/৭ হাজার টাকার কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মতিলাল সাহার বিশালগড় এলাকার হরিপদ দেবনাথ সিপাহীজলা রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে শাল, গামাই কাঠ পাচার চালাচ্ছে বাংলাদেশে। যে হরিপদ দেবনাথ সিড্যুল কাষ্টের যে ১১টি পরিবারের মঞ্জুরীকৃত যে টাকা প্রত্যেকের কাছে থেকে ১১০০ টাকা করে উৎকোচ আদায় করে। পঞ্চায়েত দপ্তরের ১১টি অফার বিলি করতে গিয়ে টাকা আদায় করেছে। বাংলাদেশী লোকদের বেআইনী সিটিজেনশীপ দেওয়ার ব্যাপারে সে জড়িত। এইভাবে স্যার, বনকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে স্যার, কি আর বলব, চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী, চোরের মায়ের বড় গলা। তাই ওদের বড় গলা এখন চাকরী বাকরী নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। কিভাবে স্যার, পোষ্ট অফিসকে শেষ করে দিয়েছে এখন আর পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে অফার যায় না। এখন মন্ত্রী, এম, এল, এ, চাফ নেতা,- ডিফিটেড এম, এল, এ তাদের পকেটে চাকুরী। এইখানে ভিকৃটিমাইজড কমিটি কিভাবে ভিকৃটিমাইজড করেছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস: স্যার, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক যার চেয়ারম্যান মহ'করনে

তার একটা দপ্তর খুলেছেন এবং সেখানে ১৬ জনকে চাকুরী দিয়েছেন, তার মধ্যে একজনও এস, টি, বা এস, সি, নাই, তাহলে দেখুন এই ভাবেই ভিকটিমাইজড্ করা হয়। তারপর ওভার এইজকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, নাবালককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তারপর ওনার পরিবারের মানে ওনার ভাইদের ক্ষেত্রে উনি কি করেছেন, ওনার এক ভাই কম নাম্বার পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে তাকে অন্যদেরকে বঞ্চিত করে ফার্মাসিটিক্যালে চান্স দেওয়া হয়েছে। আর এক ভাই পুলিশ কনষ্টবল ছিলেন তাকে সমস্ত নিয়ম নীতি অমান্য করে এস, আই, করে দেওয়া হয়েছে। আর এক ভাইকে পূর্ত দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, অন্য আর এক ভাই ছোট বড় কনট্রাকটার গত এক বছরে তিনি শুধু কৃসি দপ্তরে আরাই লক্ষ টাকার কাজ নিয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) -পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, উনি যেটা বলছেন যে আমার ভাই পুলিশ কনষ্টবলকে নিয়ম নীতি ভঙ্গ ক'রে এস আই, করা হয়েছে এইটা ঠিক নয়। সরকারের ঘোষিত নিয়ম নীতি ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে যে ৪২ জন এস, আইকে নেওয়া হয়েছে সে তাদের মধ্যে একজন এবং তার চাকুরী ১৯৭৮ সালে হয়েছে। আর এক ভাইকে যে ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরী দেওয়া হয়েছে বলেছেন সেও ওনার আমলে ১৯৭৮ সালে এসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের চাকুরী পেয়েছেন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— তারপর স্যার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাশীরাম রিয়াং ওনার পি, এ, অনিল সরকারের মেয়ের বিয়েতে মেয়ের জামাইকে অফার দিয়ে আশীবাদ করেন। এদিকে স্যার, চাকুরী বিক্রীর অভিযোগে সেই কলোনীতে তাদেরই লোক যুব কংগ্রেসের নেতা শিব চক্রবর্তীকে যুব কংগ্রেসের লোক শ্যামল সুত্রধর জুতাপেটা করেন। কত বলব স্যার, তাদের দুর্নীতির কাহিনী। এই সব কারণে এই যে অনাস্থা প্রস্তাব এইটা শুধু আমার বিরোধী দলের অনাস্থা নয়, এইটা সারা ত্রিপুরা'র গণতন্ত্র শান্তিপ্রিয় মানুষের অনাস্থা। কাজেই আমি আশা করব এই হাউস তাদের এই রায়কে মেনে নিয়ে এখান থেকে ওনারা পদত্যাগ করবেন এবং অনাস্থা মেনে নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দল এবং বিরোধী দলনেতা মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী যে অনাস্থা প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে ওনারা হতাশাগ্রস্ত হয়েই এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছেন। কারণ এইটা জনগণের

দাবী নয় এবং জনগণের আওয়াজও নয়। আজকে শুধু এই বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কোনঠাসা হয়ে দিশাহারা হয়ে এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। স্যার, আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি বিরোধী দলের নেতার বক্তব্য। আমার আশা ছিল, বিশ্বাস ছিল যে এমন কোন তথ্য সরকারের অজানা বা সরকারের কোথাও কোন ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে সেই রকম কোন তথ্য ওনারা উত্থাপন করবেন এবং যেটা সরকারের ক্ষমতায় থাকার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু দেখলাম যতগুলি উনি উত্থাপন করলেন এই সভায় সেগুলি জনসভায় বলা যায়, বিধানসভায় এসে কোন তথ্য ছাড়া একটা বক্তব্য চিৎকার করে বললেই হয় না। এখানে উনি উত্থাপন করেছেন ঐ আশু দাস, বাশু দত্ত, বিরোজিৎ বাবু ও ইনার লাইন, তারপর তিনি জওহরবাবুকে আক্রমণ করেছেন, তারপর 'ডেইলী দেশের কথা', 'দৈনিক সংবাদ' এই হচ্ছে ওনার বক্তব্য ...

এই হচ্ছে উনাদের বক্তব্য। প্রথমে উনারা অভিযোগ করেছেন যে দুই হাজার পরিবার নাকি রাজ্য ছাড়া হয়েছেন, তারা আজকে ঘরছাড়া হয়েছেন। স্যার, এইটা জানিনা কোথায় গেল তারা? কিন্তু এই সরকারের কাছে তো এই রকম কোন তথ্য নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উনাদের নেতা অজয়বাবু পত্রিকায় বলেছেন যে আমাদের কিছু সংখ্যক লোক বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে। এইটা হতে পারে যদি ত্রিপুরা রাজ্যে খুন সন্ত্রাস করে—জনগণ তাদেরকে বিতাড়িত করে—তারা নিজেরাই পালিয়ে গেছে স্যার। কিন্তু আমি বলছি যারা ত্রিপুরা রাজ্যের সিটিজেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করেন তাদের নিরাপত্তার কোন অভাব এখানে নেই। আমাদের সময়ে তাদের নিরাপত্তার বা তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তার কোন অভাব নেই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমল আমরা দেখেছি—তাদের নিরাপত্তা ছিল না।

স্যার, আজকে যিনি এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তিনি তো বামফ্রন্টের আমলে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সেদিন যখন বিধায়ক পরিমল সাহাকে খুন করা হয় সেদিন তিনি পদত্যাগ করেননি কেন? কেন সেদিন তো আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ছিল না। এইরকমভাবে কালিদাসবাবুকে খুন করা হল, মধু চৌধুরীকে যিনি ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন তাকে খুন করা হল। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি, অউপজাতি খুন হয়েছে। সেদিন কোন মুখে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষমতায় বসলেন—গায়ের জোরে সেদিন বলেছিলেন এইটা কাতরামির জায়গা নয়, বেরিয়ে

যাও এই হাউস থেকে। আজকে বিমলবাবু এখানে উপস্থিত নেই, প্রশ্নোত্তরপর্বে তিনি একটা কথা বলেছিলেন —সত্য কথা তিনি স্বীকার করেছেন যে, সারা রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা এখন ফিরে এসেছে। এইটা তিনি স্বীকার করেছেন এই বিধানসভায় বসে।

কাজেই আজকে উনি যে উত্থাপন করেছেন এইটা নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে —আজকে আমি বলেছি যে, প্রত্যেক বিধায়ককে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, এমনকি যারা বিধায়ক হতে পারেননি তাদেরও আমরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি, প্রতিটি জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করেছি।

স্যার, এরপর উনি আরেকটা উত্থাপন করলেন যে, 'ডেইলি দেশের কথা' আক্রমন হয়। স্যার 'দৈনিক সংবাদের' হকার যে বাইখোরাতে তাকে খুন করার চেষ্টা করেছেন উনারা — তার উপর অত্যাচার করা হয়েছে! কিন্তু স্যার, এখন জনসাধারণ যদি কিছু একটা করে থাকে তাহলে তো আমার বলার কিছুই নেই। কারন এই জনসাধারণই এই 'ডেইলি দেশের কথা' কে মিছা কথা বলে থাকেন—তার কারণ এই পত্রিকা প্রতিদিন মিছা খবর প্রচার করে থাকে। স্যার, এই মিছা সংবাদ পরিবেশনের একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। —

১৯৮৯ সালে জুন মাসের ৫ তারিখ 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকায় একটা খবর বেরুলো যেটাকে কাটিং করে সুপ্রীমকোর্টে রীট পিটিশন করেছিলেন উনারা —সেই উজান ময়দানের ঘটনার নায়ক নাকি আমি। আমি নাকি সেখানে উপজাতিদের উপর অত্যাচার করার জন্য প্ররোচিত করেছি। এই খবরটা 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকায় জুন মাসের ৫ তারিখে একেবারে প্রথম পাতায় প্রকাশিত হল একেবারে বড় বড় অক্ষরে প্রচার করা হল। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার স্যার, আমি সেদিন ত্রিপুরা রাজ্যেই ছিলাম না। আমি সেদিন হায়দ্রাবাদে ছিলাম। এই ঘটনার দুইদিন আগেই আমি ত্রিপুরার বাইরে চলে গিয়েছিলাম —কারণ সেন্ট্রাল মিনিষ্টারদের সঙ্গে আমার মিটিং ছিল। আমি ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরি ৮ই জুন। আর ৫ই জুন আমার নামে এই ধরনের মিথ্যা খবর প্রচার করল এই 'ডেইলি দেশের কথা'। কাজেই এই ধরনের মিথ্যা খবর প্রচারের জন্য জনসাধারণ যদি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় তাহলে তো আমার কিছুই বলার নেই। জনসাধারনই এদের উপযুক্ত জবাব দেবেন। তবে এই আক্রমন যেন ব্যক্তিগত আক্রমন না হয় তার

জন্য আমরা সবসময় লক্ষ্য রাখছি। এরপর আর একটা জিনিষ উত্থাপন করার চেষ্টা করেছেন সেটা হল, জওহর বাবু পুলিশের দুইজনকে বদলির জন্য লিখেছিলেন। সেটার প্রতিলিপি এখানে দেখাচ্ছেন। একজন মন্ত্রী এটা লিখতে পারেন সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী। তার জন্য সম্পুর্ণ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা? এটা কিভাবে হয়? স্যার, উনি আত্মঅহংকারে ভুগছেন। ফলে তিনি এই ধরণের কথা বলতেই পারেন।

মোহনভোগের কথা বলেছেন। সেটা কার তৈরী করা ভোগ? সেটা সবাই জানেন। কি করতে চেয়েছিলেন? যারা গত দশটা বছরে রক্ত না দেখে ঘুমুতে পারছেন না তারাই সেটা করেছেন, আমরা সেটা ভাল করেই জানি। আবার তারা চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না দাংগা লাগানোর জন্য। জাতি-উপজাতি মিশ্র এলাকা-গুলিতে একের পর এক চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। চক্রান্ত চলছে একটা দাংগা লাগানোর জন্য।

স্যার, উনারা বার বার বলেছেন যুব সমিতির বিরুদ্ধে উপজাতি ছাত্ররা আন্দোলন করবে। এটা কিসের ইঙ্গিত দেয়? আমরা সেটা জানি। উনাদের সময়ে আমাদের ও মাননীয় বর্তমান উপাধ্যক্ষকে বিচার করে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানোর জন্য ট্রাইবুনাল গঠন চেষ্টাও হয়েছে। যাতে বিচারে আমাদের ফাঁসি হয়। তখন এই ধরনের একটা অবস্থা ছিল। বর্তমানে অবস্থার সম্পুর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। সবাই তাদের নিজস্ব মতামত রাখতে পারেন।

স্যার, উনারা এখানে ইনার লাইনের কথা বলছেন। অনেক দরদ দেখাচ্ছেন উপজাতিদের জন্য। আমাদের এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন উপজাতিদের উপকারের জন্য শুধু ইনার লাইন নয় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নেওয়া হবে। সুতরাং এই ব্যাপারে আপনারা আর কথা বলছেন কেন?

স্যার, ষষ্ঠ তপশিল আমরা যখন দাবী করলাম এবং এটা আদায় করার জন্য আমরা যখন আন্দোলন করলাম, ষষ্ঠ তপশিল পাওয়ার পর উনারা এসে বলছেন যে আমরাইতো সব করলাম। রান্নাবান্না হয়ে গেছে তারপর উনারা খেতে এসেছেন, এই-ভাবেই উনারা করেছেন।

স্যার, "আমরা বাঙ্গালীর" কথা বলা হচ্ছে। এটা নিয়োগ করেছেন কে? মাননীয় বিরোধী দল নেতা। উনাদের সময়েই এটা তৈরী করা হয়েছে। অনিল দেবনাথ, প্রাণগোপাল সাহা ওরা কে? ওদেরকে কে তৈরী করেছে? প্রাণগোপাল বাবুকে আমি চিনি। আমার ক্লাস-মেট। আপনারা ওদেরকে কাছে এনে কাজে লাগিয়েছিলেন

স্যার, রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য উনারা চেষ্টা করেছিলেন। এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন দেওয়া হলে মোষ্ট ওয়েল কাম। কিন্তু অন্য রাজ্যে, যেমন তামিল-নাড়ু বা পশ্চিমবঙ্গে বা কেরলায় রাষ্ট্রপতি শাসন দিলে সেটার জন্য বিরোধিতা করতে হবে। বিক্ষোভ দেখাবেন এখানেও। এইতো হচ্ছে আপনাদের অবস্থা। আজকে যদি ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন দেয়, তাহলে বলবে ঠিক আছে। আর যদি আসাম, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে দেয়, তাহলে বলবে না এখানে কেন? জ্যোতিবাবু খুব ভালো মানুষ। ত্রিপুরা রাজ্যে যদি রাষ্ট্রপতি শাসন দেয়, তাহলে স্বাগত জানাবে। আজকে এটাই হচ্ছে। তারপরে শিল্পের কথা বলেছেন, অনেক শিল্প নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কতটা বন্ধ হয়েছে, এই কথা বললেন না কেন? স্যার, এইভাবে একবার স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা, আবার এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনছে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের মত বহুরূপী রূপ ধরে নাচলেও জনসাধারণ আপনাদেরকে আর বিশ্বাস করবে না। অতএব আপনারা এর থেকে বিরত থাকুন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই সরকারকে কাজ করার সুযোগ দেন, এতে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের মঙ্গলের জন্য যে কাজ করে যাচ্ছে তাকে সহযোগিতা করুন। এই আশা রেখে এবং আপনাদের অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করার অনুরোধ রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি। বিশেষত উনার বক্তব্যের মধ্যে কোন সারবস্তু ছিল না। বরং দেখা গেছে যেসমস্ত অভিযোগ তিনি এই সরকারের বিরুদ্ধে এনেছেন, সেই অভিযোগের অনেক বেশীগুনে অভিযুক্ত হয়ে তাঁরা আজকে বিরোধী দলে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। মি: স্পীকার স্যার, প্রথমে উনার অভিযোগ হচ্ছে, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সরকারের হাতে ভারতের পবিত্র সংবিধান পদদলিত হয়েছে। সংবিধানকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ একদলীয় শাসন এখানে প্রবর্তন করা হয়েছে। উনি কিছু কিছু তথ্য দিয়ে বলেছেন যে, কয়েক জন নাকি খুন হয়েছে, কয়েকজন আহত হয়েছে, এই সমস্ত। আমি উনাদের জিজ্ঞাসা করি যে, পলিটেকনিক্যাল কলেজে যখন নির্বাচিত তিন জন ছাত্র শংকর, জয়ন্ত এদের কারা খুন করল? তারা তখন এখানে কোন গনতন্ত্রকে, কোন

সংবিধানকে মাথায় তুলে রেখেছেন। কোন গনতন্ত্রের প্রতি তাঁরা সেই দিন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন?

তাদের সময় কোন বিরোধী দলের সংগঠন গ্রামে অথবা তাদের এলাকায় প্রচারও করা যেত না। মাননীয় বনমন্ত্রী 'ভ্রাউবাবু' দশরথবাবুর খোয়াই এলাকায় জনসভা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে কি হয়েছিল? সেইদিন তাঁকে জনসভা করতে দেওয়া হয়নি। তারা সেখানে মাইক ভেঙ্গে বল্লম নিয়ে, বন্দুক নিয়ে, দাও নিয়ে আক্রমণ করেছিল। তাই ঐ দলের নায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সাজে? কোথায় তাদের দলীয় কোন্দলে মারামারি হয়েছে, এটার সঙ্গে এর তুলনা করা সাজে? যারা অন্যায় করত, যারা আসামী তারা সেই দিন কোথায় থাকত? বিলোনীয়ায় যখনই খুন হয়েছে আসামীরা মন্ত্রীর বাড়ীতে থাকতো। বিষ্ণু মোহন জমাতিয়াকে সবরে এ খুন করা হলো। তখন আসামীরা কোথায় ছিল? অমৃতসরে স্বর্ণ মন্দির ছিল। সেখানে শিখ জঙ্গীরা আশ্রয় নিত। আর অমরপুরের পার্টি অফিস ছিল আর একটি স্বর্ণ মন্দির। এবং আগরতলার কয়েকটি মন্ত্রীর বাড়ীতে আশ্রয় নিত। কোন্ শাসন এটা? ঐটা কোন শাসন ছিল? মিঃ স্পীকার স্যার, শরৎ বিকাশ চাকমা তার স্ত্রী সন্তান নিয়ে তিনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন তাকে স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে খুন করা হয়েছিল। তার সন্তান ছিলেন দুই থেকে দশ বছর। তখন তারা বারবার ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমা দেওয়া হয়নি। শরৎ বিকাশ চাকমাকে সেখানে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে যখন তাদের নাম দেওয়া হল তখন দেখা গেল তারা সবাই বাজুবন রিয়াংএর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আর স্যার, সাম্প্রদায়িক ঘটনা যে ঘটিয়েছিল এগুলি যদি আমরা তথ্য দেই তাহলে দেখা যাবে যে গত একশত বছরেও এত খুন হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসেও এত খুন হয়নি। আগামী ১০ বছরেও হয়ত হবে না যা দশ বছরে হয়েছে। যদি না তাদের রাজত্ব ফিরে না আসে। মানুষের অনাস্থাকে এরা কেউ রোধ করতে পারছে? সাধারণ মানুষের অনাস্থাকে রোধ করতে পারছে না। এরা রোধ করতে পারে নাই। দুর্নীতির কথা বলছি - তখন দেখা গেছে যে প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে ঐযে আইন শৃঙ্খলা শুধু দলের পক্ষে গেছে। বাজেটের যে অর্থ, সরকারী যে অর্থ সবটাই দলের পক্ষে। দলের জন্য যদি হয় তবে মিছিল করা যাবে, জনসভা করা যাবে, সরকারী গাড়ী ব্যবহার করা যাবে। সমস্ত সরকারী প্রশাসনকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। চাকুরী থেকে শুরু করে সমস্তটায়। সেদিন আপনারা কোনদিন

ভাবেন না গণতন্ত্র আছে গণতন্ত্র থাকবে। গণতান্ত্রিক কোন পরিবেশ তখন ছিল না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, সেদিন কোন সম্পদ তৈরী হয় নাই। বামফ্রন্টের আমলে সম্পদ একটা তৈরী হয়েছে সেটা হচ্ছে দলীয় অফিস। এত সিমেন্ট, এত ইট, লোহা আসল কোথা থেকে? আজকে যেখানে সেখানে দেখা যায়, এত বড় বিল্‌ডিং বি, ডি, ও অফিস নতুবা এস, ডি, ও অফিস হবে। না এটা সি, পি, এম-এর অফিস। গাড়ী কটা নামল! সম্পদ সৃষ্টি করছেন আপনারা। এক দলীয় শাসন কাকে বলে এটাই দলীয় শাসন?

মিঃ স্পীকার স্যার, আর ট্রাইবেলদের কথা মাঝে মাঝে বলেন। এটা বলতে হয়। না বললে উপায় নেই যে, এখনও ট্রাইবেলের এমন অবস্থায় রয়েছে যে এখনও তারা পলিটিকেল ফ্যাক্টর। এটাই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে এখনও তারা ট্রাইবেলদের কথা বলতে হয়। কিন্তু ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে কথা বলার আপনাদের নীতি কি? মার্কসের নীতি কি? নীতিটা হচ্ছে এই— ট্রাইবেলদের জমি যদি ট্রান্সফার হয়, দখল হয় যেভাবে হউক তাহলে সেটা সাম্প্রদায়িক না এটাই মার্কসিজম্? যদি ট্রাইবেলরা তাদের জমির অধিকার দাবী করে সাম্প্রদায়িক। তার নিরাপদের জন্য যদি দাবী করে সাম্প্রদায়িক। ভাষা নিয়ে যখন দাবী করা হল বলছে সাম্প্রদায়িক। মর্কসিজম্ যদি লেখা হয় ত্রিপুরার উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরায় মার্কসের যে নীতি ট্রাইবেলদের উপর প্রয়োগ করে, এই নীতিতেই যদি মার্কস লেখা হয় তাহলে আর কোন মার্কসিজম থাকবে না। নিরাপত্তার দাবী করলে বলা হচ্ছে, এটা সাম্প্রদায়িকতা কারো কোন সুযোগ সুবিধার দাবী করলেও বলা হচ্ছে, এটা সাম্প্রদায়িকতা। আপনারা তো ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের উপর মার্কস-ইজম প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা কতটা সফল হয়েছে? আমি প্রশ্ন করি, ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের উপর যদি আপনাদের মার্কস-ইজম প্রয়োগ করেন তাহলে সেটা কি সত্যি মার্কস-ইজম থাকবে থাকবে না। তার প্রকৃত উদাহরণ ১৯৮০ সালের দাঙ্গা। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের দলের মধ্যে কে কার বিরোধিতা করছে, সে কথা তারা এখানে তুলেছেন, কিন্তু উনাদের পশ্চিমবঙ্গে যতীন চক্রবর্তীর কার সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে নেমে এসেছেন, আমরা তো এখানে কেউ মন্ত্রীত্ব ছেড়ে আসে নি বা মন্ত্রীত্ব ছাড়ার মত অবস্থাও এখানে দেখা দেয়নি। কাজেই, আমরা কি সেই যতীনবাবুকে এই রাজ্যে আনব? তার কথা কি আপনারা শুনবেন? কেন তিনি বেরিয়ে এলেন, সেখানকার তাবড় তাবড় মার্কসীয় নেতা যারা আছেন, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী

জ্যোতিবাবু আছেন, তাদের সঙ্গে কি অমিল হয়েছিল, সেসব আপনাদের বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব আমরা উনাকেই দিয়ে দিলাম। আমরা আর এ দায়িত্বে থাকছি না। আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে, এই রাজ্যের মানুষের আমাদের প্রতি কোন অনাস্থা নেই, কিন্তু আপনাদের প্রতি তাদের অনাস্থা রয়েছে, যার ফলে আপনারা গদি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। এখন, জনগণের অনাস্থা কতটা আপনাদের প্রতি বেড়েছে কি কমেছে, সেটা দেখার জন্য আপনাদের এই রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে যাওয়া উচিত ছিল। আপনারা তা না করে আমাদের প্রতি অনাস্থা এনে, এই সভার অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছেন, যদিও এই সভার অনেক কাজ রয়ে গেছে যে, কাজ করলে পরে এই রাজ্যের জনগণই উপকৃত হত এবং আমরাও বুঝতাম যে এই রাজ্যের জনগণের প্রতি আপনা-নাদেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে একবার তো মাননীয় স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন, এখন দেখছি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও অনাস্থা এনেছেন, যাঁরজন্য এই হাউসের অনেক কাজই কাঁট ছাঁট করতে হয়েছে, যা এই রাজ্যের জনগণের অনাস্থার বিরুদ্ধে আপনারা গিয়েছেন, একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতি বিভা নাথ। পাঁচ মিনিট বলবেন।

শ্রীমতি বিভারানী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী): — মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন আমি এটার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন কি কারণে বুঝতে পারলাম না। যে সমস্ত কারণ দেখিয়েছেন সেগুলিকে কারণ বলে মানা যায় না। গোপালবাবু কিছু কারণ দেখিয়েছেন আমার স্বামী বড় ব্যবসায়ী, প্রচুর টাকা পয়সা আছে। বিশ্বের ইতিহাসে অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে এই কারণ প্রথম আমি শুনলাম। মি: স্পীকার স্যার, মহিলাদের সম্বন্ধে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে তাদের স্বামীর গুণ গান করে। স্বামী ভাল চাকুরী করে, অনেক টাকা পয়সা আছে। এটা অন্যের কাছে না বলে পারে না। এটা নাকি মহিলাদের দুর্বলতা। আমারও একটা গর্ব আমার স্বামীর যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে। এটা আমাকে বলতে হলো না। গোপালবাবুই এই বিধানসভার মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দিলেন। এইজন্য গোপালবাবুকে ধন্যবাদ। অবশ্য এই ব্যাপারে আমি গর্বিত এইজন্য আমার বিবাহের পর আমি যখন স্বামীর ঘরে আসলাম তখন জানতে পারলাম যে আমার স্বামী বিত্তশালী, সেই বিত্তশালী বাড়ীতে পদার্পন করেছি। এত জায়গা জমি আছে যে সেগুলিকে দেখাশুনা করার

জন্য ৪/৫ জন ম্যানেজার রাখতে হয়। আমি আপনার মাধ্যমে গোপালবাবুকে বলবো একটা সুযোগ যেন তিনি নেন। তিনি ম্যানেজার হলে আমাদের সম্পত্তির দেখাশুনা ভালই হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সুধীর দেবনাথ এই হাউসে নেই। যাহা হউক এটা সুধীর বাবুর সৌভাগ্য। কি কারণে এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন সেটা নৃপেনবাবু, সমরবাবু বলেছেন। আর শুধু একটা কথা বলতে চাই যে ধর্মনগরে স্বপন চক্রবর্তী যখন মারা গেল তখন উনারা সরকারে ছিলেন। উনারা কিন্তু তখন কেউ যান নাই সেই স্বপন চক্রবর্তীর মাকে এবং তার বিধবা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। আমি সুবোধ বাবুকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তথাপি উনি যাননি। আর এখানে প্রস্তাব এনে বলছেন যারা খুন হয়েছে তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করব এইভাবে যেন তারা বিধানসভার সময় নষ্ট না করেন। আমি আর সময় নষ্ট করব না। যেখানে ২৪ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, মিথ্যা কথা বলে সময় নষ্ট করব না গোপালবাবুকে বলব, এরকম ভুল করবেন না। আমাদের ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। সেই ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিন। সংশোধন করে নেব। অনাস্থা প্রস্তাব যিনি এনেছেন তাঁর কাছে আবেদন করব, এই প্রস্তাব তুলে নিয়ে ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য যাতে কাজ করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। মিঃ স্পীকার স্যার, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীদশরথ দেব। মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীদশরথ দেব :— ঠিক আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বসে বলছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন আমি বলব, তা ঠিক সময়েই আনা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, তিনি কাগজপত্র এনে প্রমাণ দেখিয়েই তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তার একটি অভিযোগেরও জবাব এখন পর্যন্ত ট্রেজারী বেঞ্চের কেহ রাখতে পারেননি।

বামফ্রন্ট কি করছে না করছে সে সম্পর্কে একগাদা বক্তব্য রেখেছেন স্যার, অনাস্থা প্রস্তাবটিতো বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নয়। এই সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে তা খণ্ডন করাই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। এই দিকে কেহ যাননি। মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে নেই। উনি একদলীয় শাসন কাকে বলেন তা জানেন না। ভারতবর্ষের কনষ্টিটিউশানে যে আইন আছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের কতগুলি পদ্ধতি আছে পিপুলকে সঙ্গে আনা সেগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে ইনষ্টিটিউশানগুলি গড়ে উঠেছিল তার একটা আছে কি? পঞ্চায়েত, পৌরসভা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ইলেকটেড বডি একটিও নেই। তার মানে কোন ভয়েস নেই। একটা দল যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তারা শাসন করে এটা কনষ্টিটিউশান এলাউ করে। অপজিশানের বক্তব্যও সেখানে থাকবে। এখানে আছে? পঞ্চায়েতে কোন বিরোধী দলের প্রতিনিধি আছেন? হু আর দে নমিনেটেড? একদলীয় শাসন? এটাব নাম একদলীয় শাসন? কোন মিছিল মিটিং করা যাবে না, রাজনীতি করা যাবে না, অফিস করা যাবে না কোন বিরোধী পার্টি করা যাবে না, এইভাবে চলবে? এখানে একজন মন্ত্রী—রবীন্দ্র দেববর্ম্মা বলছেন, জনগণের কাজ আটকে যাবে, আমরা কি করব? সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কি এটা? সংবাদপত্রের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে যদি সে মিথ্যা লেখে। কিন্তু শাস্তি মানে, পেটানো নয়। কোর্টে যান, তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনুন। দৈনিক সংবাদের সম্পাদকের বিরুদ্ধে সমীরবাবু যা করেছেন। কোর্টে যাও। বিচার হলে, দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তি পাবে। বিরোধী দলের মাননীয় দলনেতা এখানে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে যেসব প্রামাণ তথ্যাদি দিচ্ছিলেন সে সময় ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কতগুলি সাউণ্ড ভেসে আসছিল। যা জীব জন্তুর সাউণ্ড, মানুষের নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এই হাউসে জীব জন্তু নেই যাঁরা আছেন সবই মানুষ।

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতি বিভা নাথ বলেছেন—উনার স্বামীকে কোন নো-কনফিডেন্স মোশান আলোচনায় আনা হল কেন? উনার স্বামীর বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স নয় বা একজন মহিলার বিরুদ্ধেও আমার কোন বক্তব্য নয়। একজন ব্যাক্তিগত ভাবে একজন মহিলা হতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হন, সেই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনায় তার বিরুদ্ধে যদি কোন দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে তাঁর কথা বিধানসভায় উঠতেই পারে। এটা বিধান-

সভা বহির্ভূত কোন জিনিষ না। সে অভিযোগ সত্যি কি মিথ্যা সেটা প্রমান করার দায়িত্ব তাঁর। তারপর স্যার, একদলীয় শাসন কেন বলেছি? গ্রামাঞ্চলে এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি, কাজই হোক, বা যে কোন কাজই হোক বলা হয় যে সে রুলিং পার্টির সমর্থক কিনা? রুলিং পার্টির ক্যাডার হলে তুমি কাজ পাবে, না হলে না। ষ্টিল গোয়িং অন। এটা কি এক দলীয় শাসন নয়। সুধীর বাবু প্রমান করুন। তিনি অস্বীকার করতে পারেন? পঞ্চায়েত ভেঙ্গে নোমিনেটেড করেছেন। নোমিনেটেড বডির জন্য কনষ্টিটিউশান হয়েছিল? পঞ্চায়েত এ্যাক্টে আছে? কিছু নেই। ওঁরা বলছেন ইলেক্টেড বডি দুর্নীতি করছে, তার জন্য তাঁরা ভেঙ্গেছেন। এখনও কি দুর্নীতির অভিযোগ নেই? আমি সেই দিকে যাচ্ছি না, কারণ আমার হাতে সময় খুব কম। একটা জিনিষের প্রতি আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ওয়ান পার্টি রুলটা কেন আমি বললাম -কংগ্রেস (ই)র সমর্থনে দিল্লীতে যে সরকার রয়েছে, জনতা (এস), তার অর্থমন্ত্রী কি বলে গেছেন এখানে? দিল্লীতে বসে তিনি রিপোর্ট লেখেন না, আগরতলায় বসে তিনি রিপোর্ট লেখেন। এ, ডি, সি ইলেকশানের পর এখানে যে অত্যাচার হয়েছিল, বিভিন্ন জায়গায়, তিনি গিয়েছেন, থাউজেণ্ডস অব পিউপিলের সাথে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করেছেন, তার ভিত্তিতে তিনি বলেছেন ত্রিপুরাতে সংবিধান অনুযায়ী কোন কাজ হচ্ছে না। তার মানে ভায়োলেশান অব দ্যা কনষ্টিটিউশান। এটা আমার কথা না। আমরা অপোজিশানের লোক তাঁর কাছে মেমোরেণ্ডাম দিয়েছি। আফটার এ্যাগজামিনিং অল দিস ফ্যাক্টস্, তিনি ন্যাশানাল ফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং তদানীন্তন প্রাইমিনিষ্টারের কাছে লিখেছেন। সুধীরবাবু বারবার বলেছেন আমরা এখানে প্রেসিডেন্ট রুল চাই। কমিউনিষ্ট পার্টি ঐ ব্যাপারে কোন দিন প্রেসিডেন্ট রুল ডিমাণ্ড করে নি। যখনই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—তোমরা ৩২৬ ধারা চাও কিনা আমরা বলেছি—না। আমার পার্টি অপোজ করেছে। উই নেভার এ্যাকসেপ্ট। যে কোন রাজ্যের অটোনোমির ব্যাপারে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করবে। এখানে কমিউনিষ্ট পার্টি তার বিরোধিতা করেছে। নৃপেন বাবু সেই কথাই বলেছেন, তাঁর লেখা আরটিক্যাল আছে। যদি মাননীয় মন্ত্রীদের সময়ের অভাবে পত্রপত্রিকা না পড়তে পারেন তাহলে আমার কোন দোষ নেই। নৃপেনবাবুও লিখেছেন, আমিও লিখেছি। তারপর বামফ্রন্টের সময়ে যেসব তৈরী হয়েছে এই টি, আই, টি, সি, ইত্যাদি সম্পর্কে নৃপেন বাবু বলেছেন। সেগুলি কোনটা বন্ধ হয়ে গেছে, কোনটা মরে -মরে অবস্থা। হু ডিড ইট? বামফ্রন্ট এই করেছে, সেই করেছে, আপনাদের চোখে গুরুতর অপরাধ করেছে। তা বলে কি আপনারাও সেই অপরাধ করবেন? আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যকে

গড়বার দায়িত্ব নিয়ে এখানে সরকার চালাচ্ছেন। এইসব ইভেডিং প্রশ্নে যাচ্ছেন কেন? জনগণ কি করবে না করবে এটা এখন সার্কুলার করে লাভ নেই। জনগণ কি করবে না করবে এটা জনগণের উপর ছেড়ে দিন। আপনাদের বক্তব্য থাকে বলুন আমাদের বিরুদ্ধে, যত পারেন বলুন। এই অনাস্থা প্রস্তাব যে আনা হয়েছে এটা তো একটা কথাতেই আসতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার গতকাল, না জানি পরশু দিন এই হাউসে বলেছিলেন যে, (আমি তখন হাউসে আসতে পারি নি কারণ, উঠা নামা করতে আমার খুব অসুবিধা হয়। আমি উঠা নামা করতে পারি না। হাউসেই বসে থাকি) ধর্মনগর বি জে, পির সভানেত্রী বিজয়রাজে সিন্ধ্রিয়াকে নাকি সি, পি, এম ডেকে এনেছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলে কিছু বলতাম না, এত ভাবতাম না কারণ তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী উনার আণ্ডারে একটা রাজ্য রানিং করছে তাঁকে তো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ওখানে বি, জে, পি, সম্মেলন হচ্ছে, বি, জে; পির সভানেত্রী ওখানে এসেছিলেন। সি, পি, এম, ডেকে আনল কোথায়? এই রকম অসত্য ভাষণ তিনি কি ভাবে দিয়ে যাচ্ছেন। এই মুখ্যমন্ত্রীর আগেই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কারণ কোন মিথ্যা ভাষণদানকারী মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের সরকারের হেড হিসাবে রাখতে পারি না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বিজয়রাজে সিন্ধ্রিয়া যে সমস্ত উত্তেজনাকর বক্তব্য তিনি সেখানে রেখেছেন তার জন্য কি কোন রকম ক্যানডেম করা হয়েছে —

শ্রী দশরথ দেব :— নিশ্চই করা হয়েছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, প্রথম কথা হচ্ছে যে, একটা কথা উনারা বলেছেন যে, আমার কাছে কোন রিপোর্ট নেই —

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় সদস্যের বক্তব্যের পর উনি যখন বক্তব্য রাখবেন তখন বলতে পারবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ঠিক আছে।

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, আমি আবারও বলছি বিজয়রাজে সিন্ধ্রিয়া খুব খারাপ করে গেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি আপনাকে আর বেশী সময় দিতে পারব না।

শ্রী দশরথ দেব :— আচ্ছা স্যার, সংক্ষেপ করছি। আপনি যখন বললেন যে বিজয়বাবু মিস্ত্রিয়াকে সি, পি, আই, (এম)-ই ডেকে এনেছেন সেটাই হচ্ছে আমাদের কনটেন্ট। তারপর ইনার লাইন পারমিট সম্পর্কে বলেছেন যে, ইনার লাইন পারমিটের জন্যই নাকি নো কনফিডেন্স মোশান আনা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। এই গভর্ণমেণ্ট যে দুর্নীতিপরায়ণ, এন্টি পিউপিল, এন্টি ট্রাইবেল পলিসি করছেন তার জন্য নো কনফিডেন্স মোশান আনা হয়নি। এই সমস্ত বক্তব্য মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলা হচ্ছে, এটা বলতে পারেন না। এ; ডি, সি, ইলেক্শানের সবচেয়ে খারাপ কাজ হয়েছে আর্ম ভ্যান নিয়ে এ, ডি, সি, দখল করেছেন। এটা কোন কনষ্টিটিউশানে বলে নি, এই রকম কোন কনষ্টিটিউশান আছে কিনা? এখানে ট্রাইবেলদের রাইট এটা কি করে শেষ করা হলো?

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সর্ট করুন।

শ্রীদশরথ দেব :— হ্যাঁ, করছি। এই গভর্ণমেন্টের আমলে কোন অবস্থাতে সংবিধান সংশোধন হতে পারে না। উনারা আইন-শৃঙ্খলার কথা বলছেন অন্ততঃ শান্তিপূর্ণ। ১২ কোটি টাকা দিয়ে দুই বছরে মন্ত্রী এবং বিধায়কদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। তাহলে কি ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা আছে? কোন অবস্থাতেই নয়, তাদের টাকা খরচে এটা প্রমাণ করে দেয়। তাই তারা নিজেরা নিজেদের জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান। এটা নিজেদের তৈরী। সমস্ত গুণ্ডাদের ভয়ে তারা আতঙ্কগ্রস্ত। কাজেই, উনারা বলছেন আতঙ্ক নয়, হতাশা নয়। এই নো কনফিডেন্স মোশান আনার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে কি আতঙ্কে ভুগছেন। তাদের যে চেহারা এই বিধানসভার মাধ্যমে অনাস্থা প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এবং এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে চলে গেলে মানুষ কি বলবেন এই আতঙ্কে উনারা লাফালাফি করছেন। স্যার, আমি এই বক্তব্য রেখে, নো কনফিডেন্স মোশানের উপর পূর্ণ সমর্থন রেখে এবং তাঁরা নিজেরাই রিজাইন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যেহেতু মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং মাননীয় বিরোধী মেম্বাররা নো-কনফিডেন্স মোশানের স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য রেখেছেন সেজন্য অন্ততঃ কিছু সংক্ষেপে বক্তব্য রাখা দরকার। সেজন্য যে সময় এখন হাউসের হাতে আছে এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় আমার বক্তব্য শেষ হবে না। তাই আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে অনুরোধ রাখছি আমার বক্তব্য রাখা এবং ভোটাভুটি হওয়া পর্যান্ত হাউস বাড়ানো দরকার।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস্।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আপনি এক ঘন্টা বলুন না ঘন্টার পর ঘন্টা বলুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা হাউসে বসে থাকতে পারব।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমার এক ঘন্টার সময়ের দরকার নেই। কারণ এত অভিযোগ করেননি। স্যার, মাননীয় দশরথ বাবু বলেছেন সরকার গনতন্ত্রকে হত্যা করেছে। কিন্তু আমি বলব এই গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে জোট সরকারের আমলে। কি ভাবে উনারা গনতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি এই রাজ্যে দুটি সম্প্রদায় ছিল। সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করেছেন। স্যার, অনেক কথা বলেছেন উনারা। উনারা টি-টি, জে, এসের কথা বলেছেন এবং অনেক নাম উল্লেখ করেছেন। উনারা কি করেছিলেন আমি জানি না স্যার, টি ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনের চা বাগান উনারা করেছেন কিন্তু আমি এই কথা বলছি না যে আমরা করেছি। কিন্তু সেটা কি ছিল ? এটাকে যদি ক্যাডার ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন বলা হয় অন্যায় হবে না কারণ তার কোন রকম হিসাব ছিল না, কোন কাজও তখন ছিল না।

বিগত দিনে আমরা জানি যে, আমি এই সভায় যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখন বাজেট পেশ করা হত সেই বাজেটের দুটি হেড ছিল একটা হচ্ছে দৃশ্য হেড মানুষকে দেখাতে পারতেন, আর একটা হচ্ছে অদৃশ্য হেড। মাননীয় যিনি কৃষিমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে টাকাটা আনত সেটা ট্রান্সফার হয়ে যেত। কোনটা যেত কর্পোরেশনগুলিতে, কোনটা ইণ্ডাষ্ট্রির নামে। তারপর কি হত ? সেখানে কি জুট উৎপাদন হত ? না চায়ের উৎপাদন হত ? সেখানে কি কোন রকম কর্পোরেশানের ডেভেলাপমেন্ট হতনা। সেখান থেকে চলে যেত তাদের পাটি অফিসে, সেখানে

এসেট তৈরী হত। স্বনামে, বেনামে চলে যেত। স্যার এখানে টি. টি. ডি, সির কথা বলছি, টি. টি, ডি, সি, এমন একটা পর্যায়ে এসেছে কিছু দিনের মধ্যে এই হাউসকে বলছি টি, টি, ডি, সি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে। এর জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দ সরকারকে দিতে হবেনা। এমন অবস্থায় টি, টি, ডি, সি এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বলছিনা আজকেই হবে, ১-২ বছরের মধ্যে এসে দাঁড়াবে। স্যার, এইখানে উনি দুর্গাবাড়ীর কথা বলেছেন। কনট্রাকটার হল, ব্রিটানীয়া। এই ইঞ্জিনীয়ারিং আমরা দেইনি, উনি দিয়েছেন। ওদের কি সম্পর্ক ছিল আমাদের জানা নেই। আমারা এসে বলছি এই চা বাগানগুলিতে চা তৈরী হচ্ছে, যা কি হচ্ছে আমি বলব প্রায় ৯-১০ লক্ষ চারা আমরা লাগিয়েছি। সেগুলি এখন চাপাতা দিচ্ছে। এইগুলিকে প্রসেসিং করার জন্য ইণ্ডাস্ট্রী নেই। সেজন্য বলা হয়েছে দুর্গাবাড়ীর কথা। আমি আশা করছি আগামী এপ্রিল মে মাসের মধ্যে সেটা চালু হয়ে যাবে। স্যার, এইখানে বলা হয়েছে, আমি জানিনা কতটা হয়েছে, টি, টি, ডি, সির এইখানে চা বাগান করা হয়েছিল। তবে সেখানে নার্সারী আছে, যেটা আগেও ছিল; এখনো আছে। এখন প্রত্যেকটা বাগানে নার্সারী করা হচ্ছে। সেখানে নার্সারী করে সেখানে বাগান অ্যাক্সপানশান করা হচ্ছে। সুতরাং আমি বলব এখানে দুনীতির কথা বলা হয়েছে, আমাদের সরকারের নজরে এসেছে। আমরা ভিজিলেন্সে দিয়েছি। আমরা কোর্টে কেইস করেছি, থানায় নয়। যদি কেউ অপরাধী হয় তারা কেউ মাপ পাবেন না। যারা সত্যিকারের অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে তথ্য থাকবে এবং এমনকি এইটা সবার কাছে ওপেন, সাক্ষী দিবেন। স্যার, আমি যদি এখন লটারীর মামলার কথা বলি তাহলে উনিও আসামী আছেন এর মধ্যে (নৃপেন চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করে)।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই টি. টি, ডি সির উপরে আমার কাছে ওর সাইন করা ৪টা আরটিকেল আছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি। ১৭ বছর জেল খেটেছি আরও ১০ বছর জেল খাটব আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহন করবেন যে আপনি ডাকত ? ওর সই করা কাগজ আমার কাছে আছে স্যার। সেই কাগজ আপনি যদি চান আমি উপস্থিত করতে পারি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৪ লক্ষ মানুষ জানে উনি কে আর ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ জানে আমি কে ?

তারা বিচার করবে। আমি বলেছি কোর্টে বিচারাধীন আছে। কোর্টে আমরা মামলা করেছি। কোর্ট যদি কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনে, সেটা কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। কোর্ট যদি আপনাকে লটারীর মামলার আসামী করে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন আপনি আসামী না ? আমাকে বেশী ঘাটাবেন না। আমি চুলা থেকে বেড়াল বের করে দেব। আমি রিপোর্ট এখানে পেশ করে দেব। রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল কার বিরুদ্ধে, কারা আসামী, সব বের করে দেব। আপনাকে আমি রেহাই করে দিয়েছি। আপনি সকলের পিতৃতুল্য বয়স্ক, ওপারের যাত্রী। সেজন্য আপনি ভগবানের কাছে রেহাই পাবেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের কাছে রেহাই পাবেন না। আপনি এখানে কোন দুর্নীতির কথা বলতে পারেননি। আপনি যা বলেছেন একটাও কোন সারবত্তা নাই। স্যার, গণতন্ত্রের কথা বলছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। পঞ্চায়েতগুলিতে কি ছিল আপনাদের, কি করেছেন সেখানে এক একটা খুদে নৃপেন চক্রবর্তী তৈরী করেছেন, এক একটা খুনী তৈরী করেছেন, এই ছিল তখনকার পঞ্চায়েতগুলির অবস্থা, এই পঞ্চায়েত আমরা করতে চাই না। আমরা বলেছি শক্তিশালী পঞ্চায়েত আমরা করব প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা যেমন তিনি সংবিধান থেকে পাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা তেমন সংবিধান থেকে পাচ্ছেন পঞ্চায়েত প্রধান যিনি হবেন তিনিও সেই ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সেজন্য আপনারা অপেক্ষা করুন, কি ধরণের পঞ্চায়েত হচ্ছে আপনারা দেখুন। আপনারা একবার বলছেন পুলিশ কোন মামলা গ্রহণ করে না, আবার বলছেন ৪০ হাজার মামলা করা হয়েছে, আমি জানি না ৪০ হাজার মামলা করা হয়েছে কিনা, তবে সমস্ত অপরাধের মামলা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— সব মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- ঠিক আছে, মিথ্যা কি সত্য সেটা কোর্ট বলবে, আমি আপনি বলার কেউ নই। আমি অভিযোগ করব সত্য কি মিথ্যা সেটা কোর্ট বলবে, আমি এই কথা বলছি যে, খুন করলে, রেপ করলে, আগুন লাগালে, দাঙ্গা করলে, ফৌজদারী করলে, লটারীর টাকা মারলে কাউকে ছাড়া হবে না। সুতরাং তার জন্য মামলা হবে এবং এইটাই সুষ্ঠু গণতন্ত্রের লক্ষণ এবং সেই মামলা আমিও বলছি সি পি আই (এমের) বিরুদ্ধে হচ্ছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হচ্ছে, এই সমস্ত তথ্য আমি দিল্লীতে দিয়েছি, কলকাতায় দিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর হিম্মৎ আছে উনি সে তথ্য দিতে পারেন, কতটা মামলা ওনার দলের লোকের বিরুদ্ধে হয়েছে তিনি বলতে পারেন, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন। এখানে গণতন্ত্র আছে বলেই সেটা হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— প্লিজ ওনাকে বক্তব্য রাখতে দিন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, উনি রাজীব গান্ধীর কথা বলছেন। আপনাদের জ্যোতিবাবু সকাল বিকাল সেই রাজীব গান্ধীর পা ধোয়া জল খাচ্ছে। কাজেই রাজীব গান্ধী ও সন্তোষ বাবুর সম্পর্কে এই কথা বলা ওনার মুখে সাজে না, এগুলি গনতন্ত্র বিরোধীকথা— ... ...

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) **:—** পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি কি এই কথা বলতে পারেন যে পা ধোয়া জল খাচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, এই রকম প্রায় দুই হাজার কমরেড কংগ্রেসে এসে যোগ দিয়েছেন। তারা বলছেন যে, আমরা আর ঐ ঝাণ্ডা নাকি ডাণ্ডা ধরব না। স্যার, তারা অনেকের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথবাবু আছেন —উনিও এর সঙ্গে যুক্ত, তার প্রমান আমি এই হাউসে অনেক দিয়েছি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) **:—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিচ্ছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) **:—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে সিদ্ধিয়াকে আনতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি স্যার, এখানে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** তাহলে সেই ভি, পি, সিং-এর সঙ্গে আপনারা কেন মিতালী করলেন? ভি, পি, সিং তো বি, জে, পির সঙ্গে আঁতাত করে কেন্দ্রের মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন, আপনারা কেন তার সঙ্গে মিতালী করেছিলেন? স্যার, সি, পি, এম, এর দুইটি মুখ-একটা তারা গোপনে করে আরেকটা তারা মুখে বলে। তারা মুখে বলে যে, তারা বি, জে, পি, র বিরোধী। কিন্তু কি করে আমরা বুঝব। যে বি, জে,পি,র সঙ্গে ভি, পি, সিং এর মিতালী সেই ভি, পি, সিং এর সঙ্গে তারা মিতালী করছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আপনাদের নেতা রাজীব গান্ধী এ, ডি, সি, নির্বাচনের সময় এই রাজ্যে রায়ট লাগিয়েছিলেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এ, ডি, সি,র নির্বাচনের কথা যখন বলেছেন তখন আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এই এ ডি, সি,র নির্বাচনের সময় তারা তাদের দলের লোকেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন, বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন সন্ত্রাস করার জন্য।

স্যার, এইখানে গণতন্ত্র থাকবে, আছে এবং আরো মজবুত হবে। এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি আরো সুদৃঢ় হবে আরো শক্তিশালী হবে কিন্তু এইটা তারা সহ্য করতে পারছেন না। আজকে আপনারা এই দেহকে খুন করে দিতে পারেন,। স্যার, আজকে ওরা জাতি উপজাতিদের মধ্যে যে সম্প্রীতি সেটাকে বিনস্ট করতে চেষ্টা করছে। আজকে তারা উপজাতি মহিলাদের চরিত্র হনন করছে।

(গণ্ডগাল)

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার উনি যদি এই কথা মনে করেন, যে ঠিক আছে নো-কনফিডেন্সের মাধ্যমে সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি বা কোন কিছু তুলে ধরার জন্য উনারা যদি সেটাকে ব্যবহার করে থাকেন, ১০০ বার নোট-ডাউন করছি। উনারা যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখেন নিশ্চয়ই আমরা সেটাকে শুধরাব এবং এটাই হবে গণতান্ত্রিক। সেই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি। আপনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রতিটি ব্যাপারে আমরা আপনার কাছে গিয়েছি। অস্বীকার করতে পারবেন ? প্রতিটি ব্যাপারে আপনার সাহায্য আমি চেয়েছি। যদি কোথায়ও কোন অসুবিধা দেখেন আপনাকে আমার কাছে আসতে বলছি না, একটি টেলিফোন করতে পারেন। জানাতে পারেন যদি প্রতিকার না পান ; তা না করে দিস্তায় দিস্তায় চিঠি লিখছেন রাষ্ট্রপতিকে, প্রধানমন্ত্রীকে এবং গর্ভনরের কাছে। এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র ? আপনিই বলুন না ! আপনি দাংগা করিয়েছেন। খুন করিয়েছেন। তবু সেই দিন প্রতিকার আপনার কাছেই চেয়েছিলাম। এটাই গণতন্ত্র। এই-টুকু বলে এই নো-কনফিডেন্স তুলে নেবেন এই আবেদন রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার ঃ - এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিরোধী দলনেতা মাননীয়

সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার যদি মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন তাহলে আমি সব মন্ত্রীকেই ছেড়ে দেব।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটাতেই প্রমানিত হলো যে, গণতন্ত্রের প্রতি উনার আদৌ কোন বিশ্বাস নেই। কেননা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ হলেই সবারই পত্যাগ হলো।

শ্রী জহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি পদত্যাগ করেন তাহলে উনার কোন আশা আকাংখা আছে কিনা আবার এই চেয়ারে বসার জন্য ?

মিঃ স্পীকার : - "The Tripura Legislative Assembly expresses lack of confidence on the council of Ministers led by Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief minister, Tripura."

যারা এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হ্যাঁ বলবেন এবং যারা এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা না বলবেন। (ধ্বনীভোটে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি বাতিল হয়।)

এই সভা আগামী ১১ ফেব্রুয়ারী সোমবার ১৯৯১ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION No. 7

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Minister-In-Charge of the Scheduled Caste Welfare Department be pleased to state : --

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরায় ও, বি, সি ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে চাকুরীর পদ সংরক্ষনের কোন উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি ?	১। রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত ১২ সদস্যক ও, বি, সি, কমিটির মূল রিপোর্ট পাওয়ার পর তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। কমিটিকে ৩১/৩/৯১ইং তারিখের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।
২। যদি করে থাকেন তবে সেগুলি কি ?	২ ও ৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।
৩। মণ্ডল কমিশনের কোন কোন সুপারিশ রাজ্য সরকার কার্য্যকরী করেছেন ?	

ADMITTED STARRED QUESTION No. 30

Name of the Member :— Shri Sushil Kumar Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। কাঞ্চনপুরে অক্ষয়মনি মাধামিক স্কুলটিকে পাকা দালান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে ?

A N S W E R

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এইরূকম কোন প্রকার পরিকল্পনা সরকারের নাই।

প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 33

Name of the Member :— Shri Sushil Kumar Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

QUESTION	ANSWER
১। কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় I. C. D. S. প্রজেক্টের মাধ্যমে যে ১০০ (একশত) টি নতুন অঙ্গোনোয়াদী কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে তাহা কবে নাগাদ খোলার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে; এবং	১। অতিরিক্ত ১৩৭টি নতুন অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্র কাঞ্চনপুর ব্লকে খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেলে অতিরিক্ত অঙ্গোনোয়াদী কেন্দ্র কাঞ্চনপুর ব্লকে খোলা হইবে।
২। খোলা না হলে তাহার কারণ কি ?	২। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন অতিরিক্ত অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্র খোলা যায় না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 41

Name of Member : – Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। Tripura Agricultural Workers Act, বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় চালু আছে কিনা ;

১। না।

প্রশ্ন

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

২। এই এ্যাক্ট চালু করার জন্য এখনও কোন Infrastructure তৈরী না হওয়াতে উহা চালু করা যায় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 80

Name of M L A. :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমান বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Medical, Dental, Agri B Sc. এবং Engineering প্রভৃতি কোর্স-এ শিক্ষালাভের জন্য বহিরাজ্যে কতগুলি আসন পাওয়া গিয়েছিল। (কোর্স ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২। প্রত্যেক কোর্স এর আসনগুলি Joint Entrance এর মাধ্যমে পূরন করা হয়েছে কিনা, এবং

৩। Joint Entrance এর মাধ্যমের বাহিরে যদি কোন আসন পূরন করা হয়ে থাকে তবে ঐভাবে কয়টি আসন পূরন করা হয়েছে ? (কোর্স ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

Answer

১। বর্তমান বৎসরে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য Joint Entrance এর মাধ্যমে বহিরাজ্যে বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষালাভের জন্য মোট ১৪০টি আসন পাওয়া গিয়েছিল।

নিম্নে কোর্স ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব দেওয়া হল :—

ক)	Engineering & Technology :—	১৯টি আসন
খ)	Engineering & Technology R. E. C. এর মাধ্যমে :—	৩১টি আসন
গ)	B. Sc. Agri : –	৩৩ " "
ঘ)	B Sc Horti :—	৪ " "
ঙ)	B. Sc Agi Engineering :—	৩ " "
চ)	B. V. Sc :—	৭ " "
ছ)	Medical :—	৩৬ " "
জ)	B. D. S :—	৫ " "
ঝ)	B. Pharma :—	১ " "
ঞ)	B. FSc, Fisheries :—	১ " "
	মোট—	১৪০টি আসন।

২। মেডিকেলে একটি আসন ব্যাতিত সব আসনই Joint Entrance পরীক্ষার মেধার ভিত্তিতে পুরন হয়েছে।

৩। বহি ত্রিপুরাতে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে (কারিগরী, ডাক্তারী ইত্যাদির জন্য) যতগুলি আসন শিক্ষা বিভাগকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে তাহার সবগুলি Joint Entrance পরীক্ষার মাণ অনুযায়ী প্রার্থীর নাম বিভিন্ন দপ্তরে Joint Entrance Board কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। MBBS এর একটি আসনের ক্ষেত্রে সুপারিশ কার্যকারী হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 91

Name of M. L. A :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education

Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহাবিদ্যালয়ের শৌচাগারের কোন সুব্যবস্থা নেই, এবং

২। ইহা কি সত্য যে নামমাত্রে যে শৌচাগারটি ছিল তাহাও অনেকদিন আগে নষ্ট হয়ে গেছে।

৩। সত্য হইলে উক্ত মহাবিদ্যালয়ে শৌচাগারের সুব্যবস্থা করা হবে কি না?

Answer

১। ইহা সত্য যে বিলোনীয় মহাবিদ্যালয়ে শৌচাগারের (বিশেষতঃ পায়খানার) কোন ব্যবস্থা নেই।

২। যেহেতু পাকা নির্মানকার্য্য করা সম্ভব হয় নাই, অস্থায়ীভাবে নির্ম্মিত শৌচাগার পুরানো হলে নূতন করে না করা পর্য্যন্ত ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

৩। পাকা নির্ম্মান কার্য্য করার জন্য কিছু আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ADMITTED STARRED NO. 113

Name of Member :— Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমান ১৯৯০-৯১ ইং সনে উত্তর দেবেন্দ্রনগর হাই স্কুলটিতে ঘর নির্মানের কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করবেন কি না?

২। যদি ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকেন তবে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৩। যদি কোন ব্যবস্থা না করে থাকেন তবে তার কারন?

ANSWER

১। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে উঃ দেবেন্দ্রনগর হাই স্কুলটিতে ঘর নির্মানের কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না ?

৩। অর্থাভাব তার কারন।

Admitted Started Question No. 115.

Name of M L.A.—Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। নতুন করে পাশ করা বেকারদের জবকর্ম ফিল-আপ করার সুযোগ বর্তমান বর্ষে দেওয়া হবে কি ?

২। যদি দেওয়া হয় কবে নাগাদ আশা করা যায় ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No.—210

Name of M.L.A.—Sri Diba Ch. Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরা ৮২ মাইলে কেন্দ্রীয় নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করার

জন্য কাঞ্চনছড়া গাঁওসভাতে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, এবং এলাকার কিছু সংখ্যক লোককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছিল;

২। সত্য হয়ে থাকলে উক্ত জায়গাতে কবে নাগাদ কেন্দ্রীয় নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 219.

Name of Members :— 1) Shri Badal Choudhury.
2) Shri Nripen Chakraborty
3) Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমগুলিতে কর্মরত সাংবাদিক শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য বাচোয়াত কমিশন যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন সেগুলিকে কার্য্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন;

উত্তর

১। সংবাদপত্র সংবাদ মাধ্যমগুলিতে কর্মরত সাংবাদিক ও শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য Bachawat Wage Board-এর সুপারিশ নিজ নিজ প্রক্রিয়াতে কার্য্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন

২। ইহা কি সত্যি রাজ্যে এ ধরণের কর্মরত সাংবাদিক, শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়োগপত্র, ন্যূনতম বেতন, ছুটি প্রভৃতি সুযোগ সুবিধাগুলি কার্য্যকরী হচ্ছে না।

উত্তর

২। Working Journalist and other Newspaper employees (Condition of Service) Miscellanous Provisions Act. 1955 অনুযায়ী সাংবাদিকদের কোন নিয়োগ পত্র দেওয়ার বিধান নাই এবং ঐ সকল সাংবাদিক শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য কোন ন্যূনতম বেতন নির্দ্ধারিত হয় নাই। তাহারা ছুটি প্রভৃতি সুযোগ সুবিধাগুলি পান নাই বলিয়া কোন অভিযোগ নাই।

প্রশ্ন

৩। যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 222.

Name of M. L. A. : — Sri Sukumar Barman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে জোট সরকার অফার প্রাপ্ত বেকারদের Posting বন্ধ রাখায় উক্ত বেকারা Posting এর জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে যায়।

২। যদি সত্য হয় তা হলে সরকার আদালতের রায় মেনে নিয়েছেন কিনা।

৩। রায় মেনে নিয়ে থাকলে বেকারদের Posting এর কি কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন ?

ANSWER

১। হ্যাঁ. পূর্বতন সরকারের আমলে শিক্ষা বিভাগে অফার প্রাপ্তদের মধ্যে যাহারা মাননীয় হাইকোর্ট আগরতলা বেঞ্চে Writ Petition দাখিল করিয়াছিলেন মাননীয় হাইকোর্ট উক্ত Petitiner দের মধ্যে ১২৮ জন অফার প্রাপকদের পক্ষে নিযুক্তিদানের নির্দেশ দেন।

২। না, মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে Special leave Petition দাখিল এবং Stay Order পাওয়ার প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত রায় কার্যকর করা হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 226

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state : —

Minister-in-charge Social Education Department State Minister :— Smti Biva Nath.

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকে পূর্ব প্রস্তাবিত ৭টি অঙ্গনওয়োদী সেন্টার খোলার পরিকল্পনাটি এখনও কার্যকরী হয় নাই।	১। এরকম কোনপ্রস্তাব নেই।
২। সত্য হইলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে	২। প্রশ্ন উঠে না।

উক্ত সেন্টারগুলি খোলার ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে কিনা।

৩। অনিয়মিত অঙ্গনওয়াদী ওয়ার্কার-দের ভাতা বৃদ্ধি বা তাদেরে নিয়মিত করার ব্যাপারে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন কিনা এবং	৩। (ক) অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্রমাগত অনুরোধ করে আসছেন। (খ) অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের নিয়মিত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার ধাপে ধাপে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন।
৪। না করে থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা।	৪। প্রশ্ন উ.ঠে না।

Admitted starred Question No. 227.

Name of M.L.A. :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Youth programme & sports Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যের ক্রীড়া পর্ষদ কোন কোন খেলাকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন।

২। ১৯৯০-৯১ বৎসরে কি কি খেলায় ত্রিপুরা দল জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।

৩। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে ফুটবল খেলার উজ্জল সম্ভাবনা থাকা সত্বেও নানাহ অসুবিধার জন্য ফুটবল খেলাকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছেনা। এবং

৪। সত্য হইলে এই জাতীয় খেলার উন্নতি সাধনে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

১। ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে নিম্ন বর্নিত আঠার (১৮)টি ক্রীড়াকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে—

১। এথলেটিকস, ২। ফুটবল ৩। ভলিবল ৪। বাস্কেটবল ৫। হ্যাণ্ড-বল ৬। খোখো ৭। কবাডি ৮। সাঁতার ৯। ব্যাডমিন্টন ১০। জিমনাষ্টিকস ১১। টেবিল টেনিস ১২। যোগাসন ১৩। ভারোত্তলন ১৪। পাওয়ার লিফটিং ১৫। দেহ সৌষ্ঠাব ১৬। দাবা ১৭। ষ্টেংথ লিফটিং ১৮। ক্রিকেট।

২। সাঁতার, ভারোত্তলন, যোগাসন, দেহ সৌষ্ঠব ও এথলেটিক্স।

৩। সত্য নয়।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 239.

Sori Badal Choudhury, M.L.A,

প্রশ্ন	উত্তর
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—	Minister-in-charge of the Forest Department :— Shri Drao Kumar Reang
১। বিলোনীয়া মহকুমার তাকমাছড়াতে রাবার প্রসেসিং সেন্টারটি কাজ কবে নাগাদ শুরু হয়েছে এবং কবে নাগাদ শেষ করা হবে আশা করা যাচ্ছে।	১। তাকমাছড়াতে রাবার প্রসেসিং ফ্যাক্টরির নির্মান কাজ গত জুলাই ১৯৮৭ইং থেকে আরম্ভ হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৯১ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্মান কাজ শেষ হবে।

Question	Answer
কি কি কারণে উক্ত সেন্টারটির কাজ শেষ করতে বিলম্বিত হচ্ছে।	২। বিভিন্ন সিভিল কনট্রাকশনের কাজ বিলম্বিত হওয়ার দরুন এবং বিভিন্ন Structural Members কোচিন (কেরল) থেকে তাকমাছড়ায় পৌঁছাতে দেরী হওয়ার জন্যে কাজ শেষ হতে বিলম্বিত হচ্ছে।
৩। ইহা কি সত্য এই সেন্টারটির কাজ শেষ না হওয়ার দরুন রাজ্যের রাবার চাষীদেরকে খুব কম দরে ফরিয়াদের কাছে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে।	৩। এই ধরনের কোন ঘটনা ফরেষ্ট কর্পোরেশনের জানা নেই।
৪। রাবার চাষীদের কাছ থেকে Latex ক্রয় করার সরকারী ব্যবস্থা আছে কি?	৪। ফরেষ্ট কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিভিন্ন রাবার উৎপাদনকারী কেন্দ্রে বেসরকারী রাবার চাষীগন তাদের Latex নির্ধারিত মুল্যে বিক্রি করিতে পারে।

Admitted started Question No. 244.

Name of Member :— Shri Braja Mohan Jamaita.

Will be Hon'ble Education Minister, Government of Tripura be please to state.

Question	Answer
১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে দুপুরবেলার 'মিড ডে-মিল' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?	ইহা সত্যি নহে।

২) যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে কি কি কারণে তাহা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ?	প্রশ্নই উঠে না ।

Admitted started Question No. 250

Name of Member :— Shri Dinesh Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৯০ইং ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকার কত টাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে দেওয়া হইয়াছে ।	১। ১৯৯০ইং ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা এল, ও, সি, প্রদান করিয়াছে ।
২। ইহা কি সত্যি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকা না পাওয়ার দরুন জেলা পরিষদের অনেক কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে আছে ?	২। না, ইহা সত্য নহে ।
৩। যদি সত্যি হয়— রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?	৩। প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 254

Name of Member:—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য— টি, এন; ভি-র সঙ্গে সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল—তা অনেক ক্ষেত্রে এখনও কার্যকরী হয়নি।	১। না, ইহা সত্য নহে।
২। যদি সত্যি হয়ে থাকে— চুক্তির কোন কোন শর্তগুলি এখনও কার্যকরী হয়নি।	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। চুক্তির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?	৩। চুক্তির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

Admitted starred Question No, 269

Name of M.L.A. :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charg of the Education Department be pleased to state : -

১। ইহা কি সত্য যে হদ্রাই রাধামাধব হাইস্কুল আগুনে পুড়ে গেছে; এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আগুন লাগার কারণ জানা গেছে কিনা ?

ANSWER

১। হাঁ, গত ১৬-১১-৯০ইং তারিখ রাত্র অনুমান ২ ঘটিকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল;

২। তেলিয়ামুড়া পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ঘটনাটি নথিভুক্ত করা হইয়াছে; এখনও তদন্ত চলিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 271

Name of M L. A :— Shri Khagendra Jamatia

প্রশ্ন	উত্তর
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—	Minister-in-charge of the Forest Department :— Shri Drao Kumar Reang.
১। ইহা কি সত্য যে, এ. ডি, সি, এলাকার ভিতরে কয়েকটি অভয়ারণ্য করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং	১। ত্রিপুরায় বর্তমানে সরকারের কাছে কোন অভয়ারণ্য গড়ে তোলার প্রস্তাব নেই।
২। যদি ইহা সত্য হয় তবে কয়টি এবং কোথায় কোথায় এই প্রকল্পের জন্য স্থান বাছাই করেছেন এবং কোন ইং সনে এই প্রকল্প সরকারের অনুমোদন লাভ করে ?	২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

Admitted starred Question No. 278

Name of Member : —Shri Dipak Kumar Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর এবং চন্দ্রপুর হাইস্কুলে বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা, এবং

২। করে থাকলে কবে নাগাদ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের পাকা গৃহ নির্মাণ করার

প্রস্তাব আছে। চন্দ্রপুর হাই স্কুলের জন্য বর্তমানে একটি অস্থায়ী গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব আছে।

২। পূর্ত দপ্তর হইতে এষ্টিমেট পাইলে আগামী আর্থিক বছরে নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের জন্য পাকা গৃহ নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া যাইবে বলে আশা করা যায়। চন্দ্রপুর হাই স্কুলের অস্থায়ী গৃহের কাজ আগামী আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 279.

Name of M. L. A. :— Shri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও আর্থিক বরাদ্দ থাকা সত্বেও প্রসাশনিক জটিলতার জন্য উত্তর জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় এখনও পর্য্যন্ত চালু করা সম্ভব হয় নাই, এবং যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কোন রকম আর্থিক বরাদ্দ ছিল না। ১৯৮৭-৮৮ সনে নবোদয় বিদ্যালয় চালু করার বিষয়টি নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির বিবেচনার স্তরে ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অসংগতি হেতু নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের কার্যসূচী স্থগিত থাকায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নাই।

Admitted starred Question No 281.

Name of M L. A. :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। Hostel Stipend for School student বরাদ্দের ক্ষেত্রে L. O. C. প্রথা বাতিল করার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

১। না এখন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। L. O. C প্রথা বজায় থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত বোর্ডিং স্টাইপেণ্ড দেয়া যাইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 285

Name of M. L. A Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় হাইস্কুলগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষিকার মোট সংখ্যা কত।

২। ইহা কি সত্য যে প্রত্যন্ত এলাকায় হাইস্কুল গুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কম;

৩। সত্য হয়ে থাকলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১। বর্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন হাইস্কুলগুলিতে শিক্ষক ৩,৮৬৮ জন এবং শিক্ষিকা ১, ৩৯৪ জন (মোট ৫,২৬২ জন) ;

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question and Answer)

২। আংশিক সত্য;

৩। উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর অভাবে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত শূন্য পদগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয় নাই। রাজ্যের অনেক বিদ্যালয়ে অংক, বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও জীবন বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 306

Name of M L A. :— Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে কি কি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ?

২। স্নাতকোত্তর স্তরে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

Answer

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে বর্তমানে বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃত, বানিজ্য, অংক, রসায়ন, জীবন বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা পড়ানো হয়। ইংরাজী বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনের বাবস্থা সম্পূর্ণ। আগামী শিক্ষা বর্ষে এই বিষয়ে এম, এ, কোর্স চালু করা সম্ভব হবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অষ্টম যোজনায় প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন এবং ভূগোল ও দ্বিতীয় পর্যায়ে মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা বিষয় খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

Annexure— 'B'

Admitted Un-starred Question No 47

Name of Member : — Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। ফেকট্রীজ এ্যাক্ট্ অনুযায়ী রাজ্যে রেজিষ্ট্রীকৃত শিল্পে কোন মহকুমায় কত সংখ্যক শ্রমিক স্থায়ী ভাবে ১৯৯০ ডিসেম্বরে কর্মে নিযুক্ত আছেন এবং অস্থায়ী (Temporary) ও সাময়িক (Casual) শ্রমিক নিযুক্তির সংখ্যা,

২। ১৯৮৭ ডিসেম্বরে কোন মহকুমায় এই সকল কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১ তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 49.

Name of M L.A.— Shri Samar Choudhury.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state : —

১। রাজ্য সরকারের বনদপ্তর গত ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯০-৯১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজ্যের কোন কোন Saw mill এবং Timber business-ব্যবসায়ীদের Stock কতবার পরীক্ষা করেছেন এবং উক্ত সময়ে কত পরিমান বেআইনী ভাবে পাচারকৃত কাঠ উদ্ধার করেছেন।

২। এই সকল উদ্ধারকৃত কাঠের মূল্য কত এবং উদ্ধারকৃত ঐ কাঠ কি করা হয়েছে।

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department
Shri Drao Kumar Reang,

(১) এ রাজ্যের স-মিল গুলি প্রায়ই ফরেষ্ট ডিপারট্মেন্টের ষ্টাফ কর্তৃক ১৯৮৮-৮৯ হইতে ১৯৯০ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চেক্ করা হইয়াছে। উক্ত সময়ে চেক করা কালীন যে সমস্ত অবৈধ সংগৃহীত কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে তাহা সংযোজিত পত্রে দেওয়া গেল। ব্যাবসায়ীদের কাঠের মজুতের বিবরন সংগ্রহ করা হইতেছে

২) ঐ সমস্ত উদ্ধারকৃত কাঠের মূল্য দিয়ে দেওয়া গেল. উদ্ধারকৃত কাঠ গুলি বিক্রয় করা হয়েছে।

	কাঠের পরিমান,	মূল্য
১৯৮৮-৮৯ হইতে		
ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্য্যন্ত	৭৫.২৭৬ কাম,	১,০৯,২২৯.০০ টাকা

— : সংযোজিত পত্র : —

ডিভিসনের নাম,	স-মিলের নাম,	উদ্ধারকৃত কাঠের পরিমান	অন্যান্য
কৈলাশহর ডিভিশন,	১। রামকৃষ্ণ-স্‌মিল, দেওয়ানপাশা ধর্মনগর,	কোন অবৈধ কাঠ স-মিলগুলিতে পাওয়া যায় নাই।	
	২। টিম্বার এজেন্সী ও প্রোডাক্টস, জেইল রোড, ধর্মনগর।		
	৩ শ্রীমা স-মিল, জেইল রোড, ধর্মনগর।		
	৪। বীরেন্দ্র স-মিল, ধর্মনগর।		
	৫। ধর্মনগর স-মিল, ডি, এন, ভি, রোড, ধর্মনগর।		
	৬। শ্রীলক্ষ্মী স-মিল, রাজবাড়ী, ধর্মনগর।		
	৭। রামকৃষ্ণ টিম্বার, রাজবাড়ী, ধর্মনগর।		
	৮। হিমাগুগিরি স-মিল, ডিগলবাগ, ধর্মনগর।		
	৯। রাধা রাইস এণ্ড স-মিল, গঙ্গানগর, ধর্মনগর।		
	১০। নারায়নী স-মিল, গোবিন্দপুর কৈলাশহর।		

ডিভিশনের নাম,	'স' মিলের নাম	উদ্ধারকৃত কাঠের পরিমান	অন্যান্য
	১১। মেসার্স লক্ষ্মী নারায়ণ স-মিল, কাচেরঘাট, কৈলাশহর।		
	১২। বাবুর বাজার স মিল, বাবুর বাজার, কৈলাশহর।		
	১৩ প্রনব স-মিল, কুমারঘাট।		
	১৪। মহালক্ষ্মী স-মিল, কুমারঘাট।		
তেলিয়ামুড়া ডিভিশন,			
	১। জয়কালী স-মিল, জিরানীয়া	১ ৪৪৩ ঘ: মি:	
	২। হরিনারায়ণ স-মিল, জিরানীয়া।	১'৪৯১ ঘ: মি:	
	৩। মাতৃ স-মিল, জিরানীয়া	১'৭৭৭ ঘ: মি.	
	৪। গোবিন্দ 'স' মিল, জিরানীয়া।	১'৫৫১ ঘ: মি:	
	৫ ভগবতী 'স' মিল, তেলিয়ামুড়া,	০'৫৫০ ঘ: মি:	
	৬। শিবদূর্গা 'স' মিল, তেলিয়ামুড়া।	কোন বেআইনী কাঠ পাওয়া যায়নী।	
	৭। সাহা উড্ সেন্টার 'স' মিল, তেলিয়ামুড়া।	ঐ	
উদয়পুর ডিভিশন,			
	১) মেসার্স শর্মা 'স' মিল, উদয়পুর।	৩'৬৬৮ কাম,	
	২) গিরিধারী 'স' মিল, উদয়পুর।	৯ ৫৩৬ কাম,	
	৩) গোমতী ভেলী 'স' মিল,	১'৪৪১ কাম,	

ডিভিশনের নাম	'স' মিলের নাম	উদ্ধারকৃত কাঠের পরিমান	অন্যান্য
	উদয়পুর।		
	৪) গোমতী স-মিল, সোনামুড়া।	—	
	৫) লক্ষীনারায়ন স-মিল, সোনামুড়া।	—	
	৬) বিশ্বকর্মা স-মিল, সোনামুড়া।	—	
আমবাসা ডিভিশন :—			
	১) আমবাসা স-মিল, আমবাসা।	—	
	২) শ্রীমা উড্ সেণ্টার, আমবাসা।	—	
বগাফা ডিভিশন :—			
	১) মেসার্স উমাশঙ্কর স-মিল, বিলোনীয়া।	০'৩১৫ কাম	
	২) " মা স-মিল, জোলাই বাড়ী।	১৯'০৬৬ কাম	
	৩) " শ্রীদুর্গা স-মিল, বিলোনীয়া।	—	
	৪) দীনদয়াল পোদ্দার স-মিল, বিলোনীয়া।	—	
	৫) " সবিতা স-মিল, সাব্রুম।	—	
সদর ডিভিশন :—			
	১) রায় স-মিল, আমতলী।	৩৭ ৪৪৪ কাম	
	২) শ্রীকৃষ্ণ স-মিল, রানীর বাজার।		

ডিভিশনের নাম	'স' মিলের নাম	উদ্ধারকৃত কাঠের পরিমান	অন্যান্য
	৩) জয়ন্ত স-মিল, বড়জলা।		
	৪) শ্রীদুর্গা স-মিল, রানীর বাজার।		
	৫) বিশ্বকর্ম্মা উড্ প্রসেস্, কাশীপুর।		
	৬) ইষ্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্রীজ, আমতলী।		
	৭) প্রগতী স-মিল, খয়েরপুর।		
	৮) লক্ষী স-মিল টাউন বড়দোয়ালী।		
	৯) মেসার্স এ, কে, ভেনার ইণ্ডাষ্ট্রীজ কাঠালতলী।		
	১০) রাধাকৃষ্ণ স-মিল নেতাজী চৌমুহনী।		
	১১) গৌর নিতাই স-মিল, অফিসটিলা।		
	১২) বনকুমারী স-মিল, বিশালগড়।		
	১৩) শ্রীরাম স-মিল, সোনামুড়া।		
	১৪) নারায়ণ স-মিল, কাশীপুর।		
	১৫) অঞ্জন উড্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ, মধুবন।		
	১৬) শ্রী গোপাল 'স' মিল, রানীর বাজার।		
	১৭) শ্রীদুর্গা স-মিল, সোনামুড়া।		
	১৮) মহাদেব স-মিল, বটতলা।		
	১৯) ঊষা স-মিল, কাশীপুর।		
	২০) মনী স-মিল, আমতলী।		
	২১) পরশমনী স-মিল, ইন্দ্রনগর।		
	২২) জয়রাম স-মিল, সোনামুড়া।	৩৭'৪৪৪	
	২৩) কল্পতরু স-মিল, আশ্রম চৌমুহনী।	কিউবিক ফুট	
	২৪) জয়রাম স-মিল, আখাউড়া রোড,		
	২৫) মেসার্স রানী স-মিল, চাপানীয়া,		
	২৬) কল্পনা স-মিল, অরুন্ধুতীনগর,		
	২৭) শিবশক্তি স-মিল, গাঙ্গাইল রোড,		
	২৮) নিউ বিশ্বকর্মা স-মিল, বড়দোয়ালী,		
	২৯) ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল স মিল, অরুন্ধুতীনগর,		

PAPER LAID ON THE TABLE
(Question and Answer)

ডিভিশনের নাম,	'স' মিলের নাম	উদ্ধারকৃত কাঠের পরিমান	অন্যান্য
	৩০) কিরণ স-মিল, আমতলী;		
	৩১) বিবেকানন্দ স-মিল, বড়জলা,		
	৩২) বিশ্বকর্মা স-মিল, কাশীপুর,		
	৩৩) মেসার্স ত্রিপুরেশ্বরী স-মিল, গাঙ্গাইল রোড,		
	৩৪) শ্রীদুর্গা স-মিল, হাসপাতাল রোড।		
	৩৫) জয়কালী স-মিল, এম, বি, টিলা।		

Admitted starred Question No, 62.

Name of M.L.A. :— Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charg of the Education Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় শিক্ষক, শারীর শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের অভাব রয়েছে;

২) সত্য হলে কতগুলি বিদ্যালয়ে কি কি ধরণের কতজন শিক্ষকের অভাব রয়েছে (স্কুল ভিত্তিক তথ্য);

৩) ইহা ও কি সত্য যে বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড, চক, ডাষ্টার ইত্যাদি শিক্ষন সামগ্রীর অভাব রয়েছে; এবং

৪) সত্য হলে এই অসুবিধা সমূহ দূর করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

১, ২, ৩, ৪ } তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 70.

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Lahour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে কোন কোন বিড়ি উৎপাদক ফ্যাক্টরী মালিকের অধীনে কতজন বিড়ি শ্রমিক কর্মরত আছেন,

২। এই সকল শ্রমিকদের মধ্যে কতজন নিয়মিত এবং কতজন অনিয়মিত ; ?

৩। অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিত কাজ পাওয়ার বিষয়ে শ্রম দপ্তর কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত বিড়ি উৎপাদক ফ্যাক্টরী মালিকের অধীনে নিম্নলিখিত বিড়ি শ্রমিক কর্মরত আছেন—

ক্রমিক সংখ্যা	বিড়ি ফ্যাক্টরীর নাম ও ঠিকানা	মোট শ্রমিক সংখ্যা
১।	মল্লিকা বিড়ি ফ্যাক্টরী, নলছড়, সোনামুড়া	০৯ জন
২।	দুলাল বিড়ি ফ্যাক্টরী, নলছড়, সোনামুড়া	০৭ জন
৩।	পঁচা বিড়ি ফ্যাক্টরী, সোনামুড়া	১৮ ,,
৪।	স্পেশাল পদ্মা বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলঘর, সোনামুড়া	৯৮ ,,
৫।	১নং কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর, সোনামুড়া	১৪ ,,
৬।	মেসার্স গোপাল দাস বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর, সোনামুড়া	২৫ ,,
৭।	মেসার্স অখিল শীল বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর, সোনামুড়া	০৯ ,,

ক্রমিক সংখ্যা	বিড়ি ফ্যাক্টরীর নাম ও ঠিকানা	মোট শ্রমিক সংখ্যা
৮।	মতীলাল দেবনাথ আনব্রেণ্ড বিড়ি ব্যাবসায়, ব্রজপুর	৫৪ ,,
৯।	শ্রী প্রদীপ সাহা আনব্রেণ্ড বিড়ি ব্যাবসায়, জাঙ্গালীয়া বিশালগড়	২০ ,,
১০।	শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা, আনব্রেণ্ড বিড়ি ব্যাবসায়, চড়িলাম	১৯ ,,
১১।	শ্রী পরিমল বনিক, আনব্রেণ্ড বিড়ি ব্যাবসায়, গান্ধীগ্রাম	৫০ ,,
১২।	শ্রী রাজেন্দ্রলাল রায়, আনব্রেণ্ড বিড়ি ব্যাবসায়, যোগেন্দ্রনগর ও প্রতাপগড়	৭০ ,,
১৩।	আরতি বিড়ি ফ্যাক্টরী; সুভাষ পার্ক, খোয়াই	২৫ ,,
১৪।	চিন্তা বিড়ি ফ্যাক্টরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪৯ ,,
১৫।	শঙ্খ বিড়ি ফ্যাক্টরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৮ ,,
১৬।	মাষ্টার বিড়ি ফ্যাক্টরী. দক্ষিণ ত্রিপুরা	০৫ ,,
১৭।	১নং মাতৃ বিড়ি ফ্যাক্টরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা	১১ ,,
	সর্বমোট —	৫০১ জন

২। উপরে উল্লেখিত শ্রমিকগণের মধ্যে ২৬৩ জন নিয়মিত এবং ২৩৮ জন অনিয়মিত।

৩। অনিয়মিত বিড়ি শ্রমিকগণ কাজ পাচ্ছেন না এরূপ কোন অভিযোগ শ্রম দপ্তরে নাই এবং ব্যবস্থা নেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarted Question No 76.

Name of Member : – Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি যে Plantation Labour Act 1951-এর কোন কোন chapter রাজ্যের Forest Development and Plantation Corporation-এর Rubber Plantation-এ কার্য্যকরী করা হয়েছে এবং

২। এই রাবার Plantation গুলিতে শ্রমিকদের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, এবং কত সংখ্যক শ্রমিকের মধ্যে আইনানুগ কি কি Welfare benefit বণ্টন করা হচ্ছে বলে রাজ্য সরকার অবগত আছেন ?

উত্তর

১। Plantation Labour Act-এর-সব Chapter-ই Forest Development and Plantation Corporation-এ-কার্য্যকর করা হয়েছে।

২। Rubber Plantation গুলিতে শ্রমিকদের জন্য মজুরী, বোনাস, সাপ্তাহিক ছুটী, জাতীয় ও উৎসব কালীন ছুটি, অর্জিত ছুটি (Leave with wages) গৃহ, কর্মক্ষেত্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা, Medical reimbursement, মাতৃত্বের জন্য প্রসূতি কালীন আইনানুগ সবেতন ছুটি ও ভাতা, অসুস্থতার জন্য ছুটি, প্রয়োজন অনুযায়ী পায়খানা, প্রস্রাবাগার, টেপারদের জন্য হানটিং-সু ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। Plantation আইন মোতাবেক Welfare benefit দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রাবার শ্রমিকদের যে সকল Welfare benefit দেওয়া হয় তা শ্রমিক সংখ্যা সহ নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১) খেলাধূলার সরঞ্জাম— ৮,১৭৬ জন শ্রমিক।

২) হানটিং সু — ১,০৩৮ জন স্থায়ী শ্রমিক।

৩) পশমের পোশাক — ১,০৩৮ জন স্থায়ী শ্রমিক।

৪) গৃহ — ২০টি শ্রমিক পরিবার।

৫) ছুপি (পাতলা) ১৫৮৬ জন শ্রমিক।

Admitted UnStarred Question No. 83

Name of Member:—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিড়ি Industrial Premises এর নাম এবং ঠিকানা।

২। এই সকল Industrial Premises-এর প্রত্যেকের শ্রমিক সংখ্যা ১৯৯০ অক্টোবরে কত জন the Beedi and Cigar workers (Conditions of employment) Act 1966 employee definition অনুযায়ী;

৩। রাজ্যের কোন মহকুমায় কত সংখ্যক Self employed বিড়ি ম্যানুফ্যাক্চারী কারী আছেন তা রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি ?

৪। থাকিলে তাদের Labour Act-এর সুযোগ দানে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

১। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে বিড়ি Industrial Premises-এর কোন লাইসেন্স issue করা হয় নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। যেহেতু Self employed বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারকারীগণ The Beedi and Cigar workers (Conditions of Employment) Act-1966 এর আওতায় আসেন না, সেইহেতু এই সম্পর্কিত তথ্য শ্রমদপ্তরে নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 88

Name of Member :—Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state: --

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট কত এস, টি ও এস, সি, পরিবারকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)	১) ১৯৮৯-৯০ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট ২১৮৮ পরিবারকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এস, টি, পরিবারের সংখ্যা হল ৬০৮, এবং এস, সি, পরিবারের সংখ্যা হল ১৫৮০। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল।

ব্লকের নাম (পশ্চিম) ত্রিপুরা		এস, টি,	এস, সি,
১) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	:—	১৫২	১০
২) বিশালগড় ব্লক	:—	২৮৫	৩৮
৩) জম্পুইজলা এবং টাকারজলা সাব-ব্লক।	:—	—	৪০
৪) জিরানীয়া	:—	৯৬	৮১
৫) মোহনপুর	:—	৮০	৫
৬) মেলাঘর	:—	৯২	---
৭) তেলিয়ামুড়া	:—	১৬৪	১১২
৮) খোয়াই	:—	৪২	৭০
		৯১১	৩৫৮

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

(উত্তর ত্রিপুরা)	এস, টি'	এস, সি,
৯। কমলপুর	১১৫	৪৬
১০। ছাউমনু	৫	—
১১। কুমারঘাট	৭৮	৭৭
১২। কাঞ্চনপুর	২৪	—
১৩। পানিসাগর	১৩৩	৫
	৩৫৫	১২৮
(দক্ষিণ ত্রিপুরা)		
১৪। উদয়পুর	১৪০	১৮
১৫। বগাফা	৯৯	৬২
১৬। রাজনগর	১২	—
১৭। সাতচান্দ	২১	৪০
১৮। অমরপুর	৩৯	২
১৯। ডুম্বুরনগর	—	—
	৩১৪	১২২

প্রশ্ন	উত্তর
২। ঐ সমস্ত পরিবার সকলে সম্পূর্ণ টাকা পেয়েছে কি ?	২। হ্যাঁ। ঐ সমস্ত পরিবারের সকলেই সম্পূর্ণ টাকা পেয়েছেন।
৩। না পেয়ে থাকলে তার কারণ ?	৩। উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী এ প্রশ্নের উত্তরের কোন প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Un starred Question No, 95.

Name of the Member :— Shri Sukumar Barman

Will the Hon'ble Education Minister, Government of Tripura be pleased to state : –

Question	Answer
১। রাজ্যের জুনিয়র বেসিক বা প্রাইমারী স্কুলগুলিতে মাসে কতদিন ছাত্র-ছাত্রীদের মিড্-ডে-মিল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে?	১। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে জুনিয়র বেসিক বা প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বৎসরে সর্ব্বাধিক ২০০ দিন মিড্-ডে-মিল দেওয়ার বিধান আছে। মিড্-ডে-মিলের দিনের সংখ্যা প্রতিমাসে সমান নহে।
২। Mid-Day-Meal-এর খরচ বাবদ সোনামুড়া আই, এস্-এর জন্য মাসে কত টাকার প্রয়োজন হয়। এবং	২। Mid-Day-Meal-এর খরচ বাবদ মাসে ৪ (চার) লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। যদি সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত থাকেও পুরো-মাস খাওয়ানো হয়।
৩। ১৯৯০ ইং সনের অক্টোবর মাস হইতে চলতি মাস পর্য্যন্ত উপরোক্ত খাতে সোনামুড়া আই, এস্-এর জন্য কোন মাসে কত টাকার মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে? (মাস ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)	২। ১৯৯০ ইং সনের অক্টোবর মাস হইতে চলতি মাস পর্য্যন্ত (জানুয়ারী) উপরোক্ত খাতে মোট ৬,৭৫,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) মঞ্জুরী (এল, ও, সি,) দেওয়া হয়েছে। মাস ভিত্তিক টাকা ও মিলের দিন সংখ্যা : —

১। অক্টোবর .... ১৫০,০০০ টাকা ৫ দিন
২। নভেম্বর : ৫০.০.০ ,, — ২৬ ,,
৩। ডিসেম্বর : — ৪ ৭৫,০০০ ,, — ২৫ ,,
৪। জানুয়ারী :— চ হিদা নাই — ২৪ ,,

UN-STARRED QUESTION NO. 97.

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Caste Welfare be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে, বিগত আর্থিক বৎসরে ও, বি, সি খাতে ৪২ লাখ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল,	১। বিগত আর্থিক বছরে ও, বি, সি, খাতে ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, ইহা সত্য নহে। ১৯৮৯-৯০ ইং সনে ও, বি, সি খাতে মোট ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে বরাদ্দ-কৃত অর্থ খরচ হয়েছে কি?	২। বারাদ্দ কৃত অর্থের মাত্র অল্প অংশই খরচ হয়েছে।
৩। যদি খরচ হয়ে থাকে তবে কি কি খাতে এবং কোথায় কোথায় খরচ করা হয়েছে এবং বিজ্ঞাপন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে?	৩। যে যে খাতে উল্লেখিত অর্থ খরচ হয়েছে তার হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :— ক) ভ্রমণ ভাতা বাবত খরচ মোট ৩৪ হাজার ১৩৬ টাকা খ) আনুষঙ্গিক

খরচ (Confngency) ৬ হাজার ৭৬৫ টাকা ৯৫ প:

গ) বিজ্ঞাপন

খাতে খরচ হয়েছে ১ হাজার ২৯০ টাকা

সর্বমোট খরচ :— ৪২ হাজার ১৯১ টাকা ৯৫ প:

ANNEXURE—'C'

"Statement laid by the Minister-In-Charge of the Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the Matters of urgent public importance Notice raised by Shri Subodh Das M. L A"

"গত ১০ই নভেম্বর ১৯৯০ ইং ধর্মনগর মহকুমার রাজনগর কলোনীর নিবাসী ফিরোজ আলী নামক জনৈক সংখ্যা লঘু দুস্কৃতকারীদের দ্বারা নিহত ও আরো কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ১০/১১-১১-৯০ ইং তারিখ রাত অনুমান ১টার সময় ১৮-২০ জনের একটি দুস্কৃতকারী দল ধর্মনগর থানাধীন রাজনগর কলোনীর বাসিন্দা হাবীর আলীর বাড়ীতে মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা করে এবং হাবীর আলীকে বলপুর্বক ঘর থেকে বের করে এনে দা ও লাঠি দ্বারা আঘাত করে গুরুতর জখম করে। দুস্কৃতকারীদের মধ্যে ৭-৮ জন হাবীর আলীর বাড়ীর অপর একটি ঘরে প্রবেশ করে তাহার ছেলে রফিক উদ্দিনকেও আঘাত করে জখম প্রাপ্ত করে এবং ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। তারপর দুস্কৃতকারীরা ফিরোজ আলীর ঘরে আগুন দেয় এবং ফিরোজ আলীকে আঘাত করে মারাত্বক জখম প্রাপ্ত করে। প্রায় ২০ মিনিট সমানে দুস্কৃতকারীগন হামলা চালায়। দুস্কৃতকারীদের দ্বারা হামলা চলাকালীন আক্রান্ত ব্যক্তিগনের প্রতিবেশীরা তাদের রক্ষার্থে দুস্কৃতকারীদের ভয়ে ঘটনা স্থলে আসে নাই। দুস্কৃতকারীরা চলে গেলে পর প্রতিবেশীগন ঘটনাস্থল এসে আহতদের শুশ্রুসা করেন। পরদিন সকাল অনুমান ৫টার সময় আঘাত জনিত কারনে ফিরোজ আলীর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনাটি মৃত ফিরোজ আলীর স্ত্রী আচাকুন বিবির অভিযোগ মুলে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮-১৪৯-৪৪৮-৩২৬ ৩০৭-৪৩৬-৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৯ (১) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্ত কালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন।

১। সর্ব্বশ্রী খোকন নাথ (কৃষ্ণ মোহন) সাং রাজনগর।
২। সর্ব্বশ্রী মন্টু নাথ (নারায়ন) সাং রাজনগর।
৩। সর্ব্বশ্রী সুধীর দেবনাথ (ভানু) সাং তিলথৈ।
৪। সর্ব্বশ্রী কিরন নাথ সাং তিলথৈ।
৫। সর্ব্বশ্রী ক্ষিতীষ রায় সাং রাজনগর।
৬। সর্ব্বশ্রী অবিনাশ সুত্রধর সাং আনন্দবাজার।

তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে আর্থিক লেনদেন জনিত কারণে পূর্ব শত্রুতা বশতই এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক বা সম্প্রদায়িক কোন কারণ নেই বলে প্রকাশ।

ঘটনাটির তদন্ত শেষ হয়েছে এবং শীঘ্রই অভিযোগপত্র মাননীয় আদালতে দাখিল করা হবে।

"Statement laid by the Minister-in-charge of the Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the matters of Urgent Public importance notice given by Shri Denish Deb Barma; M.L.A."

"গত ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ আগরতলা আসাম রোডে আঠারমুড়ার গাড়ীর ড্রাইবার সুকুমার দেব এবং এসিটেন্ট রেঞ্জু মিঞাকে দুষ্কৃতকারীরা গাড়ী থেকে টেনে নামিয়ে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে"।

গত ২৩-৯-৯০ইং বেলা অনুমান ১২-৪০ মি: এর সময় উত্তর ত্রিপুরা জেলার আমবাসা থানাধীন কথারাই বাড়ী নিবাসী শ্রীসবরঞ্জন রিয়াং আমবাসা থানায় এসে জানায় যে, ঐ দিন সকালে আসাম-আগরতলা রোড থেকে ৬০০ গজ দূরে জিরল ছড়া জঙ্গলের রাস্তার নিকট একটি রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পায়।

উপরোক্ত সংবাদমূলে আমবাসা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭ (৯) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য গ্রহন করে। তদন্তকালে পুলিশ মৃত ব্যক্তিকে টি, আর, এল-২৭০৯ নং গাড়ীর চালক সুকুমার দেব বলে জানতে পারেন। উক্ত গাড়ীর সহকারী রেঞ্জু মিঞার মৃত দেহটিকেও পুলিশ গত ২৫ ৯ ৯০ ইং তারিখ জিরল ছড়া জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেন। তদন্তে প্রকাশ যে, গাড়ীর চালক মৃত সুকুমার দেব চোরাইবাড়ী থেকে এফ, সি, আই, এর ১২০ বস্তা চাউল নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে গত ২২-৯-৯০ইং তারিখ তলুবাড়ীতে গাড়ী মেরামত করার জন্য অবস্থান করেন।

উপরোক্ত ঘটনার সংস্রবে পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনকে গ্রেপ্তার করেন :—

১) শ্রীরবীন্দ্র শীল—সাং ডলুবাড়ী

২) শ্রীভানু দেব—সাং ডলুবাড়ী।

৩) শ্রীনির্মল দেব—সাং কমলা ছড়া।

৪) শ্রীসুরজিত গোয়াল—সাং পাথার কান্দি।

৫) কিসান ওরফে মন্তি দাস—সাং ৭৯ নং টিলা আগরতলা।

তদন্তকালীন জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তিদের জবানবন্দী মূলে জানতে পারা যায় যে গত ২২. ৯. ৯০ইং তারিখ গাড়ীর চালক নিহত সুকুমার দেব এবং তাহারা সকলে মিলে ডলুবাড়ীতে একসঙ্গে মদ্য পান করে এবং রাত অনুমান ১২টার সময় গাড়ী নিয়ে জিরল ছড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং সেখানে পৌছে উক্ত ধৃত ব্যক্তিরা গাড়ীর চালক মৃত সুকুমার দেবকে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গিয়ে কাঁচির দ্বারা আঘাত করে খুন করে এবং পরে গাড়ীর সহকারী রেণু মিঞাকে জঙ্গলের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। তারপর গাড়ীটিকে নিয়ে গত ২৩-৯-৯০ইং তারিখ ভোর অনুমান ৪টার সময় আমবাসায় পৌছে গাড়ীর ১২০ বস্তা চাউল আমবাসার দোকানদার ফনির্ল গন এবং রমেন ভট্টাচার্য্যের কাছে বিক্রি করে গাড়িটি লংতরাই এর রাস্তায় ফেলে রাখে।

তদন্তকালে পুলিশ গাড়িটিকে ও ১২০ বস্তা চাউল উদ্ধার করে দোকানের মালিক শ্রীফনির্ল গন ও শ্রীরমেন ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য প্রথমে পলায়ন করে এবং পরবর্তী সময়ে কোর্ট থেকে আগাম জামিন নেয়। ঘটনাটির তদন্ত কার্য অব্যাহত আছে।

"Statement Laid by the Minister-in-Charge of the Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the Urgent public Importance Notice given by Sri Bidhu Bhusan Malakar M L A"

"গত ২৪শে জানুয়ারী কৈলাশহর বিভাগের কংগ্রেস নেতা দেবাশীষ সেনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী প্রদীপ সিংহকে মারধর করে তার পিস্তল নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

বিগত ২৪শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই তবে গত ২৩শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং আনুমানিক রাত্রি ৯-৯-৩০ মিঃ সময় কং (ই) নেতা শ্রী দেবাশীষ সেনের দেহরক্ষী কনেষ্টবল শ্রীপ্রদীপ সিংহ বাড়ী ফেরার পথে পাইতুর বাজার রেগুল

টাইগার ক্লাবে ভি, ডি,ও শো চলিতেছে দেখিয়া নিজে দেখিবার জন্য ক্লাবে প্রবেশ করিতে চাহিলে শ্রীদিলীপ দে নামিয় এক ব্যক্তি প্রবেশ মুল্য হিসাবে ৫ টাকা তাহার নিকট দাবী করেন। তখন শ্রীপ্রদীপ সিংহ তাহার নিকট টাকা নেই বলে জানায় এবং পরের দিন দিবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নিয়ে শ্রী প্রদীপ সিংহের সহিত ক্লাবের কিছু সদস্যের বাক্ বিতণ্ডা চলতে থাকে। তখন শ্রীপ্রদীপ সিংহ তার সঙ্গে থানা রিভলবার খুলিতে চেষ্টা করিলে কিছু ধস্তা ধস্তি হয় এবং তাহাকে আটকাইয়া রাখা হয়। এই সংবাদে শ্রীপ্রদীপ সিংহের আত্মীয় স্বজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং তাহাকে উদ্ধার করেন। তখন দেখতে পান তাহার সাথে থাকা ১৮ রাউণ্ড গুলি ও রিভলবারের কাঠের বাটটি খোয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত ঘটনায় কৈলাশহর থানায় ২টি মোকদ্দমা নথীভুক্ত করা হয়। প্রথমটি কনেষ্টবল শ্রী প্রদীপ সিংহের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮-:৪৯-৩৪২-৩২৫-৩৭৯ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৩ (১) ৯১ নথীভুক্ত করা হয় এবং দ্বিতীয় পাইতুর বাজার সাকিনের শ্রী দিলীপ দের অভিযোগ মূলে কনেষ্টবল শ্রী প্রদীপ সিংহের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮-৩২৩-৪২৭ ধারায় ২৫ (১) ৯১ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করা হয়।

শ্রী প্রদীপ সিংহের অভিযোগ মূলে F. I. R. এ বর্ণিত ৪ জন আসামী (মোকদ্দমা নং ২৩ (১) ৯১) গত ২৯-১-৯১ ইং মাননীয় আদালতে আত্মসমর্পন করিলে পরে জামিনে ছাড়া পান। খোয়া যাওয়া ১৮ রাউণ্ড গুলি ও রিভলবারের কাঠের বাটটি এখনও উদ্ধার করা যায় নাই। এই গুলি উদ্ধার করার জোর চেষ্টা অব্যাহত আছে :

"Statement laid by the Minister-in-Charge of the Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the Matters of Urgent Public Importace Notice raised by Shri Amal Mallik. M. L A"

"গত ২৪-১-৯১ইং, আনুমানিক বিকাল ৫টায় দক্ষিন জেলার পিত্রা এলাকায় দেওয়ান ছড়া রাস্তার পাশে খেলাকরার সময় রঞ্জিত মজুমদার (১১), নির্মল দাস (১০), সি, পি, এম গুণ্ডা দ্বারা অপহৃত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ২৪-১-৯১ ইং তারিখ রাত অনুমান ১১টার সময় রাধাকিশোর পুর থানাধীন পিত্রা নিবাসী শ্রী জয়দেব মজুমদার আরও ৪জন সঙ্গী সহ পিত্রা পুলিশ আউট পোষ্টে এসে জানায় যে, ঐ দিন সন্ধ্যা অনুমান ৫টা থেকে পিত্রা নিবাসী শ্রী রাখাল মজুমদারের ছেলে, শ্রী রঞ্জন মজুমদার (বয়স ১১ বৎসর) ও শ্রী নারায়ন দাসের ছেলে শ্রী নির্মল দাস (বয়স ১০ বৎসর) কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিখোঁজ সংবাদটি পিত্রা আউট পোষ্টে ৩৯৮ নং দৈনিকে ঐ দিনই লিপিবদ্ধ করা হয়।

শ্রী রঞ্জিত মজুমদার, শ্রী নির্মল দাসের নিখোঁজ সংবাদটি পরদিন অর্থাৎ গত ২৫-১-৯১ইং তারিখ শ্রী রাখাল মজুমদার পিত্রা আউট পোষ্টে বেলা ১১-৩০ মিঃ এর সময় লিখিত ভাবে জানান শ্রী রাখাল মজুমদার আরও জানান যে তাহার প্রতিবেশী শ্রী মনীন্দ্র দাস নিখোঁজ বালকদ্বয়কে গত ২৪-১-৯১ইং তারিখ বিকালে সিংলুম বাড়ীর রাস্তার পাশে দেখতে পেয়েছিলেন।
এই সংবাদটিকে ও পিত্রা আউট পোষ্টে ৪০৯ নং দৈনিকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

উপরোক্ত বালকদ্বয়ের নিখোঁজ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রাধাকিশোর পুর থানা ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ঘটনাটির ধর্তব্য অপরাধ সন্দেহে থানার কার্য্যবিধির ১৫৭ ধারায় লিপিবদ্ধ করে তাহাদের খোঁজে বার করার জন্য তদন্ত শুরু করে। তদন্তে পুলিশের কুকুরেরও সাহায্য নেওয়া হয়।

তদন্ত কালীন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা বাদে জানতে পারা যায় যে উক্ত নিখোঁজ বালকদ্বয় সিংলুম বাড়ী নিবাসী শ্রী চন্দ্র লিলা জমাতিয়ার ক্ষেত থেকে ক্ষিরা চুরি করে খেতে এবং ঐ দিন তাহাদের ঐ স্থানেই শেষ দেখা গিয়েছিল। নিখোঁজ বালকদ্বয়ের নিখোঁজ হওয়ার সংস্রবে শ্রী চন্দ্র লিলা জমাতিয়া জড়িত সন্দেহে পুলিশ তাহাকে গত ২৫-১-৯১ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে।

গত ২৯-১-৯১ ইং তারিখ নিখোঁজ রঞ্জিত মজুমদার ও নির্মল দাসের মৃত দেহ পিত্রা সিংলুম বাড়ী রাস্তা থেকে ২ (দুই) ফারলং দক্ষিনে যদুমোহন জমাতিয়ার নির্জন একটি উচু জমিতে পাওয়া যায়। মৃত দেহগুলি ময়না তদন্ত করা হয়। ময়না তদন্তে ডাক্তার অভিমত দেন যে- "The cause of death of Nirmal Das is

ESPHYAXIA following throughthing whieh is Homicided in Nature and Ranjit Majumder is CRANIOCEREBRAL Injury with HEANIOSHAPIC SHOCK which is Homicided in nature. ডাক্তারের উপরোক্ত অভিমত পাওয়ার পর রাধা কিশোর পুর থানার ভার প্রাপ্ত কার্য্য কারক নিজে বাদী হয়ে থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২-২০১ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩ (২) ৯১ নথিভুক্ত করেন।

তদন্তে প্রতিয়মান হয় যে উক্ত বালকদ্বয়কে নির্দয় ভাবে হত্যা করা হয় এবং প্রমান লোপাটের জন্য তাহাদের মৃত দেহ গুলি নির্জন স্থানে ফেলে রাখে। ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও তদন্তে প্রকাশ পায় নাই।

অতি গুরুত্ব সহকারে ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অগ্রসর হচ্ছে।

"Statement laid by the Minister-in-charge of the Apointment & Service Department on the table of the House on 8-2-91 on the matters of urgent Public Importance notice raised by Shri Gouri Shankar Reang, M.L A.

"গত ৪-২-৯১ ইং 'স্যন্দন' পত্রিকায় প্রথম পাতায় প্রকাশিত "মোটা অংকের দুর্নীতির দায়ে চাকুরীচ্যুত কর্মচারীকে পুর্ণবহালের ব্যবস্থা পাকা: ক্ষোভ চরমে" —শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

উত্তর :—

গত ১৯৭৮ ইং সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী পিতা মৃত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ১৯-১ পুরাতন কালীবাড়ী লেন, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, মাসিক ১৮০ টাকা বেতনে কন্টিনজেন্ট কর্মী হিসাবে তদানীন্তন ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ এ নিযুক্ত হয়েছিল।

তারপর ২১-৫-৭৯ ইং তারিখে শ্রী শ্যামল চক্রবর্তীকে এফ '00। ৭৫-৭৬-৩৩৯ আদেশ মূলে মং ২৪০-৪৪০ বেতনক্রমে Assistant Store Keeper পদে নিয়োগ করা হয়। প্রকাশ থাকে যে শ্রী চক্রবর্তী চাকুরী পাওয়ার সময় নিজেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ বলিয়া জানান এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ সম্পর্কে জাল মার্কসিট

দাখিল করেন। পরবর্তীকালে তদন্তে প্রকাশ পায় যে মার্কসিট জাল এবং শ্রী চক্রবর্তী আদৌ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন নাই। ফলে ভুয়া সার্টিফিকেট দাখিল করার দায়ে F P. 36/TWCCS/78-79/1620-21 তাং ১-৯-৮১ আদেশ মূলে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়।

তারপর আজ পর্যান্ত শ্রী চক্রবর্তীকে চাকুরীতে পুর্নবহালের কোন উদ্যোগ কনজিউমার্স ফেডারেশন বা কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট হইতে নেওয়া হয় নাই। অথবা Victimisation cell হইতেও এব্যাপারে কোন অনুরোধ বা সুপারিশ পাওয়া যায় নাই। এই ব্যাপারে বিভাগীয় কোন কর্মচারীকে কোন হুমকী বা ভীতি প্রদর্শনের কোন ঘটনার কথা সত্য নয়। শ্রী চক্রবর্তীকে পুর্ননিয়োগের জন্য বিভাগী ফাইল পত্রের উল্টপালটের সংবাদ সম্পুর্ণ কাল্পনিক। Victimisation sub-committee র অফিসে খবর নিয়ে জানা গিয়াছে যে চাকুরীতে পূর্ণনিয়োগের জন্য শ্রী শ্যামল চক্রবর্তীর নিকট হইতে কোন দরখাস্ত তাহারা পান নাই।

কাজেই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ANNEXURE - 'D'

"Statement laid by the Minister-in-charge of the Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the calling Attention Notice given by Shri Diba Chandra Hrangkhawl, M.L.A."

"গত ৩০-১-৯১ ইং তারিখে মানিকপুর নিবাসী যুব সমিতির সক্রিয় কর্মী শ্রী চিত্রসেন চাকমাকে গুলি করে আহত করা এবং পরে জি. বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"

ঘটনার প্রকাশ যে, গত ৩০-১-৯১ ইং তারিখ বেলা অনুমান ৪ টার সময় উত্তর ত্রিপুরা জেলার ছামনু থানাধীন মনু ছামনু রাস্তার উপর মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত হয়ে একটি ডাকাত দল বনকুমারী নামক একস্থানে অতর্কিতে টি,আর;টি, ১৩৬, টি;আর.টি ৬১০, টি,আর,টি ৬৭৬ এবং টি,আর টি ৩৩৩ নং জীপ গাড়ীগুলির উপর হামলা চালায় এবং তাদের সঙ্গে থাকা বন্দুক থেকে গাড়ীর যাত্রীদের উপর গুলি বর্ষন করে ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আঘাতপ্রাপ্ত হয়:—

১। শ্রী সুচিত্র সেন চাকমা—সাং মানিকপুর।
২। ,, দিলীপ মজুমদার—সাং মনু থানাধীন।
৩। ,, অর্জুন দাস—সাং ,, ,,
৪। ,, অনন্ত পাল—সাং ,, ,,
৫। ,, খগেন্দ্র দাস—সাং ,, ,,
৬। ,, পরেশ ঘোষ—সাং ,, ,,

দুষ্কৃতিকারীরা গাড়ীর যাত্রীদের মালামাল ও টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাটি ছামনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫—৩৯৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) এর (ক) এবং ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩ (১) ৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আহতদের মধ্যে সুচিত্র সেন চাকমা, অর্জুন দাস এবং দিলীপ মজুমদারে আঘাত গুরুতর বিধায় তাদেরকে প্রথমে মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং সেখান থেকে ঐ দিনই আগরতলা জি.বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরন করা হয়—অন্যান্য আহতদের মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আগরতলা জি,বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত আহতদের মধ্যে সুচিত্র সেন চাকমা গত ৩১-১-৯১ ইং তারিখ সকালে মারা যান।

তদন্তে প্রকাশ যে আক্রান্ত গাড়ীগুলির যাত্রীরা ব্যবসায়ী এবং তাহারা মানিকপুরের সাপ্তাহিক বাজার থেকে বাজার সেরে বাড়ী ফেরার পথে পথের মধ্যেই আক্রান্ত হন। এখন পর্য্যন্ত এই ঘটনায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তবে তদন্তে প্রকাশ যে মনু থানাধীন ফুলুছড়া নিবাসী শ্রী নিহার রঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে এই ডাকাতিটি সংঘটিত হয়েছিল। তাদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে।

ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

"Statement laid by the Minister-in-charge of Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the Calling Attention Notice given by Shri Tarani Deb Barma, M.L.A."

"গত ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং জিরানীয়া থানার অন্তর্গত মান্দাইর সি, পি,

আই (এম) কর্মী শচীন্দ্র দেববর্মা নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।'

গত ২৩-১-৯১ ইং তারিখে জিরানীয়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে A.T.T F, লিডার শ্রী চিত্ত দেববর্মা, ভইগ্যা দেববর্মা ও তাহার সশস্ত্র সহযোগীগণ জিরানীয়া থানাধীন কাইরাই সার্কিলের নাজি দেববর্মার বাড়ীতে রাত্রিকালীন খাওয়ার জন্য আসিবে। উক্ত খবর মূলে এস, আই, রনজিৎ দাস, হাবিলদার রবীন্দ্র ঘোষ ও টি,এস,আর বাহিনী সহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় কাইরাই গ্রামে যান ও নাজি দেববর্মার বাড়ী ঘেরাও করেন। এমন সময় হঠাৎ নাজি দেববর্মার বাড়ী হইতে পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি আসিতে থাকে। উত্তরে পুলিশ বাহিনী নিজের জীবন ও সরকারী অস্ত্রাদি রক্ষার্থে ৩ রাউণ্ড গুলি চালান। এস, আই, রনজিৎ দাসের উপরোক্ত অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮/১৪৯/৩০৭ ও অস্ত্র আইনের ২৭ (এ) ধারায় জিরানীয়া থানায় মোকাদ্দমা নং ২২ (১) ৯১ নথিভূক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

পুলিশ শ্রী নাজি দেববর্মার বাড়ীর আসে পাশে তল্লাশি করিবার সময় এক ব্যক্তিকে ভলপেটে আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পান ও তাহার পাশে একটি দেশীবন্দুক পড়িয়া থাকিতেও দেখিতে পান। বন্দুকটি সিজ করে পুলিশ নিজ হেফাজতে নেন। আহত শ্রী শচীন্দ্র দেববর্মা পিং গৌরাঙ্গ দেববর্মা সাং কাইরাই কে জিরানীয়া হাসপাতালে প্রেরন করা হয়। তথা হইতে তাহাকে আগরতলা জি,বি, হাসপাতালে প্রেরন করা হয়। ঐদিন রাত্রে আহত শচীন্দ্র দেববর্মা জি, বি, হাসপাতালে মারা যান।

নিহত শচীন্দ্র দেববর্মা C.P I, (M) সমর্থক বলে তদন্তে প্রকাশ। উক্ত ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

মোকাদ্দমাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

"Statement laid by the Minister-in-charge of the Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the Calling Attention Notice given by Shri Makhan Lal Chakraborty, M.L A.

"গত ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ইং খোয়াই বিভাগের ঘিলাতলী পঞ্চায়েতের পুরাতন কাইতা কবরা পাড়ার শান্তিসেনা কর্মী সরোজ দেববর্মা খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ৫ই সেপ্টেম্বর খোয়াই বিভাগের ষিলাতলী পঞ্চায়েতের পুরাতন কাইস্তা কবরা পাড়ার শান্তিসেনা কর্মী সরোজ দেববর্মা খুন হওয়ার ঘটনা ঘটে নাই তবে,

বিগত ২৯/৮/৯০ইং রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকায় কতিপয় অপরিচিত যুবক কল্যাণপুর থানাধীন কাস্তিয়া ঠাকুর পাড়া সাকিনের ফাল্গুনি দেববর্মার পুত্র শ্রীস্বপন দেববর্মা কে বাড়ী হইতে ডাকিয়া নিয়া যায়। এরপর হইতে তাহার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। গত ৩১.৮.৯০ইং কাস্তিয়া ঠাকুর পাড়া সাকিনের নিখোঁজ শ্রীস্বপন দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতি বীনামালা দেববর্মার অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫নং ধারায় কল্যাণপুর থানায় ১০(৮)৯০নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বাহির করার জন্য ত্রিপুরার সমস্ত থানায় আর জি প্রেরণ করেন ও যথাসম্ভাব্যস্থানে তল্লাসী চালায়। অদ্যাবধি উক্ত স্বপন দেববর্মার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশ থাকে যে নিখোঁজ ব্যক্তি প্রথমে সি, পি, আই (এম) সমর্থক ছিলেন এবং এ, ডি, সি, নির্বাচনের পর হইতে টি, ইউ, জে, এস-এ যোগদান করিয়াছিলেন।

এই মোকদ্দমায় এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। নিখোঁজ ব্যক্তিকে বাহির করিবার জন্য জোর প্রয়াস অব্যাহত আছে। মোকদ্দমাটির তদন্ত চলিতেছে।

"Statement laid by the Minister-in-Charge of the Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the Calling Attention Notice given by Shri Matilal Sarkar. M. L. A."

"বিগত ৮ই অক্টোবর ১৯৯০ইং বিশালগড় থানাধীন লেম্বুতলী নিবাসী ডি, ওয়াই, এফ, আই এর সক্রিয় কর্মী সত্যভূষণ সরকারকে গকুলনগর টি, এস, আর, হেড্ কোয়াটার এর নিকটবর্তী এলাকায় কতিপয় দুবৃত্ত কর্তৃক নৃশংসভাবে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

বিগত ৮ | ১০ | ৯০ইং বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর সাকিনের শ্রীদুলাল সিংহ রায়, শ্রীদুলাল কর্মকার, শ্রীহারু দাস ও অন্য একজন অপরিচিত যুবক লেম্বুতলীস্থিত বাদী শ্রীহরেন্দ্র সরকার পিতা মৃত রমনী সরকারের চা এর দোকান হইতে তাহার ছোট ছেলে শ্রীসত্যভূষণ সরকারকে ডাকিয়া নিয়া যায়। এরপর হইতে তাহার খোঁজ খবর না পাইয়া যাহারা ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলেন যে সত্য সরকার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাড়ী আসিয়া জানা যায় সে বাড়ীতে আসে

নাই। উক্ত ঘটনা শ্রী হরেন্দ্র সরকারের অভিযোগ মূলে গত ৯-১০-৯০ ইং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় মোকাদ্দমা নং ৮(১০)৯০ বিশালগড় থানায় নথীভুক্ত করা হয় ও পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ গত ১০-১০-৯০ ইং বিশালগড় থানাধীন সুকান্ত কলোনীর একটি পানা বিং কূয়ার মধ্যে ছালার ব্যাগ হইতে সত্যভূষন সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। উক্ত মোকাদ্দমায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা সংযোজনের জন্য মাননীয় আদালতে আবেদন করা হয়।

গত ১৪-১২-৯০ ইং পুলিশ এজাহারে উল্লিখিত নিম্নবর্নিত আসামীগণকে উক্ত মোকাদ্দমার সংস্রবে ধৃত করিয়া মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন।

১। শ্রী দুলাল কর্মকার,

২। শ্রী দুলাল সিংহরায়,

৩। শ্রী মিহির চক্রবর্ত্তী,

সকলেই গকুলনগর সাকিনের বাসিন্দা।

গত ১৯-১২-৯০ ইং গকুলনগর নিবাসী শ্রী হারাধন দাসকেও উক্ত মোকাদ্দমার সংস্রবে পুলিশ ধৃত করিয়া মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। ঘটনাটি পূর্ব শত্রুতা বশতঃ হইয়াছে এবং ইহার সহিত রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক নাই।

মোকদ্দমার তদন্ত অব্যাহত আছে।

"Statement laid by the Minister-in-charge of Home Department on the table of the House on 8-2-91 on the Calling Attention Notice given by Shri Amal Mallik, M.L.A."

"গত ৬-৯-৯০ ইং সন্ধ্যা ৬টা সাড়ে ৬টায় বক্সনগর বাজার হইতে বাড়ী ফিরার পথে সোনামুড়া মহকুমার কলসীমুড়া গাঁও সভার কংগ্রেস নেতা সিদ্দিকুর রহমান খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনার প্রকাশ যে, গত ৬-৯-৯০ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬-৩০ মিঃ এর সময় সোনামুড়া বিভাগের কলমচোরা থানাধীন কংগ্রেস (আই) নেতা বক্সনগর এলাকার উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিদ্দিকুর রহমানকে বক্সনগর বাজার থেকে

ফেরার পথে সর্বশ্রী সহিদ চৌধুরী, সামসু মিঞা, গিয়াসুদ্দিন, সন্তোষ সরকার, আলিআজগর, কটিক ভৌমিক; তপন পাল, যুসেদ মিঞা ও সুলতান মিঞা বক্সনগর বিশালগড় রাস্তার উপর গুলি করে হত্যা করে।

এই ঘটনাটি কলমচোরা থানাধীন বক্সনগর নিবাসী শ্রী আবদুল হামিদের উপরোক্ত অভিযোগমূলে কলমচোরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকাদ্দমা নং ২ (১) ৯০ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ঘটনায় জড়িত সংস্রবে গত ১০-৯-৯০ ইং গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন এবং সেখান থেকে তাহারা জামিনে মুক্তি পায়।

১। শ্রী বিকাশ সাহা— সাং বক্সনগর,
২। ,, আবু তাহের — সাং ঐ
৩। ,, আবদুল কাদের — সাং ছবিরদোলা,
৪। ,, আবদুল রেজ্জাক — সাং বক্সনগর,
৫। ,, বিশু দেববর্মা — সাং বিজয় নগর,
৬। ,, মনতাজ আলী — সাং রহিমপুর
৭। ,, আবদুল সত্তার — সাং পুটিয়া,
৮। ,, আবু তাহের — সাং ঐ
৯। ,, দুদু মিঞা — সাং ঐ
১০। ,, আবদুল মতিন — সাং ঐ
ওরফে মতি মিঞা

তদন্তে আরও প্রকাশ যে মৃত সিদ্দিকুর রহমান কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক এবং অভিযুক্তরা সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক মৃত সিদ্দিকুর রহমান পূর্বে সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক ছিলেন কিন্তু কংগ্রেস (আই) টি;ইউ,জে;এস দল ক্ষমতা আসার পর মৃত সিদ্দিকুর রহমান কংগ্রেস (আই) দলে যোগদান করেন।

বর্তমানে ঘটনাটি রাজ্যের সি, আই, ডি বিভাগের উপর তদন্তের ভার ন্যাস্ত করা হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Monday. the 11th February, 1991 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Honourable Shri Jyotirmay Nath) in the chair, the Chief Minister, Seven Ministers, Eight State Ministers, the Deputy Speaker and 36 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীল কুমার চাকমা।

শ্রী সুশীলকুমার চাকমা (পেঁচারথল) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের দক্ষিণ ধনীছড়া গাঁওসভায় রাধামোহন কার্বারী পাড়ায় ধনীছড়ার উপর এম,আই, স্কীম করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না, এবং

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমানে পরিকল্পনাটি তৈরীর পর্যায়ে আছে। আগামী আর্থিক বছরে কাজটি শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী সুবোধ দাস (পানিসাগর) :— **'সাপ্লিমেণ্টারী'** মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কাঞ্চনপুর ব্লকের দক্ষিণ ধনীছড়া গাঁওসভার রাধামোহন কার্বারী পাড়ায় একটি এম, আই, স্কীম করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। এটা ১৯৯১-৯২ ইং সনের মধ্যে শুরু হবে কিনা, এবং কাঞ্চনপুর ব্লকের কয়টি স্কীম আগামী চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে শেষ হয়েছে, এবং আগামী আর্থিক বছরে আর কয়টি হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পরিকল্পনাটির বিস্তারিত জরীপ এবং আনুসাঙ্গিক কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে পরিকল্পনাটি তৈরীর কাজ চলিতেছে। এ,ডি,সি থেকে অর্থ মঞ্জুর হওয়ার পরই কাজটি রূপায়ণের কাজ শুরু করা হবে। অতএব আমার এই পরিকল্পনাটির কাজ এই বৎসরের শেষে হবে কি না সেটা নির্ভর করবে এ,ডি,সি, থেকে আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার উপর। আর দ্বিতীয় যে প্রশ্ন উনি করেছেন, এটা আলাদা প্রশ্ন, আলাদা প্রশ্ন করলে আমি সেটার উত্তর দেব।

শ্রী সুশীলকুমার চাকমা (পেঁচারথল) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে দক্ষিণ ধনীছড়া গাঁওসভার রাধামোহন কার্বারী পাড়ায় অনেক কৃষকদের বসবাস। সেখানে তারা অতি কষ্টে কৃষি উৎপাদন করছে। সেখানে ইরিগেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। আগামী আর্থিক বছরে যাতে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং কৃষকদের সুবিধার্থে যারা কৃষি পণ্য উৎপাদন করার লক্ষ্যে যারা আছেন, তাদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে প্রাথমিক জরীপ এবং আনুসাঙ্গিক কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু পরিকল্পনা তৈরীর

কাজ চলছে এবং এ,ডি,সি থেকে আর্থিক মঞ্জুরীর জন্যও বলা হয়েছে। আশা করি সেটা পাওয়া যাবে। তারপরই আগামী বছরের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল ঘোষ।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক ৫০০ (পাঁচশত) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্যে আছে কিনা, এবং

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তার কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের এই রকম কোন প্রস্তাব নেই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী রতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও আমরা যতটুকু শুনেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা হয়েছে, এবং একটা সাইডও সিলেকশান করা হয়েছিল। রাজ্যে যে অপর্যাপ্ত গ্যাস রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে ৫০০ (পাঁচশত) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য, কারণ সেটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বহু জনগণের। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিস্তারিত জানাবেন কিনা?

শ্রী রতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এই ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তার গল্প আমরা তিনটি বছর ধরে শুনছি। এই একটাই গল্প করা হচ্ছে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এটা যদি জায়গা ঠিক করা হয়ে থাকে, তবে সেই জায়গাটা কোথায়? কোন্ কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে? কবে থেকে এই কাজগুলি শুরু হবে? এটা স্পষ্ট করে জানাবেন কিনা? না গল্পের মধ্যেই থাকবে?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার উত্তরে বলছি। মাননীয় সদস্য বোধহয় শুনেন নি। কেন্দ্রের একটি সংস্থা এন্, টি, পি, সি (ন্যাশনেল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন) তাদের হাতে কাজটি অর্পিত হয়েছে। এবং তারাই আসবে। এবং বার বার আসছে, রাজ্য সরকারের সংগে কথাবার্তা চলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মেসিনটার সাইজ কত হবে ? যদি ছোট ছোট সাইজের মেসিন আনা হয়, তাহলে জেনারেশন কষ্টিংটা বেড়ে যায়। তার জন্য সেই সংস্থা চাইছে বড় সাইজের মেসিন রাশিয়ার প্লেন দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আনা যায় কি না। তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে সিংগারবিল এয়ারপোর্টটা আছে তার সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে। এবং এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এবং একজন অফিসারও এসেছেন। এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানান যে, প্রায় ছয় থেকে নয় মাস লাগতে পারে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষামুখ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা ঠিক কিনা ? এখানকার পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য এই ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পটি তাঁর নিজের বাড়ী শিলচর নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করেছেন। যেহেতু এখানকার রাজ্যবাসী এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সেই কারণে নাকি তারা এই কাজটা বাঞ্চাল করতে হয়েছে। এবং যার জন্য মাননীয় মন্ত্রী এখানে এয়ারপোর্ট এক্স্‌টেন্‌শন এই রকম নানা রকম গল্প এখানে ফাদছেন। আদৌও কোন পরিকল্পনা এই ধরনের আছে কিনা বা এটা করতে গেলে ইনফ্রাট্রেচার দরকার এখানে। মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে সমস্ত জিনিসপত্র কেরিং করে আনার জন্য টান্সপোর্টেশন তার ও সু-ব্যবস্থা নাই এখানে। রাস্তা ভাস্তা নেই। রাজ্যবাসীকে বাধা দেবার জন্যই কংগ্রেস (আই) বা শাসক দল এটা পরিকল্পিত ভাবে..............(গণ্ডগোল)

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি না ? এই যে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প এটা রাজ্যে যারা ইঞ্জিনিয়ার তারাই এই প্রকল্পটি করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এবং এইভাবে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। যে এই প্রকল্পটি তারাই রেকর্ড চালাবেন। কিন্তু মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী এটা উদ্দেশ্যজনক ভাবে রাজ্যের ইঞ্জীনিয়ারদের পরিকল্পনাগুলি নাকচ করে দিয়েছেন ! এই তথ্য সত্য কিনা, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি করেছেন, যে রাজ্য সরকারের প্রস্তাব এটা কখনো ছিল না। এবং রাজ্য সরকার এত বড় একটা প্রজেক্ট করার আমাদের একদম ইন্সট্রেট্রেচার নেই। এবং রাজ্য সরকার যেটা উনি উল্লেখ করেছেন, এটা ঐ ৫০০ মেগাওয়াট নয়। এটা ৭০ মেগাওয়াটের কথায় উনি এখানে উল্লেখ করেছেন বলে আমার মনে হয়। স্যার, আর একটি কথা এখানে মাননীয় সদস্য বাদল বাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন—স্যার, আমিও দেখেছি 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় বড় বড় করে ছাপানো হয়েছে। যে মাননীয় সংসদ সদস্য শিলচরে নিয়ে যাচ্ছেন এই সেই। স্যার, উনি যেটা বলছেন গল্প কিনা? গল্পটা এটা উনাদের কাছে হতে পারে। এই পরিকল্পনাটা হচ্ছে এটা ঠিক এবং ত্রিপুরায় ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ হবে এটাও ঠিক। তবে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংসদ সদস্য সন্তোষ মোহন দেবের নাম নিয়ে যেটা অপ্রচার চলছে সেটা উনাদের স্বপ্ন। এবং এটা উনাদের বানানো গল্প এবং আর একটি জিনিষ আমি এখানে বলে রাখছি—উনাদের মধ্যে অনেকে যাহাতে ত্রিপুরা রাজ্যে না হয়, এর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কোন মতেই আমরা সরিয়ে নিতে দেব না, যদি কেউ এইরকম প্রস্তাব দিয়ে থাকে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এই ৫০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্রকল্পটি এই রাজ্যের যারা ইঞ্জিনিয়ার, তারাই করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং এজন্য তারা রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাবও করেছিলেন, কিন্তু মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী এই প্রকল্পটি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাজ্যের ইঞ্জীনিয়ারদের বঞ্চিত করেছেন এবং সেটা করার জন্য অন্য একটি করপোরেশনের সঙ্গে চুক্তি করেছেন?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন তা আদৌ সত্য নয়, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই ধরণের কোন প্রস্তাবই ছিলনা যেহেতু এটা এত বড় একটা প্রজেক্ট, যেটা করার মত অবস্থা রাজ্য সরকারের আদৌ নেই। তবে রাজ্য এর ইঞ্জীনিয়ারদের সম্পর্কে উনি যেটা বলেছেন সেটা ৫০০ মেগাওয়াট প্রকল্প নয়, সেটা হচ্ছে ৭৫ মেগাওয়াট প্রকল্প। আর, মাননীয় সদস্য বাদল বাবু যেটা বলেছেন যে শিলচরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমি বলব, এটা তাঁর বানানো গল্প, যে প্রকল্প এখানে হওয়ার কথা, সেটা শিলচরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তবে আমার কাছে খবর আছে যে উনাদের দলের কারো কারো ইচ্ছা যে ঐ প্রকল্প যাতে

এই রাজ্যে না হতে পারে, সেজন্য তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কাজেই উনার এই গল্প তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার অংশ কিনা, তা আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :—স্যার, ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫,

<u>প্রশ্ন</u>

১। উদয়পুর বদরমোকাম ঘাটে গোমতী নদীর উপর সেতু নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। থাকলে, তা কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকলে, তার কারণ ?

<u>উত্তর</u>

১। হ্যাঁ।

২। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কারিগরীর দিক দিয়ে উপযুক্ত মনে হলে এস, পি, টি, ব্রীজটির কাজ হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এই বদরমোকাম ঘাট দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক গোমতী নদীর এপার ওপার আসা যাওয়া করে এবং গোমতী নদীর এ পাড়ের একটা দুর্গম আদিবাসী অঞ্চল এই বদর মোকাম ঘাট দিয়ে উদয়পুরের সংগে যুক্ত এবং প্রতিদিনই তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিয়ে নদী পারাপার করতে হয়। এই নদী পারাপার হতে গিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি নৌকা ডুবির ঘটনাও ঘটে গেছে এবং তাতে কয়েকটি অমূল্য প্রাণও নষ্ট হয়েছে। কাজেই এই হেন গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কত শীঘ্র সম্ভব শেষ হবে বলে আশা করা যায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বদর মোকামে এই ব্রীজটি এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও তাদের আমলের ১০ বছরে কোন কিছুই করেন নি, অথচ আমরা এই সরকারে আসার পর গুরুত্ব দিয়ে ১৯৯১-৯২ সালের এম, এন, পি প্রকল্পের মাধ্যমে করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ব্রীজটি করার জন্য কতগুলি টেকনিক্যালিটিজ আছে, যেমন নদীর গতিপথ পরিবর্তন, সয়েল টেষ্টিং এমন আরও অনেক কিছু যেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই এটার কাজে হাতে দেওয়া সম্ভব। তা সত্বেও আমরা আশা করছি যে জনসাধারণের স্বার্থে এই ব্রীজটি করার কাজে শীঘ্রই হাত দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৩, পলিটিকেল ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১২৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সহজ উপায়ে নাগরিকত্ব কার্ড এস, টি, এস, সি (সার্টিফিকেট) কার্ড প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক ডি, সি (ডিপুটি ক্যালেকটর) কে ক্ষমতা দেওয়া হবে কি ?

২। যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে কবে পর্যন্ত ক্ষমতা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি না দেওয়া হয় তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ক) ইণ্ডিয়ার সিটিজেনশীপ অ্যাকট ১৯৫৫ অনুযায়ী নাগরিকত্ব কার্ড প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের।

খ) এস, টি, এস, সি কার্ড প্রদানের ক্ষমতা ত্রিপুরাতে নিম্নস্তর পর্যন্ত মহকুমা শাসকগণকে দেওয়া আছে। একমাত্র কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার কাঞ্চনপুরের ব্লক উন্নয়ণ অধিকারকে উক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ভারবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের নিম্নস্তরে মহকুমা শাসকগণকে উক্ত কার্ড দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে ? সেই হেতু এই রাজ্যের মহকুমা শাসক গণস্তরের নীচে কাহাকেও ক্ষমতা অর্পণ করার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নাগরিকত্ব কার্ড দেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু রাজ্য সরকার যাদেরকে জন্ম সূত্রে নাগরিকত্ব দেন এবং এস, টি, এস, সি সার্টিফিকেট দেন তাদের কথা বলছি। মোহনপুর এবং সীমানাতে নাগরিকত্ব কার্ডের জন্য দরখাস্ত করলে সেটা পঞ্চায়েত তপশিল অফিস প্রভৃতিতে ইনকোয়ারী করতে প্রায় এক বছর লেগে যায়। এইভাবে নাগরিকত্ব কার্ড পেতে মানুষ যেভাবে হয়রানি হচ্ছে সেই ব্যাপারে ডি, সিকে ক্ষমতা দিয়ে এস, ডি, ও যাতে অন্ততঃ সপ্তাহে দুই দিন কার্ড দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ৩১শে মার্চ ১৯৮৬ ইং সন থেকে নাগরিকত্ব কার্ড যেটা জেলা শাসকের উপর ন্যস্ত ছিল সেটা গত ১-৪-৮৬ ইং তারিখে নাগরিকত্ব কার্ড প্রদানের ক্ষমতা ভারত সরকার নিজের হাতে নিয়েছেন। ইণ্ডিয়ার সিটিজেনশীপ আক্‌ট ১৯৫৫ এর ৫ ধারা অনুসারে যে ক্ষমতা জেলা শাসকের হাতে ছিল সেটা বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। সেই কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নহে। এস, সি এবং এস, টি সার্টিফিকেট মহকুমা শাসককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অধীনে তদন্ত করে এটা করা হবে। ডি,সিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি কারণ ডি,সির কর্মচারীর সংখ্যা সীমিত সেইক্ষেত্রে এই ক্ষমতা দিলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এই জন্য এই রাজ্যে মহকুমা শাসক পদস্তরের নীচে কাহাকেও ক্ষমতা পূর্ণ করার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সেই হেতু, এই রাজ্যের ডি,সি-দের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল, একজন এস,সি, এস,টি-দের সার্টিফিকেট পেতে, কিংবা জন্ম অধিকার পেতে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আমি দেখেছি, আমার অভিজ্ঞতা আছে, একজন ছাত্র হয়ত শিলচরে পড়ে। সে শিলচর থেকে আসল সার্টিফিকেট নিতে। কিন্তু নানা অবজেকশন পড়ে যাওয়ায় তাকে সার্টিফিকেট না নিয়েই ফিরে যেতে হল। তাতে দেখা যাচ্ছে, একটি সার্টিফিকেট নেবার জন্য তাকে হয়ত ৫০০/৬০০/১০০০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে, শুধু মাত্র গাড়ী ভাড়া দিতেই। আমি

এও দেখেছি, অবজেকশন পড়লে, মোহনপুরের তহশীল অফিসে যায়, ডি, সি, এর অফিসে যায়, এস সি যে কমিটি আছে সেখানে যায়। এতে অনেক সময় লেগে যায়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, সপ্তাহে একদিন কিংবা মাসে একদিন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে কিনা?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে, সিটিজেনশিপের জন্য একমাত্র যা খরচ করতে হয়, সেটা হচ্ছে, ফটোর জন্য যা খরচ। এছাড়া আর অন্য কোন খরচের প্রশ্ন উঠে না। আমি বলব, কেহ যদি অন্যায় ভাবে সার্টিফিকেট পেতে গিয়ে হয়ত, অন্যায় ভাবে টাকা কাউকে দিচ্ছে। তবে আমরা জানি, সেটা লেফট ফ্রন্টের আমলেই হত। তখন কেহ এস, সি, না হলেও এস, সি, এর সার্টিফিকেট পেত, এস, টি, না হলেও এস, টি, এর সার্টিফিকেট পেত। স্যার, আমরা এই অবস্থাটা দূর করার চেষ্টা করছি। এ জন্য হয়ত কিছুটা বেশী সময় লাগছে। এ ব্যাপারে আমাদের কড়া নির্দ্দেশ রয়েছে, কোন অবস্থায়ই অবৈধভাবে কেহ যেন সার্টিফিকেট না পায়। যদি এরকম কোন অভিযোগ প্রমানিত হয়, তাহলে কড়া শাস্তি পেতে হবে। যদি মাননীয় সদস্যদের কাছে এরকম কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে দিতে পারেন। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখব।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে এস, ডি, ও সাহেব ওখানে গিয়ে সিটিজেনশীপ দিতে পারেন কিনা, সেটা আমরা দেখব। আমি মনে করি সেটা খুব ভাল ফলপ্রসু হবে না। আসল সময়টা লাগে ইনকোয়ারী করতে। সেই দায়িত্ব ডি, সির হাতে দেওয়া যায়। ইনকোয়ারী ডিসেন্ট্রালাইজ যাতে করা হয় সেটা আমরা দেখব।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শেষ দিকে একটা পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল যে সিডুয়েল কাষ্ট সিলেকশান এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত দরখাস্ত গুলি এস, ডি, ও অফিসে জমা পড়ত, সেগুলির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সেগুলি ভেরিফাই করত। এটা পঞ্চায়েত গুলি ওপেনলী ভেরিফাই করত। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানরা থাকতেন, পঞ্চায়েত সদস্যরা থাকতেন, সিডুয়েল কাষ্ট তরফ থেকেও একজন প্রতিনিধি থাকতেন। মাসে একটা দিন নির্দ্দিষ্ট থাকতো।

সেই তারিখে পঞ্চায়েতে গিয়ে তদন্তকারী অফিসার গিয়ে সেগুলি ভেরিফিকেশান করতেন। এতে জটিলতা কমানো সম্ভব হত। কাজেই এই সমস্ত দিক গুলি আবার নূতন করে বিবেচনা করে যাতে আবার মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় এবং তপশীলি জাতি যাতে সার্টিফিকেট পায়, এই ব্যাপারে কার্যাকরী ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে বলেছি যে সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এস, ডি, ও। সুতরাং এস. ডি. ওকে নিশ্চিত হতে হবে যে এটা সঠিক। আমরা জানি সার্টিফিকেটের জন্য যখন এপ্লাই করা হয়, তখন মাননীয় বিধায়কদের সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে জমা দেওয়া হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে একই প্রশ্ন আসছে। আমি বলেছি এস. ডি. ওদের নিশ্চিত হবার জন্য যে সময়টা লাগে সেই সময়টা আপনাদেরকে তাকে দিতে হবে। এই ধরণের কেইস যদি আপনারা আনতে পারেন যে ইচ্ছাকৃত ভাবে ডিলে করা হচ্ছে, তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব। তবে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি যে প্রপার ইনকোয়ারী করার জন্য যে সময়টা লাগে, সেই সময়টা তাকে দিতে হবে।

শ্রী রসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য নকুলবাবু যেটা বলেছেন এইটা সত্য যে উনাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পঞ্চায়েত থেকে এস. টি. এস, সি, সার্টিফিকেট এবং অ্যানকোয়ারী রিপোর্ট এস. ডি, ওর কাছে পাঠানোর জন্য দেওয়া হত। এইটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে এখানে এস, সি, এস, টি সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পঞ্চায়েতের এত বড় প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও বহু এস, সি, এস, টি, সার্টিফিকেট পায়নি এবং এস, সি না এমন লোক এস, সি সার্টিফিকেট পেয়েছে ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ধরণের অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। এইগুলি তদন্তও করা হচ্ছে। স্যার, একটি কথা আমি আবারও বলছি যেখানে এস, ডি, ওদের নির্দেশ দেওয়া আছে যে তোমরা যদি কোন রকম অন্যায়ভাবে সার্টিফিকেট দাও তোমাদের রেসপনসিবিলিটি ফিকস্‌ড করা আছে। সুতরাং এস, ডি, ওদের খুব সতর্কভাবে সেটা করতে হচ্ছে এবং সেজন্য সময় কিছুটা লাগবে। তার জন্য আমি বলছিনা খুব আনডিউ সময় লাগবে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বাবার এস, সি, সার্টিফিকেট আছে তখন তার

ছেলের সার্টিফিকেটের ব্যাপারে খুব একটা অসুবিধা হয়না। আর যদি পিতার এস, সি সার্টিফিকেট না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটু সময় নেবে। সেই সময়টা আপনাদের এস, ডি, ওকে দিতে হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানাবেন কিনা, সিটিজেনশীপ ত্রিপুরা রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যে যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে এই নিয়ে বিভিন্ন সময়ে হাউসে আলোচনা হয়েছে, সেই বাংলাদেশীরা এখানে এসে নাগরিক কার্ড সংগ্রহ করছে। এখানে কোন নির্বাচিত সংস্থাও নাই, এক-দলীয় শাসন চলছে সমস্ত রাজ্যের মধ্যে এইটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে যারা কনটেস্টেড এম, এল, এ বা ডিফিটেড এম, এল, এ, কনটেস্টেড এম, এল, এর সীল দিয়ে এবং তপশিলীদের মধ্যে রাতারাতি কিছু সংগঠন দাঁড় করানো হয়েছে যাদের মাধ্যমে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয় এবং মহকুমা শাসকদের বাধ্য করা হচ্ছে বিভিন্ন সার্টিফিকেট ইস্যু করে সংগ্রহ করতে। আমি দৃষ্টান্ত দিতে পারি আমাদের বিলোনীয়া মহকুমা শাসক জগদীশ বসু তিনি একদিনে এক হাজার সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট ইস্যু করেছেন। এইটা কি করে সম্ভব হল ? মেলাঘরে সিটিজেনশীপ দিচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইটা বলবেন কিনা অন্ততঃ এডাল্ট যারা তাদের সিটিজেনশীপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ৭১ সনের ভোটার লিষ্টে তাদের নামের তালিকা আছে কিনা সেটা ভেরিফাই করে দেখবেন কিনা ? অন্ততঃ এডাল্টদের দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন প্রস্তাব আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ? কারণ যে হারে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ হচ্ছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, সিটিজেনশীপ যেটা নিয়ম বাই রেজিষ্ট্রেশান রাজ্য সরকার দেননা। সেটা পেতে হলে কি অবস্থা হয় এই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আছে কতটা সিটিজেনশীপ বাই রেজিষ্ট্রেশান এই ৩ বৎসরে হয়েছে, কতটা সিটিজেনশীপ বাই রেজিষ্ট্রেশান আগে হয়েছে তার উত্তর আমি পরবর্ত্তী প্রশ্নের উত্তরে বলব। সার্টিফিকেট যে কেউ দিতে পারে। এম, এল, এ, নন, এম, এল, এ, এনিবডি দিতে পারে। দিস ইজ নট কোয়েশ্চান। কোয়েশ্চান হচ্ছে। এস, ডি, ও নিজে জেনুইননেস সম্পর্কে বাই বার্থ সিটিজেনশীপ ক্ষেত্রে যেটা দরকার কত বৎসর ধরে স্কুলে পড়ছে, তার বাবার সিটিজেনশীপ থাকতে হবে, তার কতগুলি ডকুমেন্টস থাকতে হবে। এইগুলি অবলিগেটরী।

এম, এল, এ বা নন এম, এল এ সার্টিফিকেট দিলেই হবে না। বাই বার্থের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কত বৎসর ধরে স্কুলে পড়ছে, অর্থাৎ ক্লাশ ওয়ান থেকে সে এই রাজ্যে পড়াশুনা করছে কিনা। বাই রেজিষ্ট্রেশান আমরা ইস্যু করি না, ভারত সরকার দিচ্ছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই রেজিষ্ট্রেশন সিটিজেনশীপ এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ডকুমেণ্টস্ দিতে হয়—

১। পিতা মাতার সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেটস্, ২। সে ক্লাশ-১ (ওয়ান) থেকে এই রাজ্যে পড়াশুনা করছে কিনা তার জন্য স্কুল সার্টিফ্রিকেট, ৩। এছাড়া রাজ্যের কোন বিধায়ক এম, পি, বা কোন সরকারী গেজেটেড অফিসার থেকে সার্টিফিকেট দিতে হয় যে তার জন্ম এই রাজ্যে এবং সেই রাজ্যে পার্মানেণ্টলী বসবাস করছে। এইসব পরে আবার এনকোয়ারী করা হবে এবং সেই এনকোয়ারীর ভিত্তিতেই যতটা সম্ভব তড়টা দেওয়া যাইতে পারে।

আর এখানে মাননীয় সদস্য যে ১০০০ না কতটা সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে বলেছেন সে সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে—কারন এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৯।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এড্মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান—১৪৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের কত কিস্তি ডি, এ, দেওয়া হয়েছে?

২। কর্মচারীদের ডি, এ, বাবদ রাজ্য সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে?

৩। বর্তমানে সরকারী কর্মচারীগণ আর কত কিস্তি ডি, এ, পাওনা আছেন, থাকলে পাওনা ডি এ কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। তিন কিস্তি ডি, এ, দেওয়া হয়েছে এবং আরো এক কিস্তি দেওয়া হবে।

২। ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যান্ত সময়ে রাজ্য সরকারের আনুমানিক মোট ১০৫ কোটি, ৮৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ডি, এ, বাবদ খরচ হইয়াছে।

৩। ১-১-৯১ ইং হইতে আরও এক কিস্তি ডি, এ, পাওনা থাকিবে। বকেয়া কিস্তিগুলি কবে পর্যান্ত পরিশোধ করা যাইবে তাহা নির্ভর করিবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের উপর।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের ডি, এ নিয়ে অনেক জল ঘোলা করেছিলেন এবং কর্মচারীদের কোন ডি, এ, পাওনা নেই বলেছিলেন। এখন এই রাজ্য সরকার এই ডি, এ, কর্মচারীদের দিতে গিয়ে রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থার উপর আঘাত পড়েছে কিনা—তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি যখন বিরোধী আসনে ছিলাম তখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের কত কিস্তি ডি, এ, পাওনা রয়েছে—জবাবে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী বলেছিলেন যে কর্মচারীদের এক কিস্তিও ডি, এ পাওনা নেই। এরপর আবার ক্ষমতায় এসে ৭ কিস্তি ডি, এ, দিয়েছি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ডি, এ, দিলে পরে তার আর্থিক চাপ নিশ্চয়ই পরে। বর্তমানে যেটা হচ্ছে। একটা ডি, এ, দিতে গেলে কর্মচারীদের জন্য বছরে প্রায় ১৫ কোটি টাকা খরচ হয়। সরি স্যার, প্রতি ৫ পয়েন্ট ডি, এ দিতে গিয়ে প্রায় ১৫ কোটি টাকার প্রয়োজন।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে আরও ডি, এ, পাওনা রয়েছে। যে ডি, এ পাওনা রয়েছে সেটা কি কর্মচারীদের জন্য নগদে দেওয়া হবে ? এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, প্রতিটা ডি, এ যেমন ১. ৪. ৯০ ইং তারিখে যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কেবিনেট সিদ্ধান্তে দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা ক্যাশ

দিচ্ছি। আবার আর একটা দেওয়া হবে ১/১/৯১ ইং থেকে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তুলার জন্য যে বাধা-নিষেধ ইতিপূর্বে ছিল সেটাও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ১/১/৯১ ইং সালে।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে উনি এখানে বলেছেন ২ যে কিস্তি ডি, এ পাওনা রয়েছে। আরও ৯ শতাংশ ডি, এ কর্মচারীরা পাওনা আছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে অনেক কর্মচারী আছেন যাদের জি, পি, এফ একাউন্ট এখনও হয় নাই, বিশেষ করে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে। বা এই ধরনের আরও কর্মচারী আছেন। সেই ধরনের কর্মচারীদের নগদে ডি, এ, দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারে একটি প্রশ্ন করেছেন। তখনই নিশ্চয় সাপলিমেন্টারী কোয়েশ্চান করতে পারেন। স্যার, আমরা যে ডি,এটা দিচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকারের হারে। কেন্দ্রীয় সরকার ১-৭-৯০ ইং পর্যান্ত ৪৩ পয়েন্ট দিয়েছেন। আর আমরা ১-১-৯১ ইং পর্যান্ত ৩৪ পয়েন্ট দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় আরও নয় পয়েন্ট কর্মচারীরা পাওনা আছেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষামুখ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে বেতন কমিশন গঠন হওয়ার পর পে-এনামেলি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই পে-এনামেলি কমিটি তাদের রিপোর্ট এখন পর্য্যন্ত বের করছেন কিনা। কারণ অনেক কর্মচারী এই রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন। রাজ্য সরকার কর্মচারীদের ৮'৩৩ হারে বোনাস দেবেন কিনা? এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যদিও এটা আলাদা প্রশ্ন। তবে আমি বলতে পারি যে এই ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির জটিল কাজ-কর্মের দরুন তাদের রিপোর্ট বের করতে বিলম্ব হচ্ছে। বিগত সরকার এমন কিছু এনামেলি সৃষ্টি করে গেছেন যার জন্য এই কমিটির কাজ বিলম্ব হচ্ছে। আমরা কমিটিকে বলেছি যে কোন ধরণের ভূল রাখবেন না যাতে পরবর্তী সময়ে আবার এটা নিয়ে ঘাটতে হয়। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন।

শ্রী রতন ঘোষ :— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর থেকে আমরা বুঝলাম যে, সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় সঙ্গত দাবী দাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কর্মচারীদের একটা বিরাট অংশ রয়েছেন ত্রিপুরায় এবং তাদের যে ন্যায্য দাবী দাওয়া সেগুলি প্রায় পূরণ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেখা যায় এই সব ডি, এ যখন দেওয়া হয় তখন বাজারে তার একটা প্রতিক্রিয়া হয়, যারা কর্মচারী নন এই রকম লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর একটা চাপ আসে এই ব্যাপারে সরকারের কি ভূমিকা এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি বলেছি জিনিসের দাম বেড়েছে এবং জিনিষের দাম বেড়েছে বলেই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে, মূল্য স্তরের উপর ভিত্তি করেই মহার্ঘভাতা দেওয়া হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজারের উপর যাতে চাপ না পরে সেই জন্য এই মহার্ঘ ভাতা যেটা নগদ দেওয়ার কথা সেটা নগদে দেওয়া হচ্ছে না। সেটা তাদের জি পি এফ এ জমা দেওয়া হচ্ছে এবং যাতে টাকাটা এটে-টাইম বাজারে চাপ সৃষ্টি করতে না পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১৭১।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিডেট কোয়েশ্চান নাম্বার —১৭১।

প্রশ্ন

১। বিশালগড়ের অশোকনগর কলোনী হইতে হীরাপুর হইয়া প্রমোদনগর পর্যন্ত যে রাস্তাটি আছে তাহা চলাচলের অযোগ্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাস্তাটি পুনঃ নির্মান বা মেরামত করার পরিকল্পনা গ্রহন হবে কি না ?

২। যদি না হয় তবে তাহার কারণ ?

৩। পরিমল চৌমুহনী হইতে লাটিয়াছড়া হইয়া গোলাঘাটি পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি আছে তাহা পুনঃ সংস্কার এবং পিচ্ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৪। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তার পুনঃ সংস্কারের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা যায় ?

উত্তর

(১) হাঁ।

(২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

(৩) উক্ত রাস্তাটির পুনঃ সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে।

(৪) উক্ত রাস্তার পুনঃ সংস্কারের কাজ অর্থাৎ কিছু অংশের প্রস্তুতিকরণ এবং যে সমস্ত অংশে সোলিং নাই সেই সমস্ত অংশে সোলিং বসানোর কাজ বর্তমান বর্ষেই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) :— স্যার, অশোকনগর কলোনী হইতে হীরাপুর হইয়া প্রমোদনগর পর্যান্ত যে রাস্তাটি খারাপ হইয়া পড়েছে, তাতে সেথানে সিপাহীজলা দ্বাদশ শ্রেণীর যে স্কুল আছে সেই স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যাওয়া আসা করতে পারে না রাস্তাটা খারাপ হওয়ার ফলে, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যুদ্ধকালীন জরুরী ভিত্তিতে এই রাস্তার কাজটা করবেন কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, অশোকনগর কলোনী হইতে হীরাপুর হইয়া প্রমোদনগর পর্যান্ত রাস্তা নির্মাণের কাজটি পূর্ত দপ্তরের সিভিউল অফ্-ওয়ার্কস এর মেজর হেড" ৫০৫৪ কেপিটেল আউট-লে-অন রোড এবং ব্রীজের এস, এন, পি প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই কাজের জন্য ১৯৯০-৯১ সনে অর্থ ধরা আছে। কাজেই বাজেটে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নিয়েই আমরা দেখেছি এবং আমরা আশা করছি এই আর্থিক বৎসরে এই কাজটা আমরা করতে পারব।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :— স্যার, পরিমল চৌধুরী হইতে লাটিয়াছড়া হইয়া গোলাঘাটি পর্যান্ত যে রাস্তাটা আছে এইটার এখন কাজ চলছে এবং এই রাস্তায় যদি বাস না চলে তাহলে লাটিয়াছড়া হাই স্কুলটাও বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ ঐ বাস দিয়ে ঐ স্কুলের মাষ্টার ডেইলী পেসেনজারী করে এবং এই বাসের মালিকও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কনষ্টিটিউশা-

নের লোক, এইসব কারণে এই রাস্তার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা হইবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে, পরিমল চৌমুহনী হইতে স্যাটিয়াছড়া হইয়া গোলাঘাটি পর্যান্ত এই রাস্তাটি পুন সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে। এবং রাস্তাটির যে সমস্ত জায়গার সলিং নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলি আমরা করব, এবং করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু কিছু জায়গায় শুধু সলিংই নয়, আমরা রাস্তাটি প্রশস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শুধু বিশালগড়ের কথা বলেছেন। আমি দেখেছি বিশালগড়ের দিকে উনার নজরটা বেশী। স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, আজকে একটি গাড়ী এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সীমনা রোডের প্রায় দেড়শ লোক এ্যাকসিডেন্ট হয়ে জি,বি,তে আহত অবস্থায় আছে। আগরতলা, কামালঘাট, মোহনপুর ভায়া যে সিমনা রোড এবং আমি বহু এপলিকেশান দিয়েছি যে, রাস্তার পিজ ভেঙ্গে বিভিন্ন জায়গা গর্ত হয়ে গেছে ছুটি বাস বেরুতে পারছে না। একটা মেইন রোড সেখানেও আজকে সাড়ে আটটায় গাড়ী এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তাই বিশালগড়ের দিকে শুধু নজর না দিয়ে অন্য দিকে নজর দেওয়া হবে কিনা এবং সিডিউল যেগুলি ধরা হয়েছে, সেগুলির প্রায়রিটি দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটা বিশালগড়ের রাস্তা নয়, যাই হউক মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রবাবু বলেছেন রাস্তাটির কথা। এই রাস্তাটির যেখানে যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন আমরা আজ কালের মধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিব সংস্কারের জন্য।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আর একটি রাস্তা সেকেরকোট থেকে কুলতলী পর্যান্ত। এই রাস্তাতে রেগুলার দুইটি বাস চলে। শুনেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আর একটি বাসের পারমিট দিয়েছেন।

সেই রাস্তা মেটেলিং পর্য্যন্ত হয়নি এবং ইটের সলিং যা হয়েছিল তাও অর্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত ইটের সলিং ভেঙ্গে গর্ত হয়ে গেছে। এই রাস্তাটি সম্পর্কে আমি বার বার বিধানসভাতেও কাট মোশান এবং ইত্যাদির মধ্যে তুলেছি। এই রাস্তাটি মেরামতি করার জন্য এবং এটা যাতে মেটেলিং হয়, তার ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও আলাদা প্রশ্ন তবু আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বস্ত করছি, এই বলে যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংকুলন হলেই যথা শীঘ্র সম্ভব মেরামতির কাজ ধরা হবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রী সুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (নলছড়) মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৭।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৭।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার নলছড় ওয়াটার সাপ্লাই অধীন পানীয় জলের দক্ষিণ পাড়ার লাইনটি কতদিন যাবৎ খারাপ হয়ে আছে,

২। উক্ত পানীয় জলের লাইন সারাই করে জনসাধারণকে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে লাইনটি চালু আছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুকুমার বর্মন :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, লাইনটি চালু আছে, আমার নিকট যতটুকু খবর আছে গতকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ লাইনটি অচল আছে। আজকে এক বছর পর্য্যন্ত লাইনটি অচল এবং এই পাড়ায় প্রায় আড়াই হাজার লোকের বসতি। ঐ পানীয় জল ছাড়া অন্য কোন পানীয় জলের সুবিধা নেই। তাই এই লাইনটি সংস্কার করে ঐ এলাকার মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা এটা আমি জানতে চাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লাইনটি এক মাস বন্ধ ছিল, তার কারণ হলো মাননীয় সদস্য যে দল ভুক্ত, ঐ দলের কিছু দুস্কৃতকারী পি, পি, সি পাইপ লাইন কেটে বিভিন্ন জায়গায় থেকে সরিয়ে ফেলে ঐ পাইপগুলি বিক্রি করে দেয়। ফলে লাইনের ভিতরে মাটি ঢুকে যায়। যারফলে এক মাসের মত জল সরবরাহ বন্ধ ছিল।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. লাইনটি এক মাস বন্ধ ছিল। তার কারণ, মাননীয় সদস্য যে দলে ভুক্ত ঐ দলের কিছু দুস্কৃতিকারী পি,পি.সি পাইপ লাইন কেটে বিভিন্ন জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলে এবং বিক্রি করে ফেলে। ফলে লাইনে মাটি ঢুকে যায়। যারফলে এক মাসের মত বন্ধ ছিল ঠিকই। এবং আমরা নতুন পাইপ লাইন লাগিয়ে ভেতরের মাটি পরিষ্কার করে লাইন ঠিক করে দিয়েছি। এবং লাইন এখন সচল অবস্থায় আছে। জনসাধারণ জল পাচ্ছে। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব এই সমস্ত আরটিফিসিয়াল ক্রাইসিস্ না করে জনসাধারণের জল নিয়ে যেন রাজনীতি না করে। পাইপ কেটে বাজারে বিক্রি যে সমস্ত দুস্কৃতিকারীরা করে তাদের যেন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীসুকুমার বর্মন :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, পি, পি, সি, পাইপ এটা সম্পূর্ণ পলিথিন পাইপ। এবং যে কথা উনি বলেছেন যে দলীয় লোকরা এটা সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য। আসল কথা যে, জিনিষটা ঐ এলাকা মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য জোট সরকারের সেই চিন্তা ভাবনা আছে কিনা, সে জিনিষটাই জানতে চায়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে বলছি যে, জল সরবরাহ প্রকল্পটি নলছড় এলাকায় চালু আছে এবং ঐ এলাকায় জনসাধারণ বিশুদ্ধ জল পাচ্ছে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানেও দেখলাম এটা যদিও বলেন সি, পি, এম, নষ্ট করে, তবু দেখি ঐ দিকে নজরটা। আগরতলা শহরের দক্ষিণ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই সেখানেও উনি বলেছেন, হয়ে গেছে। স্যার, আমার একটি প্রশ্ন হল মোহনপুর যে গাঁওসভা এটা নোয়াগাও গাঁওসভা সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ কণ্ট্রাক্টরী সাপ্লাই দেওয়ার জন্য লাইন পেয়েছিল এখন যাবৎ আজকে ৬ মাস যাবৎ এই কাজটি বন্ধ আছে। কি কারণে বন্ধ আছে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :— স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার—২৩১।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩১।

১নং প্রশ্ন

গত ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে পূর্ত্ত বিভাগের তেলিয়ামুড়া ডিভিশনের অন্তর্গত কত কিলোমিটার রাস্তার মেটেলিং বা কার্পেটিং করা হয়েছে। (রাস্তার নাম সহ)

১নং প্রশ্নের উত্তর

১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে ডিসেম্বর ৯০ ইং পর্য্যন্ত ১২ কিলোমিটার মেটেলিং ৮.৮০ কিলোমিটার কার্পেটিং করা হয়েছে। রাস্তার নাম সংযোজনী "ক" তে দেওয়া হল।

২ নং প্রশ্ন

ইহা কি সত্য যে, (১) কল্যানপুর হইতে গরিয়া দফিদার

(২) কল্যাণপুর হইতে রুপরাই

(৩) কল্যাণপুর হইতে ঘিলাতলি বাজার

এই রাস্তাগুলিতে গত দুই বৎসর যাবৎ কিছু ইট ফেলে রাখা হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয় নাই।

২নং প্রশ্নের উর্ত্তর

কল্যাণপুর হইতে গরিয়া দফিদার ও তেলিয়ামুড়া হইতে ঘিলাতলী বাজার রাস্তায় গত দেড় বৎসর ও এক বৎসর যাবৎ মেটেল ফেলা হয়েছে। এবং আরও ফেলার কাজ মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ শুরু করা যায় নাই।

৩ নং প্রশ্ন

সত্য হইলে তার কারণ অনুসন্ধান করে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

প্রয়োজনীয় পরিমান এবং উপযুক্ত মানের মেটেল পাইতে দেরী হওয়ায় কাজে বিলম্ব হয়েছে। কল্যাণপুর হইতে রূপরাই রাস্তায় এখনও মাটির কাজ শেষ হয় নাই। সুতরাং, মেটেলিং বা বাকী কথায় কার্পেটিং করার প্রশ্ন উঠে না। কল্যাণপুর হইতে রূপায়ণ রাস্তায় কোন ইট ফেলা হয় নাই।

সংযোজনী—"ক"

রাস্তার নাম	মেটেলিং এর পরিমান	কার্পেটিং এর পরিমান
১। ডি, এম, কলোনী রোড—	১.৩০	১.৩০
২। টি,আর,টি,সি, ষ্ট্যাণ্ড থেকে গৌরাঙ্গ টিলা—	১.২০	—
৩। তেলিয়ামুড়া—খোয়াই রাস্তা (২০-৩০ কিঃ মিঃ—	৫.০০	—
৪। চেবরী-হালাহালী রাস্তা (এন,ই,সি)	৩.০০	৬.৫০
৫। চেবরী টি. গার্ডেন রোড—	১.৫০	১.৫০
	১২.০০ কিঃ মিঃ	৮.৮০ কিঃ মিঃ

মিঃ স্পীকার :— নাউ কুয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যেগুলির প্রশ্নের উত্তর আজকে দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির উত্তর লিখিত ভাবে সভার টেবিলে রাখতে অনুরোধ করছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের। (ANNEXURES—"A" & "B")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন উল্লেখ পর্ব। আমি আজ তিনটি নোটিশ মাননীয় সদস্যদের নিকট থেকে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। প্রথম নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়। পরীক্ষা নিরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী, সেটি উল্লেখ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখ পর্বে আমার নোটিশটির বিষয়-বস্তু হল— গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থে বেকারদের বঞ্চিত করে বাঁকা পথে পূর্ত এবং পঞ্চায়েতের অবৈধ নিয়োগকে অবৈধ পথে প্রলেপ— এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি, এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন, তা যেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখ আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১৪-২-৯১ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।
দ্বিতীয় নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়। পরীক্ষা নিরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী সেটি উল্লেখ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখ পর্বে আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং স্যান্দন পত্রিকায়, রিজার্ভায়ার তৈরীর নামে পরিত্যাক্ত জমি অধিগ্রহণ, পৌরসভায় কয়েক লক্ষ টাকা গায়েবের চক্রান্ত, শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি, এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন এবং কবে তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, তা যেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানান।

শ্রীজহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৫-২-৯১ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৫-২-৯১ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছেন।
উল্লেখ পর্বের তৃতীয় নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী সেটি উল্লেখ করার জন্য মাননীয় সদস্যকে অনুমতি দিচ্ছি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখ পর্বে আমার নোটিশটির বিষয়-বস্তু হল, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় "লঙ্গাই এলাকার দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি, তিনটি শিশু সহ ৮টি মৃত্যু।" এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত

না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন, তা যেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৫-২-৯১ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৫-২-৯১ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে ৪টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়গুলির প্রথমটি গত ৩১-১-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তুটি হল—
"গত ১৬-৮-৯০ ইং রাত্রে আনুমানিক সাড়ে ৯টায়—১০টায় বীরচন্দ্র মনুর সুরেশ সিং-এর বাড়ীতে ভাত খাওয়ার সময় গুলি করে বাবুল মজুমদারকে খুন করার চেষ্টা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনায় প্রকাশ যে গত ১৬-৮-৯০ ইং তারিখ রাত অনুমান ১০টা থেকে ১০-৩০ মিঃ এর সময় কিছু সংখ্যক অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতিকারী শান্তির বাজার থানার অন্তর্গত মনপাথর নিবাসী শ্রী সুরেশ সিং এর জামাতা শ্রীবন সিং এর রান্না ঘরের উদ্দেশ্যে বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ে, ফলে সেখানে রাতের খাওয়া কালীন শ্রী বাবুল মজুমদার নামে এক ব্যক্তি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। আহত বাবুল মজুমদারকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে উদয়পুর হাসপাতালে পরে আগরতলায় জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। শ্রী বাবুল মজুমদার চিকিৎসান্তে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান।
এই ঘটনাটি শান্তির বাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭/৩২৬ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭ (৮) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সংস্রবে পশ্চিম মনু নিবাসী তরনী রিয়াং এবং উপেন্দ্র রিয়াং ও পূর্ব মনু নিবাসী অর্জুন ভৌমিককে ১৭-৮-৯০ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে আদালত থেকে তাহারা সকলেই জামিনে মুক্ত আছেন। তদন্তে জানা যায় যে শ্রী বাবুল মজুমদার কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক এবং

গ্রেপ্তারকারী সি. পি. এম দলের সমর্থক। ঘটনাটি দুই রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্বের ফল স্বরূপই সংঘটিত হয়েছে বলে প্রকাশ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি যে এই বাবুল মজুমদারের পিতা সুবোধ মজুমদারকে ঠিক ঐ দিনই তাঁর বাড়ীর মধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি'র সদস্যগণ খুন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং উনাকে খুন করতে না পেরে তারা এই ১৬-৮-৯০ ইং তারিখে তারা বাবুল মজুমদারকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং এভাবে খুন খারাপির মধ্য দিয়ে তারা এই অঞ্চলে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে আগেই বলেছি যে, মামলাটি ৩০৭ এবং ৩১৬ ধারায় করা হয়েছে। সুতরাং এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে হত্যা করার জন্য। এটা ঠিক যে বাবুল মজুমদারের বাবা সুবোধ মজুমদারকেও হত্যা করা হয়েছিল। তা ছাড়া এখানে বলেছি যে এই ঘটনার সংগে যারা জড়িত তারা সকলেই সি, পি, আই (এম) সমর্থক এবং এটা একটা পলিটিকেল কেইস এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটা দলকে নিঃশেষ করার জন্য এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে এই বাবুল মজুমদার তিনি যখন আক্রান্ত হলেন তিনি খেতে বসেছিলেন। ঘটনার প্রকাশ এই সুরেশ সিংহের বড় মেয়ের যে ব্যক্তির পরিচয় যিনি এখন সেনা বাহিনীতে চাকুরী করেন তিনি একবার বাবুল মজুমদারকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তখন এই মেয়েটা তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। প্রতিবেশী যারা আছেন তারা সকলেই জানেন। এখানে নাম ধাম দেওয়া হয়েছে এগুলি এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। পুলিশ যখন কুকুর নিয়ে যায় তখন দেখা যায় সেই কুকুর তখনকার টি, ইউ, জে, এসের কর্মচারী নেতা গজেন্দ্র ত্রিপুরার এখানে যায় এই সব ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ? তাছাড়া যেভাবে এখানে কেসটাকে সাজানো হয়েছে সেটা উল্টোভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটা গল্প তৈরী করা হয়েছে ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে বলেছি যে, একটা পলিটিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ভিত্তি করে এই ঘটনা ঘটেছে। একটা রাজনৈতিক দল আরেকটা রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য এটা হয়েছে। মাননীয় সদস্য এখানে একটা আষাঢ়ের গল্প সাজিয়েছেন। তাদের মুখে এটা শোভা পায় না।

ওরা শুধু মানুষকে মারে না এবং মারার পর তাদের চরিত্রও হনন করে। শুধু প্রাণে মারে না, মারার পরে বলা হয় গুণ্ডা, বদমাস ইত্যাদি বলে চরিত্র হনন করে। জঘন্য এই সমস্ত অপপ্রচার। তারপরেও আমি দেখেছি গত ১০ বছরে, তাঁরা যত খুন করেছেন সেই খুনের জন্য তাঁদের কোন সহানুভূতি নেই। যে ব্যক্তি খুন হয়েছে তাদেরই চরিত্র হনন এমন ভাবে করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মরে গেল তার মত খারাপ লোক আর কেহ নয়। স্যার, আমি বলেছি, এই ঘটনার সাথে কারা জড়িত না জড়িত তা পুলিশ বের করবে এবং প্রকৃত অপরাধীদের ধরে শাস্তি দেবে।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— স্যার, আমি জানতে চাই, টি, এল, এ, ২২২৯ নাম্বার জীপ গাড়ী করে বাদল বাবু এবং তাঁর দলের লোক সেদিন বিলোনীয়াতে যার বাড়ীতে মিটিং করেন সেটা আমারই আত্মীয়ের বাড়ী। স্যার, সেদিন একই গাড়ীতে করে দুষ্কৃতকারীরা চম্পট দিয়ে বিলোনীয়ায় বাদল বাবুর বাড়ীতে ঢুকে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা? এই গাড়ীটি আরো অনেক ঘটনার সহিত জড়িত। কাজেই গাড়ীটিকে আটক করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি, ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে। মাননীয় সদস্য তদন্তকারী অফিসারের কাছে গাড়ীর নাম্বারটি দিতে পারেন। আমাকে নাম্বারটি দিলেও আমি পাঠাব। মাননীয় সদস্য যে বিধায়কের নাম বলেছেন সেই বিধায়ক আছেন কিনা তা তদন্ত করে দেখব।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষামুখ) :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা, আমি সেদিন ঐখানে ছিলাম কিনা? কারণ আমি ঘটনা ঘটার ৭ দিন আগেই বিলোনীয়ার বাইরে ছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা, যে বাবুল মজুমদারের কথা এখানে আলোচনা হয়েছে সেই বাবুল মজুমদারকে এ ডি,সি মনোনীত মেম্বার করার জন্য বলা হয়েছিল। উপজাতি যুব সমিতি রাজী না হওয়ায় সেখানে রাস্তা রোখো আন্দোলন হয়েছিল তা সত্য কিনা? এ,ডি,সি, ইলেকশানের চার দিন পর সেখানে যে নিউক্লিয়াস অফিস আছে তার মাধ্যমে ঝড় জলে ক্ষতিগ্রস্ত ৯৫ জন ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা করে ৪৭ হাজার টাকা অ-উপজাতি লোকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। আমি খবরের কাগজে

পড়েছি, অ্যাক্সজিকিউটিড মেম্বার (জেলা পরিষদের) এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। স্যার, এ তথ্যগুলি সঠিক কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কে খুনের সঙ্গে জড়িত তা পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের যে জায়গায়ই আমরা গেছি, এমনকি মাননীয় রাজ্যপালও যেখানে গেছেন সেখান থেকে জনসাধারণ আবেদন করেছে, বাদল বাবু যেন না আসেন। কারণ, বাদলবাবু যেখানে যান, সেখানে খুন হয়, গণ্ডগোল হয়। স্যার, এটা আমার কথা নয়, পাবলিকের কথা।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সভাধ্যক্ষ :— নলুয়ার কেস হাইকোর্টে আছে। বড় কথা সাজে না। হ্যাঁ। সে সব কথা হাইকোর্টে বলব। হাইকোর্ট বলবে।)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তিনি যেটা বলেছেন, এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সুতরাং ক্লারিফিকেশানের কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় এখানে যে মহিলার কথা বলেছেন, তার সঙ্গে বাবুল মজুমদারের ২০ বৎসরের ডিফারেন্স হবে এবং ঐ মহিলা বাবুল মজুমদার থেকে ২০ বৎসরের বড় হবেন। এটা উনাদের দর্শন এবং অভিধানেই সম্ভব। এই বাবুল মজুমদারের পরিবারটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য, উনার বাবাকে কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থকরা খুন করেছে, উনার ভাই উজ্জ্বল মজুমদারের দুটো হাত নেই, তাকেও খুন করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এই পরিবারটিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি পরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করছে। বাদল বাবু নিজে পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান আনেন নি, তথ্য তুলে দিয়েছেন মাননীয় সদস্য কেশব বাবুর হাতে, যিনি এই এলাকা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বা কাউকে চেনেন না। স্যার, বাদল বাবু লজ্জা পাবেন মনে করে তথ্য তুলে দিয়েছেন কেশব বাবুর হাতে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এই এলাকাতে যেটা ট্রাইবেল-বাঙ্গালী একটা মিশ্র এলাকা, সেখানে ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা দাঙ্গা লাগানোর উদ্দেশ্যে জগদীশ দাস, অনিল মুখার্জী, তপন দেবনাথ এই কাজটি সংঘটিত করেছে। এই ধরনের জঘন্য কাজকর্ম বন্ধের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সমস্ত তথ্য আমি হাউসে পরিবেশন করেছি যে তারা এইসব অঞ্চলে কি করেছে। পুলিশ ওদের উপর সতর্ক নজর রাখছে। পুলিশ ওদের উপর সতর্ক নজর রাখছে এবং ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ৩১-১-৯১ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চাকমা মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল :—

"কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার লালজুরি রাস্তার পার্শ্বে বুদ্ধমনি চাকমার জমির উপর টি, এস, আই, সি, বাট্টা বন্ধ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীল কুমার চাকমা মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর আমি এখন বিবৃতি দিচ্ছি :—

স্যার, ত্রিপুরার ক্ষুদ্রশিল্প নিগম বিগত ৪,১১,৮১ ইং তারিখ ইট ভাট্টা খোলার জন্য অন্যান্য জমির মধ্যে কাঞ্চনপুর মৌজার ১৬ নং খতিয়ানভুক্ত ১০১, ১০২ এবং ১০৩ দাগের অন্তর্ভুক্ত ৬ ৪৪ একর জমি সত্বাধিকারী উক্ত এলাকার বাসিন্দা শ্রী বুদ্ধমনি চাকমা, পিতা মৃত—সবক কারবারী চাকমার নিকট হইতে বার্ষিক ৮ ৭৫ পয়সা শতক হারে লীজ হিসাবে প্রাথমিকভাবে চার বছরের জন্য অধিগ্রহণ করে। ১৯৮৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত লীজ মুল্যের হার দাঁড়ায় প্রতি শতক পনের টাকা করে।

উক্ত সময় পর্যান্ত প্রদেয় টাকা কর্পোরেশন শ্রী চাকমাকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছে।

সাত বছর কাল উক্ত ইট ভাট্টায় ব্যবহৃত অন্যান্য জমি সমেত শ্রী চাকমার জমিও নিগম ইট উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে। স্বাভাবিকভাবে উৎপাদনের চাহিদা অনুযায়ী মাটির অভাব অনুভূত হওয়ায় নিগম ১৯৮৮ ইং সালে ইট ভাট্টাটি বন্ধ করে দেয়।

চুক্তি অনুযায়ী ইট ভাট্টা বন্ধ হওয়ার পর শ্রী চাকমাকে তার জমি চাষযোগ্য করে ফেরৎ দিয়ে দেবার কথা।

কিন্তু নানাবিধ অসুবিধার ফলে নিগম এখনও এই জমি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রী চাকমার হাতে প্রত্যার্পণ না করলেও শ্রী চাকমাই এই জমি সীমিতভাবে ব্যবহার ও ভোগদখল করছেন।

নিগম অতি শীঘ্রই উক্ত জমি শ্রী চাকমার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যার্পণ করবে এবং হিসাব মত পাওনা থাকলে শ্রী চাকমার সেই পাওনা মিটিয়ে দেবে।

শ্রী সুশীল কুমার চাকমা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় লালজুড়ি রাস্তার পার্শ্বে জমির

মালিক বুদ্ধমনি চাকমার চুক্তি অনুযায়ী শেষের দিকে টাকা মিটিয়ে না দিয়ে উনার ইট ভাট্টার সমস্ত টাকা বামফ্রন্টের আমলে লুটেপুটে খাওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে কাঞ্চনপুর এলাকায় কোন ইট ভাট্টা চালু নেই। শ্রমিকদের স্বার্থে সেই ইট ভাট্টা পুনরায় চালু করা হবে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে বলেছি যে, উৎপাদনের চাহিদা অনুযায়ী মাটির অভাব এবং জলের অভাব অনুভূত হওয়ায় নিগম ১৯৮৮ ইং সালে ইট ভাট্টাটি বন্ধ করে দেয়।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস (পানিসাগর) :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় লালজুড়ি রাস্তার পার্শ্বে বুদ্ধমনি চাকমার জমির উপর টি, এস, আই, সির একটি ইটভাট্টা ছিল। কিন্তু এই বুদ্ধ চাকমা সি, পি, এমের লোক হওয়ার ফলে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক কারনে সেই ইটের ভাট্টা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সেখানে আর কোন ইটের ভাট্টা না থাকায় ঐ সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলের রাস্তাগুলি ইটের অভাবে সলিং করা যাচ্ছে না। এই সব দিক বিবেচনা করে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ না করে এই ইটের ভাট্টা পুনরায় চালু করে জনসাধারনের অসুবিধাগুলি দূর করা হবে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইখানে অন্য জমি পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই ইট ভাট্টা করা হবে। এইখানে বলা হয়েছে পর পর ৭ বৎসর এই জমিটা ব্যবহার করায় এইখানে মাটি থাকছেনা। স্যার, আর একটা কথা একটা জমিতে দীর্ঘদিন ইট ভাট্টা করলে সেটা পরিবেশের পক্ষেও অনুকুল নয়। সুতরাং এইখানে ইট ভাট্টা করা যাবে না। এইখানে মাটি নেই। আর একটা কথা হয়েছে রাজনৈতিক কারনে সেটা করা হয়েছে। আমি এখানে তথ্য দিয়েছি পর পর ৭ বৎসর ধরে এই জমিটা ব্যবহার করা হয়েছে। ৭ বৎসর ধরে যেখানে থেকে মাটি নেওয়া হয়, যেখানে ইট উৎপন্ন হয়, আর সেখানে ইট উৎপাদন করার কোন অবস্থা থাকে কিনা এইটা সহজেই সকলে অনুমান করতে পারেন। এইখানে কোন রাজনৈতিক কারণ নয়।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বললেন, ইট ভাট্টা করতে সেই জায়গায় মাটি পেতে হবে। এইটা কোথাও দেখিনি। ম্যাকানাইজ্‌ড ব্রিক ক্লিন, সেমি ম্যাকানাইজ্‌ড ব্রিক ক্লিন তৈরী হয়, সারা বৎসর কাজ চলে যেখানে ব্রিক ক্লিন তৈরী হচ্ছে সেখানে মাটি পেতে হবে এই রকম কাণ্ড-

কারখানা কোথাও দেখিনি, কেউ শুনেনি। ব্রিক ক্লিন করতে অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে ইট করতে হয়। সে প্রাইভেট ব্রিক ক্লিনই হোক, আর সরকারী ব্রিক ক্লিনই হোক যেগুলি চলছে সেগুলি অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে ইট করে। এখানে মাটি পাওয়া যাচ্ছে না তাই ব্রিক ক্লিন বন্ধ হয়ে যাবে! এইটা কোন যুক্তি না। আসলে উনি বলুন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই কথাগুলি কোন যুক্তি গ্রাহ্য নয়।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি কারণতঃ দিয়েছি। মাটি পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন ম্যাকানাইজড্ ব্রিক ক্লিন নয়, ম্যানুয়েল ব্রিক ক্লিন। সুতরাং যেটা ম্যানুয়েল ব্রিক ক্লিন যদি মাটি কাছাকাছি পাওয়া যেত, তাহলেও সেখানে চালানো যেত। মাটি পাওয়া যাচ্ছে না। এই সমস্ত কারণে এইটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন কারণে নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ৪,২.৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—"গত ২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং রাত আনুমানিক ৯ ঘটিকায় সিধাই থানার অন্তর্গত কাম্বুকছড়ার রমেশ দেববর্মা ও অরুন দেববর্মাকে গুলী করে হত্যা করা সম্পর্কে। "

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় "গত ২১শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং রাত আনুমানিক ৯ ঘটিকায় সিধাই থানার অন্তর্গত কাম্বুকছড়ার রমেশ দেববর্মা ও অরুন দেববর্মাকে গুলি করে হত্যা সম্পর্কে"।

অভিযোগে প্রকাশ যে, গত ২১-১ ৯১ ইং রাত অনুমান ১০টার সময় জলপাই রং এর

পোষাক পরিহিত রাইফেল সহকারে একদল উপজাতি যুবক সিধাই থানার অন্তর্গত ধনঞ্জয় পাড়ায় শ্রী দীনেশ দেববর্মা, জহরলাল দেববর্মা ও অরুন দেববর্মার বাড়ীতে হামলা করে এবং শ্রী দীনেশ দেববর্মার ভাই রমেশ দেববর্মা, জহরলাল দেববর্মা ও অরুন দেববর্মাকে বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর কাম্বুকছড়া স্কুলের নিকট থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। গুলির শব্দে গ্রামবাসীগণ সেখানে গিয়ে রমেশ দেববর্মাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত এবং অরুন দেববর্মা ও জহরলাল দেববর্মাকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় দেখতে পায়। আহত অরুন দেববর্মা ও জহর দেববর্মাকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা

জি. বি, হাসপাতালে প্রেরন করা হয়। কিন্তু অরুন দেববর্মা তাহার আঘাতজনিত কারনে জি, বি হাসপাতালে মারা যায়।

ঘটনাটি শ্রী দীনেশ দেববর্মার অভিযোগ মূলে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪/৩০২/৩৪ ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০ (১) ৯১ ইং নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ গত ২২-১-৯১ ইং তারিখ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে ২৩-১-৯১ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন।

১। শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা— সাং কাম্বুকছড়া— থানা সিধাই।

২। শ্রী অমরচান দেববর্মা—সাং—সালকণী—থানা—সিধাই।

৩। শ্রী রনজিৎ দেববর্মা —সাং—মুদিবাড়ী—থানা খোয়াই।

এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (সিমনা) :— পয়েন্ট অফ্ ক্লারিফিকেশান স্যার, রমেশ দেববর্মা ও অরুন দেববর্মা এবং জহরলাল দেববর্মা জহরলাল দেববর্মা অবশ্য খুন হননি, উনি ভীষণভাবে আহত হয়েছেন। রমেশ দেববর্মা ও অরুন দেববর্মাকে হত্যার যে পরিকল্পনা গত ১৮ই জানুয়ারী রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা এক্স এ ডি সির এগজিকিউটিভ মেম্বারস, ভাইস প্রেসিডেন্স টি এস ইউর শ্রী রঞ্জিত দেববর্ম্মা, দয়াল দেববর্ম্মা লোকাল কমিটির সম্পাদক, এক্স প্রধান তমাকারী গোবিন্দ দেববর্মার নেতৃত্বে শিবপদ দেববর্ম্মার বাড়ীতে একটা গোপন বৈঠক হয়েছিল এবং এই বৈঠকে মাননীয় রবীন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা একটা পরিকল্পনা রচনা করে দিয়েছিলেন তাদেরকে এবং এ দি টি এফ নামক কিছু সন্ত্রাসবাদী সি পি আই (এম) এর দ্বারা পরিচালিত তাদের কাছে স্টেনগান ও রাইফেল আছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কোন খবর আছে কিনা যে ওরাই এই খুনের পরিকল্পনা করেছিল এবং আগেও গত আগষ্ট মাসে তোমাকারী গাঁওসভার উন্নয়ন কমিটির সদস্য মনোরঞ্জন দেববর্মাকে, সেপ্টেম্বর মাসে অনিল দেববর্মা ও মানিক দেববর্মাকে এবং ঠিক তার আগে জীতেন দেববর্মা ও রবি দেববর্মা ও সোনাচরন দেববর্মা ওরাই খুন করেছিল এবং এই গ্রুপটার সঙ্গে ঐ এলাকার সি পি আই এমদের কতিপয় নেতারা জড়িত এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যারা খুন হয়েছিল তারা টি ইউ জে এসের লোক, আর যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সি পি এমের সমর্থক এবং সেখানে

একটা সংগঠন করা হয়েছে যেটার নাম হল এ, টি, টি, এফ, অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোর্স, এই ফোর্সটা এই পর্যন্ত পুলিশের কাছে যে খবর আছে তাতে এই ফোর্সটা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা গঠিত হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। এই হাউসে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম একজন এ টি টি এফ লিডারের চিঠি সেখানে উনি বলেছেন যে আমি আমার এলাকায় কাজ করছি, জায়গায় জায়গায় মিটিং করছি এবং এই সমস্ত মিটিং-এর খবর ও আমার কার্যাকলাপ-এর সমস্ত রিপোর্ট আমি সব সময় বৈদ্যনাথ মজুমদার মহাশয়কে দিয়ে যাচ্ছি, এই তথ্য আমি হাউসে দিয়েছি। স্যার, এর সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণভাবে জড়িত এবং এইটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এলাকায় যাতে কংগ্রেস বা টি ইউ জে এসের কোন সংগঠন গড়ে না উঠে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এইটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এলাকায় যাতে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, কোন সংগঠন করে উঠতে না পারে তার জন্য এই সমস্ত খুন সন্ত্রাস সংঘটিত হচ্ছে।

স্যার, মাননীয় রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা তিনিও মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য এবং তিনি প্রাক্তন এ, ডি, সি'র সদস্য এবং এগজিকিউটিভ মেম্বার ছিলেন। তিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। এবং আমি মাননীয় সদস্যকেও অনুরোধ করব তদন্তকারী পুলিশের নিকট এই সমস্ত ঘটনা যেন উল্লেখ করেন এবং পুলিশকে সহায়তা করেন।

স্যার, যারা নিহত হয়েছে এবং অন্যান্য যাদের নাম এখানে বলা হয়েছে তারা নিহত হয়েছে —এই এ, টি, টি, এফ-এর হাতে। এই এ, টি, টি, এফ, শুধু যে সিধাই অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে তা নয়, এরা গণ্ডাছড়া, ছামনু, রইস্যাবাড়ী, গঙ্গানগর, গোবিন্দবাড়ী ইত্যাদি এলাকায়ও কাজ করছে। এবং এই এ, টি, টি, এফ, এর যারা সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছে তারা স্বীকার করেছে যে, তারা মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোক এবং কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস-এর লোকেদের খতম করার জন্য এই এ, টি, টি, এফ, গঠন করা হয়েছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এখানে যেসব খুন হচ্ছে তার সঙ্গে এই এ, টি, টি, এফ, যুক্ত রয়েছে। কিন্তু স্যার, এইটা সকলেই জানেন এবং আমাদের কাছে তার প্রামাণও রয়েছে যে, এই শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রেই নয় সমস্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই কংগ্রেসের শাসনের ফলে মানুষের কোন রকম অভাব অভিযোগ পূরণ হয়নি। যারফলে এই কংগ্রেস আস্তে আস্তে মানুষের মন থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়েছে—তখন রাজনৈতিক স্বার্থে এরা এইসব করছে তার প্রমাণও আমাদের হাতে রয়েছে। এইটা প্রমাণিত হয়েছে যে এই টি, এন, ভি, কেই কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিল ত্রিপুরা থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য এবং এই বিজয় রাংখলের সঙ্গে রাজীব গান্ধীর সম্পর্ক দেখেই এইটা প্রমাণিত হয়েছে। এবং সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে জালিয়াতি করে ভোট কাউন্টিং-এ রিগিং করে, সংবিধানকে হত্যা করে ত্রিপুরা রাজ্যে এই জোট সরকার ক্ষমতাসীন হবার তিন বছরের মধ্যেই মানুষের অধিকারগুলি কেড়ে নিয়েছে। ফলে মানুষের মন থেকে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এইটা বুঝতে পেরে আরেকটা গোলমাল পাকাবার জন্য এবং তাদের রক্ষা করার জন্য এই এ, টি, টি, এফ, দল গঠন করা হয়েছে। বিরোধী দলের সমস্ত সদস্যদের খতম করার জন্য এইটা করা হয়েছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য ধান বানতে শিবের গীত গাইছেন। স্যার, এই টি, এন, ভি, এর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অজানা নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষের এইটা জানা এমনকি সারা বিশ্বের মানুষের এইটা জানা আছে এইটা মাননীয় সদস্য অস্বীকার করতে পারেন ? অস্বীকার করতে পারেন সেই ১৯৮০ সালের দাঙ্গার কথা ?

(ইন্টারাপশান)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি ইন্টারাপ্ট করবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে দিন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তাহলে কেন আমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল জবাব দেওয়ার জন্য সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। উনারা প্রশ্ন করছেন। স্যার, আমি বলেছি যে উনাদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে উনারা তখন কেন করলেন না। পুলিশ, সি, আর, পি, আসাম রাইফেলস্ সবইতো আপনাদের হাতে তখন ছিল। কেন করলেন না ? তা না করে উনাদের নেতা নৃপেন বাবু কি করলেন ? তার সঙ্গে এই রাজ্যে গোপনে আলোচনা করলেন। আর আপনারা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে বিজয় রাংখল বলছেন যে—আমি সেই পথে আর যেতে চাই না।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা সেই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা

নেব। টি, এন, ভিকে যেভাবে দমন করা হয়েছে ঠিক সেই ভাবে এ,টি,টি,এফকে দমন করা হবে এবং সেই ভাবেই আমরা এগুচ্ছি। এই রাজ্যের কংগ্রেস-টি,ইউ,জে,এস কর্মীদের হত্যার উদ্দেশ্যে হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। ট্রাইবেলদের হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে।

এখানে আবার নৃপেনবাবু বলছেন যে আমি যদি উপজাতি হতাম আমি উগ্রপন্থী হতাম। এই এ, টি, টি, এফকে দিয়ে ২-৪ জনকে খুন করাতে পারেন। কিন্তু বর্তমান সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। আপনারা সেই রাস্তা পরিহার করুন, নাহলে সফল হবেন না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— গত ২১শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং তারিখে রমেশ দেববর্মা ও অরুন দেববর্মাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এবং রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও রনজিৎ দেববর্মা পরের দিন তারা আবার গণ্ডাছড়ার দিকে চলে যায়। ওরা গোপন বৈঠক করে খুন করার পরিকল্পনা করার জন্য তারা সেখানে যায়।
স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা আমার ঠাকুরদা. আমার মনে হচ্ছে, সেই পার্টি না করার জন্য জ্যান্ত কবর দেওয়ার পর আবার এ, টি, টি, এফকে দিয়ে আবার ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষমতায় আসতে চাইছেন এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, কাদের সঙ্গে সম্পর্ক। উনিও থাকতে পারেন। উনার দল যেহেতু আছে উনিও থাকতে পারেন। উনার বিবেক না চাইলেও দলের সিদ্ধান্ত উনাকে মানতে হচ্ছে। সুতরাং এটা ওদের চক্রান্ত এবং ওদের কাজ। এ, টি, টি, এফকে দমন করার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। এবং আরও কঠোর ব্যবস্থা নেব। এই রাজ্য থেকে এ, টি, টি, এফকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা দেওয়া হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ৪-২-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "ত্রিপুরায় অবস্থানরত বাংলাদেশী চাকমা শরনার্থীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, "ত্রিপুরায় অবস্থানরত বাংলাদেশী চাকমা শরনার্থীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো সম্পর্কে।"

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৬ ইং থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাব্রুম এবং অমরপুর মহকুমায় শরনার্থীরা আসতে আরম্ভ করে। বর্তমানে ২-২-৯১ ইং তারিখে শরনার্থী শিবিরে মোট ৫৩,৯৬১ জন শরনার্থী আছে। মানবিকতার কারণে বাংলাদেশের উপজাতি শরনার্থীদের দক্ষিণ ত্রিপুরায় অমরপুর এবং সাব্রুম মহকুমাতে বিভিন্ন শরনার্থী শিবিরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও তাদেরকে রেশন, কাপড়চোপড় প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং এই ব্যাপারে পুরো অর্থ ভারত সরকার থেকে পাওয়া যায়।

উপজাতি শরনার্থীদের অনেকদিন ধরে এই রাজ্যের মধ্যে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য প্রশাসনের উপরে ভীষণ চাপ পড়েছে এবং এলাকায় আর্থ-সামাজিক উদ্বেগের কারণের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকারকে এই ব্যাপারে অবহিত করেছেন। রাজ্য সরকার ভারত সরকারকে এই অনুরোধ করে যাচ্ছেন যাতে বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেওয়া হয় শরনার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

কারণ শরনার্থীদের বুঝিয়ে স্ব-দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের।

বাংলাদেশ শরনার্থীদের স্ব-দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সম্মতি প্রদান কল্পে এক প্রতিনিধি দল বাংলা দেশ থেকে এসে শরনার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করেছিলেন এবং শরনার্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। শরনার্থীদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত করার জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশনার ১৯৮৮ ইং সনের ১০ই জুলাই শরনার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেছিলেন। এর পর ১৭-৫-৮৯ ইং তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে একটি দল পুনরায় শরনার্থীদের নেওয়ার ব্যাপারে পদ্ধতি নির্দ্ধারনের জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ত্রিপুরায় আসিয়াছিলেন। ১৯৮৯ ইং সালে ২৯ এবং ৩০শে মে তারিখে যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ সরকারের গৃহ মন্ত্রালয় বিভাগের নেতৃত্বে একটি দল যার মধ্যে চারজন সরকারী অফিসার এবং ১২ জন উপজাতি প্রতিনিধিও ছিলেন, শরনার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করেছেন এবং শরনার্থীদিগকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধিগনের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। চতুর্থ আর একটি দল ১৯৯০ ইং সনে ১০ এবং ১১ই মে তারিখে এই শিবির-গুলো পরিদর্শন করেন যার নেতৃত্বে যুগ্ম সচিব বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি সচিবালয়, যার মধ্যে ১৪ জন সদস্য ছিল। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতারা,

বাংলাদেশ সরকার, তাদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে এবং ফিরে যাওয়ার পর ত্রাণের ব্যবস্থা করতে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা শরনার্থী নেতৃবৃন্দদের ব্যাখ্যা করেছেন। এর পরও শরনার্থী প্রতিনিধিরা স্ব-দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য রাজী হন নি এবং তারা ১৯৮১ সনের স্ব-দেশে ফিরে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। শরনার্থীরা ভাবছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও শান্তির পরিবেশ ফিরে আসে নি।

সম্প্রতি ভারত সরকার রাজ্য সরকাকে জানাইয়াছেন যে, বাংলা দেশ সরকার শরনার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব এবং তারা যাতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৯১ ইং তারিখে বাংলাদেশের অনুষ্ঠিতব্য লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। সেই হিসাবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক ও সমাহর্তাকে খাগড়াছড়ি ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে রামগড়ে আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং আলোচনার জন্য বলা হয়েছে।
তদ্ অনুসারে আজ রামগড়ের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক ও কাগ্রাসরের ডেপুটি কমি-শনার-এর মধ্যে শরনার্থী ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হবে। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, শরনার্থীদের বাংলাদেশে সম্মানজনক ভাবে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের। শরনার্থী স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা সম্মতি করানো বাংলাদেশ সরকারের। এটা ত্রিপুরা সরকার কিংবা ভারত সরকারের নয়। আমরা আশা করছি আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং তারিখের মিটিং-এ এই ব্যাপারে ঐক্যমত এ পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— স্যার এটা একটা মানবিক প্রশ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়ত জানেন যে উদের বাংলাদেশে ঘরবাড়ী জায়গা জমি যা ছিল তা বেদখল হয়ে গেছে আর উরা এখন ফিরে যাবে কোথায়? নিশ্চয় তারা স্বদেশে যাবে এবং যেখানে তারা আবার নিজেদের দেশে গিয়ে বসবাস করে থাকবে এটা আমাদের আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু উরা যাবে কোথায় উরা কি আবার ওখানে গিয়ে তাদেরকে আর একটি ক্যাম্পে নিয়ে নেওয়ার জন্য সেভাবে সেরে দিতে পারে কিনা। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে এই যে বাংলাদেশ এবং কেন্দ্র সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে সেখানে শরনা-র্থীদের সঙ্গে তাদের নেতৃত্ব উদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারা তাদের যে সদস্যগুলি যে ওখানে বাড়ীঘরে ফিরে যাওয়ার আগে ফিরে পাওয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় এই গুলির সম্পর্কে কি গ্যারান্টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন, এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এ ব্যাপারটা যেটা উনি উল্লেখ

করেছেন এটা সত্য কথা যে, তাদের অনেকেরই ঘরবাড়ী দখল করে নেওয়া হয়েছে। স্যার, এটা একটা প্রশ্ন কেন তাদেরকে উখান থেকে চলে আসতে হল। সেখানে তদানিন্তন যে মিলিটারী রিজিম তারা একটা পলিসি নিয়েছে যে দ্য পলিসি অফ ইস্‌লামাইজেশন, জোর করে ধর্মান্তরকরন। আর একটা পলিসি নিয়েছে যে সেখানে অউপজাতি তাদের সেখানে সেটেল করা। আমি মনে করি এই কারণে সেখানে নিরাপত্তার অভাবটা। এবং এই সম্পর্কে একটা গ্যারান্টি এবং এ ব্যাপারে আমি যেটা দেখি আমি বলছি আমাদের ভারতবর্ষে যারা যারা ভারতীয় রয়েছি প্রথম প্রথাটা হচ্ছে বাংলাদেশে যারা মাইনরিটি রয়েছে নানা ধরনের মাইনরিটি থাকতে পারে। সে বোদ্ধ থাকতে পারে হিন্দু থাকতে পারে ট্রাইবেল থাকতে পারে নন্‌-ট্রাইবেল থার্কতে পারে তাদের রাজনীতি তাদের সমস্ত কিছু অধিকার মানব অধিকার সুরক্ষিত করার ব্যাপারে ভারত সরকার তথা ভারতবাসীর একটা দায়িত্ব রয়েছে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা। এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা নেওয়া সেটা আমরা আশা করি। স্যার, তৎসত্বেও আজকে এখানে যে ঘটনা হয়েছে তারা চলে এসেছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক এটা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব। আপনার পরিবারে যদি কেও কোন কারণে আর একজনের বাড়ীতে চলে যায়। আপনার উপর রাগ করে হউক বা আপনার অত্যাচারের কারণে হউক তাকে যে বাড়ীতে যাবে তার একটা দায়িত্ব থাকবে তার রাগ করা, তাকে মানবিক কারণে মানবিক ভাবে রক্ষা করা। এবং তার আর একটি কারণ দেখার যাকে আপনি ফিরেয়ে আনতে চান আপনার পরিবারে।

কি করে বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে তাকেও এইটুকু দেখার রয়েছে যে সে ফিরে গিয়ে নিরাপত্তা পাবে কিনা সেটা দেখার ব্যাপার। কিন্তু আমারই দায়িত্ব নয় তার নিরাপত্তা বিধান করার বা তাদের মনে কন্‌ফিডেন্স সৃষ্টি করা। এই দায়িত্বটা কিন্তু ভারত সরকারের নয়। আর ত্রিপুরা সরকার এর নয়। ত্রিপুরা সরকার বা যেমন আপনার বাড়ীতে আর একজন আশ্রয় নেয়। তার বাড়ীতে পোরা অত্যাচারীতে তার দায়িত্ব সেই পরিবারই যার থেকে আসছে। তিনি তার মনে কন্‌ফিডেন্সটা সৃষ্টি করবেন। যে তিনি ফিরে গিয়ে তার বাড়ীতে তার অধিকার তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত কিনা, তেমনই আজকে এই দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের।

এই প্রসেসটাই আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকার করে চলেছেন। স্যার, আমি এটাও বলছি যে ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে যে ডিস্‌কাশন হবে সেখানে উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদেরও অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। স্যার, এক সময়ে সেই দেশে এমন একটা

টার্মমেলের সৃষ্টি হয়েছিল, যে পরিস্থিতিতে আলাপ আলোচনা করাটাই দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এখন অবশ্য সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং সে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তারা ইচ্ছা করলেই তাদের দেশে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু তা সত্বেও যদি তাদের নিজেদের কন্‌ফিডেন্স ফিরে না আসে, তাদের দেশে ফিরে না যায়, তাহলে ভারত সরকার তাদেরকে জোর করে সেই দেশে পাঠাতে পারেন না, তা যদি করা হয়, তাহলে সেটা হবে মানব অধিকার লঙ্ঘণের সমতুল্য। তার জন্য যে আর্থিক বোঝা সেটা ভারত সরকাকে বইতে হচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকারকে বইতে হচ্ছে না। তা সত্বেও এতগুলি উদ্বাস্তু থাকার জন্য আমাদের নিজেদেরই কতগুলি প্রব্‌লেম সৃষ্টি হয়েছে, যেমন সোসিয়েল প্রব্‌লেম, পলিটিক্যাল প্রব্‌লেম এবং পরিবেশগত প্রব্‌লেম। তা সত্বেও আমরা আশা করছি যে অতি সত্তর এর একটা সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে আসবে এবং চাকমা উপজাতিরা তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2·00 P.M

মিঃ স্পীকার :— আজ আর, একটি কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং কল্যাণপুর থানাধীন অমরপুর পাড়ার ককবরক শিক্ষক শ্রীগীরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে ঐ পাড়ার নিবাসী শ্রীকুঞ্জমনি দেববর্মার জ্যেষ্ঠ কন্যার মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে পরবর্তী একটা তারিখ বলতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)—:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৪/২/৯১ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উত্থাপিত করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। কলিং অ্যাটেনশন এবং রেফারেন্স পিরিয়ডের জন্য বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচী ঠিক রাখার জন্য অদ্য সমস্ত কলিং অ্যাটেনশন এর রেফারেন্সের উপর অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করার সুযোগ থাকবে না, নতুবা কলিং অ্যাটেনশন রেফারেন্স এর বিষয়গুলি টেবিলের উপর লে করা হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নোটিশের বিষয়বস্তু হল, "গত ১৩ই অক্টোবর ১৯৯১ ইং গণ্ডাছড়া বিভাগের দলপতি পাড়ার শশীমোহন ত্রিপুরাকে এক দল দুস্কৃতকারী কর্তৃক নিহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

স্যার, গত ১৩/১০/৯০ ইং তারিখ রাত্রি আনুমানিক ৮ ঘটিকার সময় কতিপয় দুস্কৃতকারী কৃষ্ণরোয়াজা পাড়ার (দলপতি) নিবাসী শ্রীশশীমোহন ত্রিপুরাকে গুলি করে নিহত করে বলে উক্ত সাকিনের শ্রীপ্রচার কুমার ত্রিপুরা গত ১৪/১০/৯০ ইং সকাল ৮-৩০ মিঃ সময় গণ্ডাছড়া থানায় এসে এক মৌখিক অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ নং ধারায় ও অস্ত্র আইনের ২৭ নং ধারায় গণ্ডাছড়া থানায় ৬(১০)৯০ নং মোকদ্দমা নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন তদন্ত কালে পুলিশ গণ্ডাছড়া থানাধীন নিম্নলিখিত ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন :—

১। শ্রীললিতমোহন ত্রিপুরা সাং কৃষ্ণরোয়াজা পাড়া (দলপতি)
২। চন্দ্রমোহন ত্রিপুরা ঐ
৩। শ্রীকার্তিকচন্দ্র ত্রিপুরা ঐ
৪। শ্রীললিতমোহন ত্রিপুরা সাং নূতন দলপতি।

বিগত ১৯৯০ ইং ডিসেম্বর মাসে মাননীয় আদালত হইতে সকলেই জামিনে সাড়া পান। তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে নিহত শশীমোহন ত্রিপুরা টি, ইউ, জে, এস সমর্থক এবং অভিযোগকারী ও গ্রেপ্তারকৃত চার জন সি, পি, আই, (এম) সমর্থক। ইহা প্রকাশ পায় যে দুইটি ভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্বের ফলেই উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে ঘটনাটা ঘটেছে শুধু একটা ঘটনা নয়, গত দুই তিন মাসে আটটা লোককে খুন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সি, পি, আই (এম) এর লোকদেরকে আসামী করেছে। অথচ এই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার টি, ইউ, জে, এস তাদের দলে লোককে টানার জন্য এই হত্যা কাণ্ড সংঘটিত করছে। এবং ভীষনভাবে সি, পি, আই (এম) এর লোকদের উপর অত্যাচার করছে। আটটা লোক খুন হয়েছে কিন্তু একটা আসামীকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। এটা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা; এবং এই খুনের রাজনীতি বন্ধ করা হবে কিনা?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এ কথা ঠিক নয়। এখানে আমি আমার তথ্য দিয়েছি। এর আগেও বলেছি যে, বিভিন্ন জায়গায় সি, পি, আই, (এম) এ টি, টি, এফ, সৃষ্টি করে কংগ্রেস-টি,ইউ,জে,এস, লোকদের খুন করার চেষ্টা করছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৭ ১-৯১ ইং নলছড়ের নিখোঁজ আরো দুই ব্যক্তির মৃতদেহ পুলিশ গতকাল শিলঘাটী এলাকা থেকে উদ্ধার করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্যদের বলছি, কোন পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন হবে না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ২৭-১-৯১ ইং নলছড়ের নিখোঁজ আরো দুই ব্যক্তির মৃতদেহ পুলিশ গতকাল শিলঘাটী এলাকা থেকে উদ্ধার করার ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনার প্রকাশ যে, গত ১৮-১-৯১ ইং তারিখ বেলা ১০-৩০ মিনিটের সময়, সোনামুড়া বিভাগের মেলাঘর থানার অন্তর্গত পূর্বনলছড় গ্রামের সর্বশ্রী রবীন্দ্র মজুমদার, দয়ারাম শর্মা ও মানিক মজুমদার মেলাঘর থানারই অন্তর্গত মোহনভোগ গ্রামের শ্রী বাঁসীকুমার দেববর্মার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। কিন্তু এরপর থেকে তাদের আর কোন প্রকার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

তাদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি পূর্ব নলছড় গ্রামের শ্রী চিত্তরঞ্জন নাগের অভিযোগ মূলে মেলাঘ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ | ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(১)৯১ এবং শ্রীপরেশ চন্দ্র দাসের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭(১) ৯১ ইং তারিখ দুইটি মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

উপরোক্ত নিখোঁজ তিন ব্যক্তির মধ্যে দুই ব্যক্তি যথা রবীন্দ্র মজুমদার ও দয়ারাম শর্মার মৃতদেহ গত ২৬-১-৯১ ইং তারিখ শিলঘাটী এলাকার জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। এর পূর্বে গত ২০-১-৯১ ইং তারিখ নিখোঁজ মানিক হালদারের মৃতদেহও শিলঘাটী থেকে উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনায় মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ | ২৪ ১ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫(১)৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালীন পুলিশ ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে মোহনভোগ গ্রামের সর্বশ্রী বাঁশি কুমার দেববর্মা, চন্দ্র দেববর্মা, বনচন্দ্র দেববর্মা এবং এবং শ্রীমতি চন্দ্রলক্ষী দেববর্মা ও শ্রীমতি সুরন দেবী দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে। ঘটনাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২২শে অক্টোবর, ১৯৯০ ইং অমরপুর বীরগঞ্জের শ্রী সতীশ চন্দ্র সাহাকে কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক আক্রমণ করে প্রাণনাশের চেষ্টা সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, "গত ২২শে অক্টোবর ১৯৯০ ইং অমরপুরের বীরগঞ্জের শ্রী সতীশচন্দ্র সাহাকে কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক আক্রমণ করে প্রাননাশের চেষ্টা সম্পর্কে।"

ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ২৩.১০.৯০ ইং তারিখ বেলা ২টার সময় বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক কোন একটি ঘটনার তদন্তে বীরগঞ্জ গেলে পর বীরগঞ্জ নিবাসী শ্রী সতীশচন্দ্র সাহা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি বিউটি সাহা বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট অভিযোগ করেন যে, গত ২২ ১০.৯০ ইং তারিখ রাত ১০টার সময় কিছু অজ্ঞাত দুস্কৃতিকারী তাহাদের বাড়ী লক্ষ্য করে একটি পটকা নিক্ষেপ করে। পটকা নিক্ষেপের বিষয় নিয়ে শ্রী সতীশ সাহা ও তার প্রতিবেশী শ্রী গিরেন্দ্র সাহা ও তাহার ছেলের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। কিন্তু তদন্তকালে পুলিশের নিকট কে বা কাহারা শ্রী সাহার বাড়ীতে পটকা নিক্ষেপ করেছিল সে সম্বন্ধে কেহই কোন প্রকার প্রমাণ দিতে পারে নাই।

পরবর্তী সময়ে স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় তাহাদের মধ্যে বিষয়টির আপোষে মীমাংসা হয়ে যায়।

তদন্তে দুস্কৃতিকারীরা শ্রী সতীশ সাহার উপর আক্রমণ করে, প্রাণনাশের চেষ্টা করার ব্যাপারে কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

এই ঘটনাটি বীরগঞ্জ থানার ৭৪৯ নং দৈনিকিতে গত ২৩-১০-৯০ ইং তারিখ নথিভুক্ত করে পুলিশ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, শ্রীসতীশ চন্দ্র সাহা হলেন মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জওহর সাহার পিতা। তিনি যে আসামীদের নামে থানায়

অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, তাদের নাম আমার কাছে আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করলে নামগুলি বলতে পারতেন, কিন্তু বলেন নি। ওরা হল সর্ব্বশ্রী হারাধন দাস, সঞ্জয় দাস, দীপক দাস, অর্জ্জুন দাস, ধনঞ্জয় দাস, স্বপন দাস, দুলাল দাস, চারু দাস, সুকুমার দাস এবং উত্তম দাস। এরা সবাই মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জওহর সাহার আশ্রিত গুণ্ডা। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী নকুল দাস :— ★ ★ ★

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড করে দেওয়া হলো।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— স্যার, আপনি আমার বক্তব্যগুলি প্রসিডিংস থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।

মিঃ স্পীকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশনের অনুমতি পেলে আপনি বলতে পারেন। কিন্তু যেহেতু আপনাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি, তাই আপনার বক্তব্য প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হলো।

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTION OF THE HOUSE. (ANNEXURE--"C")

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো— "লেয়িং অব্ দি রিপ্লাইস্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্"।

গত বিধানসভা অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১, ২৭, ৫৮-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। এখন আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ১, ২৭, ৫৮-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

★ ★ ★ Expunged as Orderd by the Chair,

Shri Arun Kr. Kar (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy each of the reply of Postponed Un-starred Questions Nos. 1, 27 & 58 on the Table of the House.

PRESENTATION OF THE FORTYEIGHT REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল— পাব্লিক একাউন্টস কমিটির আটচল্লিশ তম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

এখন আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেব মহোদয়কে অনুরোধ করছি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ৪৮ তম প্রতিবেদন-এর প্রতিলিপি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ৪৮-তম প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

GOVERNMENT BILL—Introduced.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—
"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 6 of 1991)". উৎথাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—
"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 6 of 1991)" এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—
The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 6 of 1991)" এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে উক্ত বিলটি সভায় উৎথাপিত হয়।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

GENEREL DISCUSSION ON THE BUGDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1991-92.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হলো— "১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের (বাজেট এষ্টিমেটস ফর দি ইয়ার ১৯৯১-৯২) উপর আলোচনা"।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলা কালে তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ্ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য। আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে শান্তি এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি। কিন্তু আজকে সারা ভারতবর্ষে এই গালফের যুদ্ধের প্রতিপ্রেক্ষিতে এবং ভারতবর্ষে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে, সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল যারা ধর্ম নিরপেক্ষ, যারা দেশকে ভালবাসে তারা যাতে একত্র হয়ে কাজ করে কারণ এই গালফ যুদ্ধ শুধু কুয়েতের যুদ্ধ নয়, ইরানের যুদ্ধ নয়। এখন এটা পরিস্কার যে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এখন আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য আগ্রহী। সে অবস্থায় আমাদের চারিদিকে আমেরিকান ঘাঁটি। আমাদের দেশের ভিতরে আমেরিকা গোয়েন্দা দিয়ে এমন কি প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পেছনেও আমেরিকার গোয়েন্দাদের হাত আছে এটা পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন। স্যার, এই রকম অবস্থায় আজকে আমরা দেখছি আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরজী তিনি আমেরিকাকে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছেন আমাদের মাটিতে আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ যাতে তৈল ভরতে পারে তার জন্য। আর এক দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস (আই) তার নেতা যিনি একটা পুতুল সরকার পরিচালনা করছেন তিনি রাজ্যে রাজ্যে সরকার ভাঙ্গছেন নির্বাচিত সরকারগুলি।

সর্বশেষে তিনি ভেঙ্গেছেন তামিলনাড়ু সরকার এবং তিনি সব দলগুলি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর একদিকে রাজীবের নেতৃত্বে দিল্লীতে আর একটা স্বৈরাচারী সরকার হতে পারে। কি অবাক কথা। কোন দেশ প্রেমিক এই রকম চেষ্টা করতে পারেন কি ? যেখানে দেশের অখণ্ডতা, যেখানে দেশের মানুষকে রক্ষা করা, যেখানে দেশের জন্য কর্মসূচী রক্ষা করা এবং যেখানে দেশের ঐক্যকে রক্ষা করা কিন্তু সেখানে আজকে এত বলার পরও এই সমস্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তার জন্য এখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলী দিচ্ছেন, তা কি চিন্তা করা যায় ? মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে কি চেহারা দেখুন, আমি অন্য জায়গার কথা বলব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার ভাষণে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি-শৃংখলার পরিস্থিতি সবচেয়ে ভাল। না সবচেয়ে খারাপ ?

আমি এইখানে একটা জিনিসের দিকে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি কি ? সেটা হচ্ছে ক্রাইম্‌স অ্যাগেইন্‌ষ্ট উইমেন। ১৩১ জনের নামের লিষ্ট লিপিবদ্ধ করে এখানে উপস্থিত করেছি। গণধর্ষণের পরে খুন আগরতলা শহরের বুকে। তাও আমরা এইখানে উপস্থিত করেছি। আমরা হিসাব করে দেখেছি মুসলিম মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে ১০ জনের নাম দিয়েছি। মুসলিম কত পারসেণ্ট। জনসংখ্যার ৬ পারসেণ্ট। আমরা দেখেছি যারা গ্যাংগা রেইপ হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ট্রাইবেল মেয়ে, তপশিলী মেয়ে, গরীব ঘরের মেয়ে। স্যার, ওরা দর্শক হতে পারেন, আপত্তি নেই। ওদের মা, বোন, সবাই আছে। তারা দর্শক হবেন, ওদের ছেলেপেলেরা দর্শক হবেন না। ধর্ষন, ধর্ষণের পরে খুন মুখে অন্ততঃ একটু নিন্দা করবেন এইটা আমরা আশা করেছিলাম। স্যার, মানুষ আর কত সহ্য করবে ? কেননা আমার মাকে, আমার বোনকে গণধর্ষন করার আমি নৃত্য করব, আমি হাসব, আমি খুশী হব ? কত দিন এইটা সহ্য করতে পারবেন ? ১দিনও সহ্য হবেনা। মানুষ প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ খুব সামনে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (মন্ত্রী) :— পয়েণ্ট অফ অর্ডার স্যার, আপনি রুলিং দিয়েছিলেন ধর্ষনের অভিযোগ আনা হবে ....

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখানে নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— নন্‌সেন্‌স।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, মাননীয় সদস্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। উনাকে চিকিৎসার জন্য পাঠান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইখানে বলা হচ্ছে সি, পি, এম, বামফ্রণ্ট আক্রমনকারী। আক্রমনকারী কে হয় ? যার হাতে ক্ষমতা থাকে, সরকার থাকে যার হাতে, পুলিশ যার

হাতে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আই, এস, অফিসার হোক. আই, পি, এস, অফিসার হোক যার হুকুম মানতে হয়, বিচারের এক অংশ হলেও হুকুম মানতে হয়, তাদের হাতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লম্বা। কারা আক্রমণকারী ? স্যার, বিরোধী দলের মধ্যে এমন একজন এম, এল, এ, আছে যার উপর আক্রমণ হয়নি ? খুনের চেষ্টা হয়নি ? একজন এম, এল, একে তিনবার খুন করার চেষ্টা হয়েছে। ওদের একজনও আক্রান্ত হয়না। একজনের গায়ে আচড় লাগেনি ওদের। ১২ কোটি টাকা ওদের নিরাপত্তার জন্য লেগেছে। আর আমাদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তোমাদের সিকিউরিটিকে পিস্তল দেওয়া যাবে না। স্যার, আমি ডি.আই, জিকে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের সিকিউরিটিকে পিস্তল দেওয়ার জন্য। তিনি বলছেন আমি অক্ষম। এ, ডি, সি এলাকায় নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্ত্তে ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে আনা হয়েছিল এবং নির্বাচনের পর টি, এ, পিকে ইস্যু করা হয়েছিল সেই পিস্তলগুলি সেখানে আছে ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কি ?

সেই পিস্তলগুলির হিসাব আছে, কার হাতে পিস্তলগুলি ঘুরছে আমি তার তদন্ত চাই এবং পিস্তলের হিসাব চাই। আপনাদের খুনীদের হাতে যাদের জীবন নিরাপদ নয় যিনি সবচেয়ে বেশী এখানে চিৎকার করেছিলেন জওহর সাহা রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বাবা শ্রীসতীশ সাহা খুব ভাল লোক তিনি পুলিশের কাছে লিখিতভাবে এফ, আই, আর. করলেন যে আমার পুত্রের সমাজ বিরোধীদের হাতে আমার জীবন বিপন্ন।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল বাবুর একটা কলিং এটেনশনের জবাব দিয়েছেন তাতে উনি বলেছেন আমার বাবা থানায় কোন এফ,আই,আর, করেননি. এখানে উনি যেটা বলছেন সেই উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে আমার এলাকাতে একটা গোলমাল সৃষ্টি করার জন্য। আমার বাবা এই ধরণের কোন অভিযোগ করেন নি থানাতে, বরং ওনার দলের লোকেরা আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার বৃদ্ধ বাবাকে ফুসলাচ্ছেন বলছেন আপনি কংগ্রেসের কিছু লোকের নাম দিয়ে কিছু মামলা ঠুকে দিন আমাদের দল এই ব্যাপারে প্রটেকশান দেবে, আপনি একা একা থাকেন, আপনার বাড়ী যে কোন সময় গুণ্ডারা আক্রমণ করবে। অর্থাৎ তারাই আক্রমণ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। স্যার, এর আগেও কয়েক বার আক্রমণ করা হয়েছে তাদের সময়ে এবং আমি এইটা বলে দিতে চাই পরবর্তী সময় যদি আমার বাড়ীতে কোন আক্রমণ হয় তাহলে নৃপেন বাবু তার নায়ক হবেন, ওনারা উষ্কানী দিচ্ছেন আক্রমণ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই খবরটা আমার বানানো না,

পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে, মাননীয় উপমন্ত্রীর যদি সাহস থাকত তাহলে পত্র পত্রিকায় প্রতিবাদ দিতেন। সেখানে কোন প্রতিবাদ আমাদের চোখে পরেনি। স্যার, এই কথা আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই আক্রমণ করতে আসলে প্রতি আক্রমণ হবে, সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে, পুলিশ কনট্রোল সরকারের হাতে প্রশাসন সরকারের হাতে। তার পরেও যদি তারা আমাদের জীবন রক্ষা না করেন তাহলে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে আমাদের জীবন। ওনারা যদি খুনীদের হাতে আমাদের জীবন ছেড়ে দেন তাহলে আত্ম-রক্ষার ক্ষমতা আমাদের আছে, যে কোন মানুষের আত্ম রক্ষা করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে। স্যার, বাজেট আলোচনা শুরু করার আগে আমি বর্তমান পরিস্থিতি কি তার কিছু সংক্ষেপে বললাম বাজেট মানে কি.........

এই বাজেট করার প্রসিডিউরটা কি! আমি তো সাংবাদিকদের বলেছি যে, ওটা যোগ বিয়োগের ব্যাপার না। আমি অফিসারদের দোষ দিচ্ছি না—কারণ ওরা তো আর পলিসি মেকার নয়, পলিসি মেকার হচ্ছেন মন্ত্রিসভার প্ল্যানিং বডি। কিন্তু আমি তো দেখছি না ওরা কি করতে চাচ্ছেন, ওদের লক্ষ্যটা কি, ডাইরেকসনটা কি? শুধু এক বছরের নয়. ওরা কি মনে করছেন যে, তিন বছর পরে ওরা বিদায় নেবেন? এই রাজ্যটা তো থাকবে। বাজেট এই রাজ্যের বাজেট এমনভাবে করতে হবে যাতে আগামী ২০/২৫ বছর রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আমরা কোন রাস্তায় নিয়ে যাব, এইটাকে বলে ডাইরেকসন।

আমরা যখন সরকারে ছিলাম তখন আমরা মোটামুটি একটা ডাইরেকসন নিয়ে-ছিলাম। ২০/২৫ বছরে এইখানে ইণ্ডাস্ট্রিজের কোন রেভোলিউসান আমরা আশা করতে পারি না। আমাদের মাটি, টিলা মাটি, ভাল মাটি। এই মাটিকে সর্ব্বোতোভাবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। আমাদের প্লান-এর মধ্যে কি ছিল, ইনফ্রাষ্ট্রাকচার না থাকলেও আমরা যে কাজগুলি করতে পারি বেশী, তাদের একস্টেনসন হয়। আধুনিক প্রথায় না হতে পারে কি একস্টেনসন নয় অনেক। জুমিয়া প্ল্যানটেশন-এর অফুরন্ত সুযোগ আমরা করতে পারি। ফরেষ্ট্রীর অফুরন্ত সুযোগ আমরা করেছি।

স্যার, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ. স্মলস্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। হরটিকালচার, এনিম্যালহাসবেণ্ড্রি, ফিসারিজ, যেগুলি এলায়েড কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত যেসমস্ত বিষয় সে সমস্ত বিষয়ে অফুরন্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। কৃষিতে আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করি, ইরিগেশন এবং ফ্লাড প্রোটেকশন এ। এই ফ্লাড প্রোটেক-শনের জন্য মাষ্টার প্লান এই রিজিওনের জন্য তৈরী করতে ওরা শুরু করেছিলেন কিন্তু

সেটা অর্থের অভাবে এখন অতল জলে ডুবে গেছে। ইরিগেশন-মিডিয়াম স্কেল ইরিগেশন আমরা যেগুলি শুরু করেছিলাম সেগুলি এখন ধুকছে, সেগুলি থেকে যে কবে নাগাদ জল পাওয়া যাবে সেটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এডুকেটেড ইয়থ, তাদের কাজ দেওয়া কঠিন। এরা হিসেব করতে দিচ্ছেন বটে, যে বছরে ওরা অর্দ্ধ শিক্ষিত, শিক্ষিত, পুরো শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কাজ দিচ্ছেন সেই বছরে সেখানে অনেক বেশী ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজ থেকে বেরুচ্ছে। কাজেই সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট এ আমরা যদি তাদের নিয়ে যেতে পারি, ছোটখাট ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর মধ্যে যদি তাদের নিয়ে যেতে পারি তাহলে এই সমস্যা সমাধান হতে পারে, না হলে ষ্টোর আশু কোন সমাধান হবেনা। তারপর মেয়েদের এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক তিনি যদি মনে করেন যে তার স্ত্রীর চাকুরীর দরকার আছে, সেটা ঠিক। কারণ শুধু একজনের আয়ের দ্বারা চলতে পারেনা। ঠিক তেমনিভাবে একজন দিনমজুর, একজন গরীব শ্রমিক, একজন গরীব কৃষক তার স্ত্রীরও কাজের প্রয়োজন আছে। পাহাড় অঞ্চলে আমরা দেখছি মেয়েরা এই সিজনে কাজে ব্যস্ত থাকেন, কারো ধান কাটেন, কারো জমিতে রোয়া দেন। কাজেই একজনের আয়ের দ্বারা চলেনা। এই দিক থেকে সবচেয়ে বেশী কাজ যারা দিতে পারেন, সেটা হচ্ছে খাদি বোর্ড। হাজার হাজার মেয়েকে কাজ দিতে পারেন, দিচ্ছিলেনও ওরা। এই সমস্ত সংগঠন এসেটস্ যে [illegible] দিচ্ছিলেন, যেগুলি এসেটস ছিল সেগুলি জোর করে ওদের হাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে, যারফলে আমরা দেখছি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার পরিবর্তে ওরা সেগুলি এখন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

এখন ফাইনানসিয়াল পজিসনটা কি? খুব লক্ষ্য করুন তো এই প্ল্যানটাতে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান এর কাছে গত ২০শে জুন, ১৯৯০ ইং তারিখে বললেন, আমার ননপ্লেন ২০০ কোটি টাকা।

তাহলে কি কাজ করছেন? এখন চেষ্টা হচ্ছে সেটা ঋণ হোক যা হোক্ ২০০ কোটি টাকা না হলেও কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা নেওয়া হোক্। এখনতো কেন্দ্রে ভি, পি, সিং নেই। আছেন তো রাজীব গান্ধী। পেয়েছেন কি?

ওদের চীফ্ সেক্রেটারী, তখন ছিলেন না, জুন '৯০ ইং। তিনি লিখেছিলেন দিস্ সিচুয়েশান কনটিনিউড্ উইল রান-আউট অব্ ফাণ্ডস্ বাই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং।

রান-আউটের অর্থ কি? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে। না হলে আর চালাতে

পারবেন না। দেউলিয়া হয়েছেন। ফেব্রুয়ারীতে লাল বাতি জ্বালাতে হবে।
স্যার, ২০০ কোটি টাকায় ওদের প্ল্যান ফাইনালাইসড্ হয়ে গেল। হঠাৎ করে সেই প্লেন কাট-ছাঁট শুরু হল। ১৭২.৮ কোটি টাকা থেকে আরও কমে গেল ১৫৫,৭৯ কোটি টাকায়। প্রাইম মিনিষ্টারকে ওরা যে চিঠিটা দিয়েছেন সেটা থেকে আমরা এটা দেখতে পেরেছি। কি কাজ করবেন? প্লেন-এর টাকা তারা রাখতে পারেন না। ষ্টেইট গভর্ণমেণ্ট কন্ট্রিবিউশান এখন ২৭ ৪২ কোটি টাকার জায়গায় এখন ওদের ৪৪.২২ কোটি টাকার উল্লেখ করতে হবে। এবং এটা সম্ভব না। সম্ভব ছিল না। সম্ভব হবেও না। কাজেই আমাদের প্রাক্তন চীফ্ সেক্রেটারী আই, পি গুপ্তা মহোদয় লিখেছেন, আমাদের ডেফিসিট হবে ২৬৪ কোটি টাকা—৯০-৯১ ইং সালে। আমি ফ্যাক্টস বলছি। আমি আপনাদের দলিল থেকেই বলছি। সবচেয়ে মজার কথা হল প্লেনে কাউকেই যুক্ত করা হয় না। এটা থিউরিতে আছে। একটা প্লেন হবে পঞ্চায়েত ও ডিষ্ট্রিক লেভেল থেকে। নির্বাচিত পঞ্চায়েত ছিল, সিডিসি ছিল। এগুলি কি হলো? রাজীব গান্ধী যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি এর ধার ধারেনি। তিনি ডি, এমকে বলছেন। এটা কি ঠিক? মুষ্টিমেয় লোকের জন্য প্লেন।

আজকে ডেভালাপমেণ্ট কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে খরচ করা হচ্ছে। এই কথাটা এখানে তোলা হয়েছিল যে ডিভালপ্মেণ্ট কমিটির কোন আইন সঙ্গত অস্তিত্ব আছে কিনা? এখানে বলা হয়েছে আইন সঙ্গত অস্তিত্ব নেই। একটি খবর স্যার, আপনি হয়ত জানেন যে মিঃ আরিয়া একজন আই. এস, অফিসার। তিনি হঠাৎ স্যারকুলার দিলেন যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের বেতন নিতে হলে ডিভালপ্মেণ্ট কমিটির সই দরকার। পরবর্তী সময়ে সেই স্যারকুলাটির প্রত্যাহার করতে হয়েছে। কান মলা খেতে হয়েছে। ডিভালপ্মেণ্ট কমিটি কে? পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বেতন পাবে না পাবে সেটা ডিভালপ্মেণ্ট কমিটি কি জানে? স্যার, শুধু তাই নয়, এই ডিভালপ্মেণ্ট কমিটি পঞ্চায়েত ভাংগছেন, গড়ছেন কিন্তু বি, ডি, ওর কোন ক্ষমতা নেই। যেহেতু পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বি, ডি, ওর হাতে, বি, ডি, ও সেই ক্ষমতা দিলেন ডিভালপ্মেণ্ট কমিটির হাতে। তার ডিভালপ্মেণ্ট কমিটির পরামর্শ নিয়ে এই সমস্ত কাজ করছে। বেআইনীভাবে করে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতে ডিভালপ্মেণ্ট কমিটির হাত দিয়ে টাকা খরচ হবে, টাকার চিহ্ন থাকবে? চিহ্নও থাকবে না। কাজেই বাজেট বরাদ্দ একমাত্র জিনিষ না যা গরীব মানুষকে আঘাত করবে। ভি, পি, সিং-এর সময় থেকে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছিল, ট্যাক্সও বাড়ছিল, আমরা প্রতিবাদ করছি। এখানকার সঙ্গে তুলনা করুন। এই গালফ

যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অনবরত ট্যাক্স বাড়ছে। একটা ইমফ্লেশান চললে, মুদ্রাস্ফীতি চললে ঘাটতি বাজেট হয়। তাহলে তার ধাক্কা কার উপরে পরে? আমি যদি জানি যে, কালকে জিনিষ এর দাম বাড়বে, আমি মজুত করব। টাকা পাব কোথায়? ব্যাংক টাকা দেবে। গরীব মানুষকে টাকা দেয় না। কারণ, ওরা টাকা ফেরত দিতে পারে না। যারা বেকার, যারা বাংলাদেশে মাল পাচার করছে, ব্যাংক তাদের টাকা দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না। তাদের অ্যান্টি নেশানাল, অ্যান্টি সোস্যাল তারাই টাকা পাচ্ছে। গরীব মানুষের জন্য ব্যাংকের দরজা বন্ধ। এই ঋণ মুকুব করার জন্য সারা ভারতবর্ষের ভিত্তিতে সরকারী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু এই সরকার ঋণ মুকুবের সিদ্ধান্ত কার্যাকরী করতে প্রস্তুত না।

এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য সারা ভারতবর্ষ ভিত্তিক সরকারী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু এই সরকার ঋণ মুকুব এর কার্যাকরী করতে প্রস্তুত নন। স্যার, এই বোঝা কার উপরে দেওয়া হচ্ছে। সাবসিডি কেটে দেওয়া হবে। এই যে প্লেনিংএর নেতৃবর্গ কথা দেন যারা বিশ্ব ব্যাংকে, তারা ব্রিট্রে করছে, আমার টাকা ক্ষয়ক্ষতির জন্য না দীন দরিদ্রের জন্য না। সব সাবসিডি পলিসিটে হবে। রেলের ভাড়া বাড়াতে হবে। আমাদের সরকার বাধ্য। ঋণের উপরে ঋণ তার উপরে ঋণ। ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ কোথায় যাবেন কোথায়। বাজেট, হুকুমে এই বাজেটের মধ্যে সাবসিডি [illegible] মধ্যে ছিল [illegible] তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা যদি হয় জিনিস পত্রের দাম যদি অনবরত বাড়তে থাকে তাহলে সমস্ত বোঝা আজকে গরীব মানুষকে বহন করতে হবে। তাছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। এই পরিস্থিতি এই সরকার আজকে দেশের মানুষের কাছে তুলে দিচ্ছি। এই বাজেট অন্ধকার থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্রে নিয়ে যাচ্ছে। এই বাজেট অল্প শতকরা দুজন লোকের বাজেট। তাদের সুবিধা করার জন্য ৯৮ জনের উপর শোষণীয় বোঝা চাপবার জন্য এই বাজেট তৈরী হয়েছে। এই বাজেট কোন রকমেই আমাদের সমর্থন পেতে পারে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে জোট সরকারের সময়ে যে সমস্ত ঘটনাবলী হচ্ছে গণতন্ত্র হত্যা ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের ভোটাধীকার পর্যন্ত আজকে নেই। বিগত একটি উপ-নির্বাচনে এবং দুটি নির্বাচনে যেটা তারা দেখিয়েছেন পোনে দুশ বছর স্বাধীনতা লড়াই করার পরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের শুধু

আমরাই নয়া ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন তাদের মধ্যেও তাদের সংখ্যকরাও হাজার হাজার ভোট দিতে পারেন নি। তাছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় হল এ্যাণ্ড অর্ডার টোটেলি ব্র্যাক করেছে। এবং অন্যান্য নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে যা কিছু অনেক আলোচনা এখানে হয়েছে। দুর্নিতীর বিভিন্ন তথ্যই হাউসে উপস্থাপিত হয়েছে। এবং এরা জনসাধারণের দিকে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা যে নয় ছয় করছেন, কোটি কোটি টাকা নয় ছয় করে মানুষকে চরম দারিদ্রের মধ্যে ফেলেছেন এবং বঞ্চনা করেছেন, অনেক অভিযোগ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ হল একটা দিক, অন্য দিকে মন্ত্রী এম, এল, এ, বিশেষ করে মন্ত্রীরা এই হাউসে এবার দু বছরের মন্ত্রীদের সিকিউরিটি অরনামেণ্টের জন্য এগার কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা দাবী করেছেন। শুধু তাই নয় স্যার, মন্ত্রীদের নিজের বাড়ীতে নিজ জোত জায়গাতে সিকিউরিটি গার্ডেন সেট বানানো লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, মন্ত্রীদের কারো কারো বাড়ীতে নিজ জোত জমির উপর সরকারী টাকাতে সিকিউরিটি গার্ডদের শেড বানানো হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। এখানে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী উপস্থিত আছেন ট্রেজারী বেঞ্চে আপনি এসব বলবেন বলে আগেই চলে গেছেন, না একটু আগে দেখলাম কিনা, তাই। স্যার, শুধু পঞ্চায়েত মন্ত্রীই নয়, ত্রিপুরাতে ১০ বৎসর আমরাও মন্ত্রী ছিলাম, আমরা যা কিছু করেছি, এদের মত এক বে-আইনী কিছু করিনি, আমরা যা করেছি, তার জন্য ওয়ার্ক ওর্ডার যেগুলো হয়েছিল, সেইগুলি এই হাউসেই দাখিল করেছিলাম। স্যার, এই শহরের উপরও মন্ত্রীরা পাইলট কার ছাড়া চলেন না। আজকে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় দেখলাম যে শিলচড়ে এম, পি, সন্তোষমোহন দেবের মেয়ের বাড়ীতে এই রাজ্যের ৯ জন মন্ত্রী নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছেন, আমি জানিনা, এজন্য যে খরচ হল, সেটা মন্ত্রীদের নিজেদের এ্যাকাউন্টে এ্যাডজাষ্ট করবেন কিনা। স্যার, হসপিটালে এ্যাম্বুলেন্স থাকে, সেই এ্যাম্বুলেন্স দিয়ে মুমূর্ষ রোগীদের আনা নেওয়া হয় এবং ডাক্তাররাও সেটা দিয়ে অনেক সময়ে হাসপাতালে যান সেই মুমূর্ষ রোগীদের দেখবার জন্য, কিন্তু আজকে এসব কাজে আর সেই এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা হয় না। সেজন্য ডাক্তাররা নোটিশ দিয়েছেন যে এভাবে চললে আমরা কাজ বন্ধ করে দেব। স্যার, এই সরকার আসার পর আমরা দেখলাম যে ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে মন্ত্রীদের কোয়ার্টার-গুলিকে ফার্নিসড করার জন্য ১৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৮৭ টাকা খরচ করা হয়েছে, আর

মন্ত্রীদের ঘুমাবার জন্য যে বিছানার আয়োজন করা হল, তার জন্য খরচ হল ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। স্যার, এই হচ্ছে আমাদের জনগণের প্রতিনিধি। স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী সেদিন বলেছেন এ হাউসে, যে হাসপাতালে আর আমিষের দরকার নাই। আমাদের আমলে এক বেলা মাছ অথবা মাংস দেওয়া হত, এখন সেটা দেওয়া হবে না, কারণ, নিরামিষে নাকি বেশী ক্যালোরী আছে। স্যার, আজকে চিকিৎসা করতে গেলে হাস-পাতালগুলিতে কোন জীবনদায়ী ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর মি-ডে-মিল এটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বেশী সংখ্যক শিশুদের স্কুলগুলিতে এনরোলমেন্ট করার জন্য এই মি-ডে-মিল চালু হয়েছিল এবং সত্যি সেই সময়ে স্কুলগুলিতে শিশুদের এনরোলমেন্ট বেশ বেড়ে গিয়েছিল। আর, এই সরকার এসে, সেটাও বন্ধ করে দিল। অথচ, এইসরকার আসার পর সব চাইতে বেশী টাকা তারা কেন্দ্র থেকে তারা পেয়েছে। স্যার, সেদিন মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী এই সভায় তাঁর দপ্তরের কাজের অনেক ফিরিস্তি দিয়েছেন, বললেন ফটিকরায়তে ব্রীজ হচ্ছে, কৈলাশহরে এই হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি যে তারা সরকারে আসার এই তিন বছরের মধ্যে এ'সব এলাকাতে একটি প্রজেক্টের কাজও হয়নি। কারণ, একটাই, টাকা নাই, যার ফলে গ্রামাঞ্চলে আমাদের সময়ে যে কাজ হতো, সেগুলি আজ বন্ধ হয়ে গেছে। স্যার, আমি নিজে এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি সব-ডিভিশন ঘুরেছি, আমার নজরে একটি এস, পি, টি, ব্রীজের কাজ পড়েনি, রাস্তাগুলিতে এক ফোঁটা মাটি পর্য্যন্ত পড়েনি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজ সেসব প্রত্যক্ষ করছে। অন্য দিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে যে সমস্ত কাজ দেওয়ার যে সমস্ত প্রকল্প ছিল যেমন রাবার প্লেন্টেশান, কিপ্লেনটেশান এমনকি অন্যান্য ছোটখাটো ইণ্ডাষ্ট্রী যেগুলাতে কাজ হত সেগুলিও বন্ধ হওয়ার মুখে।

টি প্লান্টেশন, জুট মিল এবং অন্যান্য যা আছে আমাদের। সব জায়গায় দেখছি শেষ করে ফেলেছে। রাবার প্লান্টেশনে সেখানে প্রজেক্ট করা হয় নি। টি, টি, ডি, সি, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে। ডকুমেণ্টারী ফ্রুপ সেখানে। সবচেয়ে বেশী টাকা সেখানে ১৯৮৮ সালে ৪০ কোটি টাকা, ১৯৯০ সালে ১৬৮ কোটি টাকা সব সাইড প্লেনে। আর ১৯৯০ ৯১ সালে ২০০ কোটি টাকা। তারপরে স্পেশাল গ্রাণ্ট ২০৪ কোটি টাকার মত। এই সরকার কি করবে? এই ভাবে টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে, টাকা আত্মসাত করা হচ্ছে, নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়া হচ্ছে। স্যার, আমি এখানে এমন একটা ইণ্ডাষ্ট্রীর কথা বলছি, যেটা মৃত বলা যায়। নেরামেক। সেখানে আনারসের রস

থেকে ওটাকে প্রোসেস করে জুস তৈরী করা হয়। এটা আমাদের এখানে নয়। এশিয়ার মধ্যে একটা বৃহৎ কারখানা। এটা করার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম। ১৯৮৮ ইং সালে ১০ই জানুয়ারী এটা উদ্বোধন হল খুব ঘটা করে। এটার মেশিনারী তিন কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার। এটার জন্য যে আনারসের দরকার হয় তার ৫০ পার্সেন্ট এই ত্রিপুরাতে হয়। প্ল্যান্টেশন করে সেটা আরও বাড়ানোর স্কোপ ছিল। এটা করা হয়েছিল যারা ট্রাইবেল তারা যাতে তাদের উৎপাদিত আনারসের ন্যায্য মূল্য পায়। বিদেশেও এটার বাজার তৈরী হয়েছিল। এটার উৎপাদন বছরে ৯৭০ মে, টন ক্ষমতা। ১৯৮৮ সালে এটাতে কাজ হয়েছে ৩ মাস। ১৯৮৯ সালে দুই মাস ১০ দিন, ১৯৯০ সালে ১৮ মে, টন, ওটা বিক্রী করা হয়নি। আগে ৫০০ জন কাজ করতো। এখন সেখানে ৩৯ জন ওয়ার্কার আছে। এর মধ্যে ১৭ জন অফিসার ইঞ্জিনিয়ার আছে। এই সরকারটা সব শেষ করেছে। এটা বামফ্রন্ট সরকার করেছিল যাতে কৃষকদের হাতে টাকা আসে এবং ভবিষ্যতে এমপ্লয়মেন্টের সুবিধা বাড়ে। এটা রক্ষা করতে পারলো না। এখানে যে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছিল তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে। যে সামান্য সম্ভাবনা টুকু ছিল সেটাও শেষ হয়েছে।

টাটা কোম্পানীর লোক এসে ঘুরে গেছে, গোপনে এটা ছেড়ে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে। গ্রামাঞ্চলের গরীব লোকদের বাঁচার জন্য আমরা যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম তা আজ শেষ করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। স্যার, এই হচ্ছে এই সরকারের পারফরমেন্স। শুধু এক দিকে নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পারফরমেন্স। কাজেই, এখানে যে উপস্থিত বাজেট করেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। এই বাজেটের দ্বারা সাধারণ মানুষের কোন আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হবে না। নন-প্ল্যানিংয়ে খরচ করে ঠাঠ বজায় রাখা হচ্ছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি জনগণ বিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য এই বাজেটের বিরোধীতা করে বাজেটের প্রতি পূর্ণ অসমর্থন জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন ১৯৯১-৯২ সালের এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা চলে যাচ্ছেন। উনার কিছু প্রশ্নের উত্তর আমার দেবার ছিল। আপনার মাধ্যমে বলছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণের জন্য সংকট মুহূর্তে এখানে বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটের দ্বারা

জনগণের ভাগ্য নির্ধারিত হবে । স্যার, বামফ্রন্টের ১০ বছরে শাসনে যে কাজগুলি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অপকর্মের জন্য পারেননি সেগুলি আজকে আমাদের করতে হচ্ছে। তাঁরা ত্রিপুরার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে গিয়েছেন। আজকে তা পুনরুদ্ধার করতে হবে বলেই আজকে এখানে এই বাজেট আনা হয়েছে। স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি বলতে চাই, জোট সরকারের আমলে অধিক রাত পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে হাটা চলা যাচ্ছে যা বামফ্রন্টের আমলে বন্ধ ছিল। বিগত ১০ বছরে খুন, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন চলছিল। আমরা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তা বন্ধ হবে। আমরা ক্ষমতায় এলে রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা দেব। স্যার, আমরা দেখেছি ১৯৮৮ ইং সালে নির্বাচনের পর যে দিন জোট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল, সেদিনও একজন বিধায়ক, শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের বাড়ীর সামনে দিনের বেলায় বিশু সাহাকে খুন করা হয়েছিল। কিছু দিন আগেও আমাদের আরেক জনের বিধায়কের ছেলে বন্দুক হাতে ধরা পড়েছে। স্যার, এই সমস্ত ঘটনা কি প্রমান করে না যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিই ছিল সমস্ত খুনের নায়ক। আজকে উনারা যেসমস্ত উগ্রপন্থী সৃষ্টি করছেন, তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে এই সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা যে সমস্ত ট্রাইবেল ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন এবং তাদের প্ররোচনা দিয়েছিলেন। আজকে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে আত্মসমর্পন করেছে। আজকে আবার এ, টি, টি, এফ, সৃষ্টি করে এই সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছেন। স্যার, কিছু দিন আগে সম্ভবতঃ ২১ কি ২২ তারিখ হবে আমার বিধানসভা কেন্দ্রে দুটো খুন হয়েছে। এক দিনেই দুটো খুন করা হয়েছিল। খুনের আগের দিন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এবং শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় ওখানে রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলা থেকে কিছু যুবক ছেলে সঙ্গে নিয়ে সেখানে মিটিং করেছিলেন। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের বাড়ী কোথায়? উনার বাড়ী হচ্ছে উদয়পুরে। আর উনি এখানে এসে মিটিং করছেন। মাননীয় সদস্য বাদলবাবু আজকে বিলোনীয়ায় কি অবস্থা সৃষ্টি করেছেন, সে কথা প্রতিটি বিলোনীয়া বাসীই জানেন। আজকে বিলোনীয়ার মানুষ শান্তিতে নেই। সেখানে কে খুন করছেন, কে খুনের ডাইরেকশান দিচ্ছেন, খুনের মাষ্টার কে সেটা আজকে বিলোনীয়া বাসী বুঝতে পেরেছে যে, আজকে বাদলবাবুই সমস্ত কিছু করেছেন। স্যার, এই ভাবে তাঁরা রাজ্যের আইন শৃংখলা বিঘ্ন ঘটানোর জন্য

প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে আমাদের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী নাকি আমেরিকার দিকে মদত দিচ্ছেন। উনি ত্রিপুরার বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। স্যার, আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের কাছে আবেদন করেছেন এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘেও প্রস্তাব পাঠিয়েছেন যাতে অবিলম্বে উপসাগরীয় যুদ্ধ বন্ধ হয়। এবং বিশ্বে যাতে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠে। কি ভাবে বিশ্বে শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলা যায় সেটার জন্য আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন।

স্যার, কিছু দিন আগে মাননীয় বিরোধী সদস্য বিদ্যাবাবুর ওখানে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অরুন কর ও মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মতিলাল সরকার মহাশয়ও গিয়েছিলেন। সেখানে অস্ত্র নিয়ে ১২ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন। আমি তখন সেই সমস্ত উগ্রপন্থীদের জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের মাষ্টার কে উনারা বললেন বিদ্যাবাবু। উনি গণমুক্তি পরিষদ করেছেন, উনি অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন এবং বলেছেন তোমরা যদি খুন কর তাহলে তোমাদের আশা-আকাংখা পূর্ণ করা হবে। স্যার, মাননীয় বিদ্যাবাবু কি বলতে পারবেন যে এটা মিথ্যা কথা এবং এই ব্যাপারে পত্রিকায়ও উঠেছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তারপরও বলছেন যে পুলিশের জন্য কেন এত টাকা বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং সেই সমস্ত টাকাগুলি নাকি ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্যদের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে। স্যার, আসলে কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর মাননীয় বিরোধী সদস্যদের জন্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উনাদের জন্যই পুলিশ খাতে অত টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। স্যার, শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বামফ্রন্ট আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা কি ছিল, কি নীতিতে উনারা শিক্ষা দিতেন? আপনাদের শিক্ষা নীতি ছিল কেডারদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের স্কুলে আসতে হবে না, সি, পি, এমের শ্লোগান দিলেই তাদের পাশ করে দেওয়া হবে এবং লাইন নিয়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রেও ঐ কেডারদের ছেলেমেয়েরাই অগ্রাধিকার পেত। কিন্তু আমাদের বর্তমান জোট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতিকে গ্রহণ করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিত ভাবে আবার রূপায়ণ করছেন। স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য কেশব মজুমদার উনার বাড়ী উদয়পুরে। উনি কাকড়াবনে একটি বিলাসিতার বাগান করেছেন কিন্তু উনি যে একজন শিক্ষক সেই শিক্ষকতার কোন

কাজ করেন না। এই হচ্ছে উনাদের অবস্থা। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ২৪ লক্ষ মানুষের উন্নতি চল্লে সামগ্রিক ভাবে সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করে এই আর্থিক বছরের বাজেট করেছেন। গোপালবাবু আপনি এদের সঙ্গে তাল মিলাবেন না। আপনার চরিত্রও এদের সঙ্গে কলংকিত হয়ে গেছে। সবাই জানে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে বিগত বামফ্রন্টের আমলে ১০ বৎসরের যে কাজের যে ধ্বংসস্তূপ সৃষ্টি করে গিয়েছিল, তার পুনরুদ্ধারের জন্য, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (সীমনা) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯১-৯২ ইং সনের এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা জানি, আমরা কেন বাজেট করি। এই বাজেট কিসের জন্য ? এই বাজেটের উপর রাজ্যের মানুষ কতটা উপকৃত হবেন আমরা সবাই জানি। এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ তারাও জানে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় যারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন ওরা হয়ত এই বাজেট ঠিকমত দেখেনি। আমাদের এই বাজেটের মধ্যে এই রাজ্যের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি করা হবে, কোন এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে, কোন্ এলাকায় রাস্তা করা হবে সেটা আমাদের বাজেটের মধ্যে আছে। আমরা যদি বিগত দিনের বাজেট দেখি, তাহলে তার মধ্যে কি দেখি, ওরা শুধু বাজেটই পেশ করছেন কিন্তু ওরা কোন উন্নয়নমূলক কাজ করেনি। ওদের বাজেটের মধ্যে একটা গোপণ চুক্তি আছে। যে চুক্তি আমরা দেখেছি ১৯৮০ সনে, আমরা দেখেছি ১৯৭৮ সনে। প্রত্যেকটা বাজেটের মধ্যে গোপণ চুক্তি, যে চুক্তির মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১০ বৎসর যাবত সন্ত্রাস, নারী ধর্ষন এবং খুন চালিয়ে গেছে। যার কারণে আমরা দেখছি বিগত ১০টি বৎসরের মধ্যে উপজাতিরা যতটা এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, ওরা আরও অনেক পিছিয়ে গেছে। উপজাতি এলাকার জন্য তারা কিছুই করেনি। উপজাতিরা অন্ধকারেই পড়ে রয়েছে। অ্যাগ্রিকালচারের কথা বলেন, অ্যাগ্রিকালচারের কিছুই করেনি তারা। আমাদের সরকার আসার পর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেক ট্রাইবেল এলাকায় উপজাতি উন্নয়নের জন্য, উপজাতি কৃষকদের জন্য জল সেচের ব্যবস্থা করেছেন। কি করে আলু চাষ করতে হবে, কি করে

কফি চাষ করতে হবে এই ধরণের একটা উদ্যোগ উপজাতি এলাকায় কৃষকদের মধ্যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জলসেচের ব্যবস্থা করছে এই সরকার। মিনি ওয়াটার প্রজেক্ট শুরু করে দেওয়ানছড়াতে একটা প্রজেক্ট লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে, শুধু দেওয়ানছড়াতে নয় বিভিন্ন এলাকাতে এই ধরনের প্রজেক্ট হয়েছিল।

স্যার, বিরোধী দলের সদস্য মাননীয় বিদ্যা দেববর্মা ওনার এলাকাতে এই ধরণের একটা বিরাট প্রজেক্ট হয়েছিল, ওখানে বিরোধী দলের সদস্য আছেন বলে সেটা ওখানে করব না এইটা আমাদের সরকার বলেননি। এই রাজ্যের জাতি উপজাতির কল্যানের স্বার্থে আমরা এইগুলি করেছি। তাই আমি বলব মাননীয় বিরোধী বাঞ্চে যারা আছেন তারা এই বাজেটকে সমর্থন করে, আমরা পরিকল্পনা যাতে নিয়েছি এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই রাজ্যের উন্নয়নের যে স্বপ্ন সেটাকে সফল করতে আপনারা আপনাদের হাত বাড়িয়ে দিন আমি এই আহ্বান রাখতে চাই। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আপনারা যে সন্ত্রাস তৈরী করেছেন আবার ক্ষমতায় আসার আশায়, তাদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আসুন, তাহলেই বুঝব যে আপনারাও রাজ্যের উন্নয়ন চান। আপনারা শুধু বিধানভায় এসে বিরোধীতা করে যান, গঠন মূলক কোন কাজের জন্য আপনারা সাহায্য করেন না। আপনাদের আমলে আমরা দেখেছি আপনারা কি করে দালান তৈরী করেছেন কি সিমেণ্ট আর ইট বালু দিয়ে, যেগুলির অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়, যেখানে বাজার নাই আপনারা সেখানে বাজারের সেড তৈরী করেছেন, যেখানে মানুষ থাকে না সেখানে আপনারা হাসপাতাল তৈরী করেছেন, সারা রাজ্যে আপনারা এইসব কাজ করেছেন, আবার আজকে ট্রাইবেল দরদী হয়ে গেছেন, ট্রাইবেলদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আপনারা খরচ করেছেন বলে খুব গর্ব করেন। আপনাদের যে সমস্ত স্কীমগুলি ছিল সেগুলির সঙ্গে ফিল্ডে যে-কাজ হয়েছে তার কোন মিল নাই, এইসব কাজের মাসুলই আজকে বিরোধী আসনে বসে আপনাদের দিতে হচ্ছে। আজকে আবার এখানে যে কোন কথা উঠলেই বলেন উপজাতি উপজাতি, কি উপজাতি দরদী আপনারা। দীর্ঘ দশটা বছর কি করেছেন উপজাতিদের জন্য, আজকে এত যে দরদ উপজাতিদের জন্য। স্যার, আমাদের এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা এই রাজ্যের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাব উন্নয়নের শিখরে।

আং অর সানা নাইঅ বিরোধী সদসা রগন' যে, চাং বাজেট তৈরী খোলাইমানি আবন নরগ যতন জলিজাগ। কিছু খোলাইয়া, কিছু খোলাইয়া হানয়। নরগ তাম খোলাইখা? তিনি অর নৃপেনবাবু, দশরথবাবু তাই যতন তংগ। দশরথবাবু বিনি এলাকাঅ সে সব

Hostal খীলাইমানি আমপুরা হাই জাগাঅ তাবুক পর্যন্ত লামা কীরাই। শুধু মাত্র আত্মীয় স্বজন নাইখা ব'। ঐ আমপুরা মগলাম, তাই বড় টিলানি সামি আরম্ভ খীলাই রত্তনপুর, বাইজাল থেকে শুরু করে, বড় ময়দান পর্যন্ত একটা Current খুঁটি পর্যন্ত কীরাই। দশ বৎসর মানয়া, এই সরকার ফাইমানি পরে খীলাই রীখা। আবন নীগয় লাচিয়াদে ? বিরাট একটা এলাকা অথচ একটা Irrigation নি কোন Scheme কীরাই। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ঐ সব এলাকা ঘুরি ফাইমানি পরে বাইজাল বাড়ীঅ Leave Irrigation খীলাই রীখা। সেদিন তো নৃপেনবাবু তাই দশরথবাবু ADC Area অ' ক্ষমতা তংগ। ADC নি অঘোরবাবু, রণজিৎবাবু তাই স্বয়ং নৃপেনবাবু তংগ। বরগ শুধু গুণ্ডা তৈরী খীলাইখা। গুণ্ডা তৈরী খীলাই সাব' বুথারজাগখা। পাহাড়ী, বাই পাহাড়ী থাইলাইখা। রণজিৎ দেববর্মা গিলাতলিনী লক্ষীকান্ত, চন্দ্রকান্ত, অরুন, রমেশ, অনিল, মানিক, সোনাচরন, জিতেন্দ্র তাই রবিচরন সব আনি Tribal বীথার' জাগখা। এই যে Tribal বাই Tribal সূত্র হীনখে উপজাতি। এই রাজনীতি থীংনাই রগন' চীং মা সীনিনাই। ১৯৮২ ইং হইতে সপ্তম তপশীল তৈরী খীলাইনাই নারায়ণ রূপিনী সং কক্ কতর কতর সাখা'। হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, কিয়া করেঙ্গা। কক্ কতর কতর সাখা। তাম খীলাইখা। নীদা নীগখা, মীংসা খীলাই জাগয়া। ৫ বৎসর ক্ষমতাঅ তংখা অঘোরবাবু তাই কামিনীবাবু সং তাম' খীলাইখা ? মীংসায়া। টাকা নাই। রাজীব গান্ধী টাকা দেয় না। এলাকাঅ থাংগাই অ' তাখীগরগ' অ' আতা রাজীব গান্ধী রাং রীয়া হীন' আকীই। পাইখা। বিমলবাবু তো রিয়াং কক থাইসা থাইনাই মান'। জোট সরকার চীয়া' হীন'। পাইখা। বিমলবাবুন প্রশ্ন খীলাইখা হীনথাইলে লংতরাই" বই খীলাই নীং বীসীক রাং চাখা'। হাজার হাজার রাং চাখা নীং। য়াংলে Tribal দরদী। স্বপ্নেও Tribal ঘুমাইলেও Tribal, খাইলেও Tribal সবই Tribl মাননীয় Dy. Speaker Sir, বিরোধী সদস্যরগ শুধু বিরোধীতা খীলাইনানি বাগাই সে অর' ফাইঅ কোন Concrit সিদ্ধান্ত রীঅয় মানয়া। বিরোধী দলনি নেতা অর ফাইখাই সীমিসে, এই ধর্ষণ হচ্ছে। কি ধর্ষণ ? একটি ছেলের নাম। বিনি বীখীগঅ মাদা' মানি ? এই যে Tribal বীরাই রগন তীয়াই রাজনীতি বন্ধ মা খীলাই নাই। ইজা-গাঅ ফাইখা হীনখে একদম করুণ, একদম ফ্রিজের জল। একেবারে ঠাণ্ডা। এরা পাহাড়ী Tribal দের নিয়ে রাজনীতি করতে চায়। উনার এখনও স্বপ্ন দেখছেন কি করে মন্ত্রী হয়ে সামনে পিছে এস-কর্ড নিয়ে ঘুরা য এ রাজ্যের মানুষ আর

আপনাদের আসতে দেবেন না কারণ এ রাজ্যের মানুষ সবই বুঝে। A.T.T.F. অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোর্স। তাম' বরগনি দাবী। দাবী ৩টা। ১। ইনার লাইন পারমিট ২। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি পালন করতে হবে ৩। ১৯৭১ সালের পরে যত বাঙ্গালী এখানে এসেছে চলে যেতে হবে।

বঙ্গানুবাদ

আমি এখানে বলতে চাই যে, বিরোধী সদস্যরা আমরা এখানে যে, বাজেট পেশ করেছি, এটাকে আপনারা বিরোধীতা করেছেন। কারণ, আমরা কোন কিছুই করতে চাইছিনা বলে। আপনারা কি করেছেন? নৃপেনবাবু এবং দশরথবাবু ওনারা সবাই এখানে আছেন। দশরথবাবু উনি নিজের এলাকার মধ্যে যে, সব Hostal তৈরী করেছেন, যেমন আমপুরা মত জায়গায় এখন পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হয়নি। শুধু মাত্র আত্মীয় স্বজনকেই করে দিয়েছেন উনি। আমপুরা, মগলাম, বড়টিলা থেকে শুরু করে রতনপুর এবং বাইজাল থেকে শুরু করে বড় ময়দান পর্যন্ত একটা Current এর একটা খুটি পর্যন্ত নেই। দশ বৎসর যা হয়নি এখন তা করে দেওয়া হয়েছে। এটা দেখে লজ্জা হয়না? বিরাট একটা এলাকা অথচ একটা Irrigation এর কোন Scheme নেই। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ঐ সব এলাকা ঘুরে এসে পরে বাইজাল বাড়ীতে Leave Irrigation করে দিয়েছেন। সেদিন তো নৃপেনবাবু এবং দশরথবাবু ADC'র মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বসে ছিলেন। ADC'র অঘোরবাবু, রণজিৎবাবু আর স্বয়ং নৃপেন-বাবু ছিলেন। ওনারা শুধু গুণ্ডা তৈরী করেছেন। গুণ্ডা তৈরী করে কারা মরেছেন। পাহাড়ীদের সঙ্গে পাহাড়ী লড়ে মরেছে। রণজিৎ দেববর্মা গিলাতলীর লক্ষীকান্ত, চন্দ্র-কান্ত, অরুন, রমেশ, অনিল, মানিক, সোনাচরন, জিতেন্দ্র আর রবিচরন সবাই আমার Tribal লোকেরা অকালে মরতে হয়েছে। Tribal এর সঙ্গে Tribal এই হয়েছে এদের সূত্র। এইভাবে যারা রাজনীতি করেন এদের চিনতে হবে। ১৯৮২ খ্রীঃ হইতে ৭ম তপশীল তৈরী করেছেন যারা ঐ নারায়ণ রুপিনী, ওনারা বড় বড় কথা বলেছেন। হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, কি করতে পেরেছেন। কিছুই না। ৫ বৎসর যাবৎ ক্ষমতায় রয়ে-ছেন অঘোরবাবু এবং কামিনীবাবু। ওনারা কি করতে পেরেছেন। কিছুই করতে পারেননি। টাকা নাই। রাজীব গান্ধী টাকা দেয় না। এলাকার মধ্যে গিয়ে বলবেন যে, দেখুন ভাইসব রাজীব গান্ধী টাকা দেয় না। এই তো অবস্থা। বিমলবাবু তো রিয়াং ভাষা এক দুইটা পারেন। তিনিও এলাকার মধ্যে গিয়ে বলবেন যে, জোট

সরকার মানুষের কল্যানার্থে নয়। এই হচ্ছে অবস্থা। বিমলবাবুকে যদি জিজ্ঞাসা করি "লংতরাই" বই করে কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আর কথায় হচ্ছে, Tribal দরদী। স্বপ্নেও Tribal, ঘুমাইলেও Tribal, খেতে বসেও Tribal, Tribal, মাননীয় Dy· Speaker Sir, বিরোধী সদস্যরা শুধু বিরোধীতা করার জন্যই এখানে আসেন। ওনারা কোন সময় Concret সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। বিরোধী দলনেতা এখানে আসলে পরেই বলেন, এই কি হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে। ধর্ষণ কি ? একটা ছেলের নাম। উনার মুখে কি এটা শোভা পায়। এই যে Tribal মা বোনদের নিয়ে রাজনীতি করছে এটা বন্ধ করতে হবে। এখানে আসলে পরে উনি কি করম, একবারে ফ্রিজের জল হয়ে যায়। ওনারা পাহাড়ীদের নিয়ে রাজনীতি করতে চায়। ওনারা এখনও স্বপ্ন দেখেন কি করে মন্ত্রী হয়ে সামনে পিছে এস-কর্ড নিয়ে চলা যায়। এ রাজ্যের মানুষ আপনাদের ভাল করেই জানে, সেজন্যই আর আসতে দেবেন না। A.T.T.F. অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোর্স। এদের দাবী হচ্ছে ৩টা। ১। ইনার লাইন পারমিট ২। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি কার্যকরী করতে হবে ৩। ১৯৭১ ইং হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের বহিরাগতদেরকে ফেরত পাঠাতে হবে।

এই অবস্থায় যেতে সাহস পাচ্ছেন না। কারণ, গাড়ী বাজার এগুলি লুট করা হচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। আজকে এই হাউসে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি তারা বাজেট বইটি ভাল করে লক্ষ্য করুন। এই কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস সরকারকে সাহায্য করুন। রাজ্যের ২৪ লক্ষ লোক যাতে আপনাদের কথা বলেন সেটার উপর লক্ষ রাখুন। গত মাসের ১৬ তারিখে আমরা বিধানসভার কমিটি যখন কলসি ট্রাইবেল হোস্টেলটি পরিদর্শন করতে গেলাম তখন এলাকার বিধায়ক আমাদের সঙ্গে ছিলেন কমিটিতে। তিনিও আমাদের মত সেখানে গিয়েই জানতে পারেন যে স্কুলটি তিন মাস আগে পুড়ে গিয়েছে। বোডিংটি তিন মাস আগে পুড়ে গিয়েছে। অথচ তিনি জানেন না। উনি বলবেন কবে সেটা পুরে গেল ? এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা। সময় ১০ মিনিট। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি ১০ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করার জন্য।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেট ভাষণের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। বিশেষ করে কয়েকটা তথ্য আমি দিচ্ছি।
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে অনেক ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। ইদানিংকালে একটা বড় ধরণের দুর্নীতি, আগে কংগ্রেস (ই) ছিলেন, এখনও আছেন। তথ্যটা হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে।
কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্নীতি এটা আমরা আশা করতে পারিনা।
কিছুদিন আগে একটি বি, এড, পরীক্ষা হয়ে গেল। যেখানে ভাস্বতি পাল চৌধুরী, শিক্ষিকা, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, উনার রোল নাম্বার ১১—১৯৮৯-৯০ ইং। উনি ফার্স্ট হয়েছেন ৮৩ শতাংশ মার্কস পেয়ে উনি ভাল ছাত্রী হলে নিশ্চয়ই পারেন। এখানে আমার কোন কথা নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, উনার স্বামী এগজামিনার। মানিক দেব, অধ্যাপক এবং কংগ্রেসের বড় নেতা। উনাকে এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেওয়া হয় ৫/৩/১৯৯০ ইং। সেটার একটা ক্লজ আমি পড়ে শুনাচ্ছি।
কিন্তু আপত্তিটা যখন দেখা যায় এস, সির ছেলে গৌতম দাস জয়েণ্ট-এণ্ট্রাস পাশ করার পর দাঁড়ভাঙ্গাতে সিট পেল কিন্তু ভর্তি হতে গিয়ে দেখা গেল গীতা বণিক নামে আর একটি ব্যবসায়ীর মেয়ে কোন এক প্রভাবশালীকে ডোনেশান দিয়ে ভর্তি হয়ে গেছেন। পরে গৌতম দাস ফিরে এল। তারপর পার্থ লোধ গোয়ালিয়র মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়ে গেল। তার ক্রমিক নাম্বার ১১৫। অথচ তার উপরে যাদের নাম্বার আছে তারা পায়নি। সর্বমোট ৪২টা সিট এসেছে। তার মধ্যে ৩৫টি ডিসপ্লে করা হয়েছে আর ৭টি ডিসপ্লে করা হয়নি। অথচ চীফ্ সেক্রেটারীর একটা লেটার আছে, No. F. 2 (4)—DHE. 88 (3) Dated 27. 5. 1989.

All seats come and should be brought to the notice of public.

এটা হচ্ছে সেক্রেটারীর ডিরেকশান। এইটাকে আপনারা চাপা রেখে এইগুলি করছেন। তারপর ইঞ্জিনীয়ার কলেজে আমরা দেখলাম ক্রমিক নাম্বার ৫৫, মনোতপা ঘোষ ইনজিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার কেনডিডেট। দেখা গেল ওকে ওভার টেক করে দেওয়া হলো ক্রমিক নাম্বার ৬১ সৌরভ পোদ্দারকে। এর উদ্দেশ্যটা কি ? ত্রিপুরার ব্রেলিয়ান ছেলেরা লেখাপড়া করবে, পাশ করবে পাশ করে বেরুবে। কিন্তু আজকে যদি পলিটিকাল ইন্‌টারফিরিয়েন্স-এর জন্য তাদের পড়াশুনা হবে না, তাহলে এটার

খেসারত কে দেবে ? তাহলে শিক্ষার উপর মানুষের কোন আস্থা থাকবে না। মানিক দে একজন অধ্যাপক এবং কংগ্রেসের বিরাট নেতা। উনাকে অ্যাপয়নটমেন্ট লেটার দেওয়া হয়েছিল ৫.৩.১৯৯০ ইং। সেটার মধ্যে আমি একটা ক্লজ পড়ে শুনাচ্ছি, আস্থাটা পড়া যাবে না। এইটার ডিকলারেশান দিতে হয়। এই মানিক দে ডিকলারেশান দিয়েছেন। তার কোন আত্মীয়-স্বজন কোথাও কোন পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার করে নাই ইত্যাদি। তারপরে দেখা গেল উনি নিজে এগজামিনার এবং উনার আপয়নটমেন্ট লেটারের যে এগজামিনেশান কমিটি গঠন করা হয়েছে তা হচ্ছে :—

(b) The Examination Committee.

(i) The Viec-chancellor.

(ii) The President, Tripura Board of Secondary Education.

(iii) Dr. L. M. Mukherjee.

(iv) Dr. K. K. Sharma

(v) Dr. Sitnath Dey

(vi) Shri M. Deb.

শিক্ষা যদি এই স্তরে যায় মানুষ তাহলে ভরসা পাবে কোথায়, কোন জায়গায় যাবে। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের পাশ করার জন্য, কংগ্রেস হউক, কমিউনিষ্ট হউক, ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছে এইগুলি করবার জন্য নয়। আজকে শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা বাজেট হবে আর অমুকবাবুর স্ত্রীকে ফাস্ট করে দিতে হবে, তার জন্য সম্পূর্ণ রেস্পনস্‌বিলিটি নেবে মিনিষ্ট্রি, এটা শুধু এখানে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এটা তদন্ত করতে হবে এবং এই বাজেট ভাষণের এটাই হচ্ছে আমার দাবী। দুই নাম্বার হচ্ছে, ১৯৯০-৯১ সালের মেডিকেল সিট। ৪২টা সিটের মধ্যে ডিসট্রিবোট হয় সাতটি হেলথ মিনিষ্টার, চীফ্‌ মিনিষ্টার, ও, বি, সি, এবং হ্যাণ্ডিক্রাপটস্‌ বিভিন্ন গ্রাউণ্ডে। এটা সব দেশেই আছে। এটা সম্পর্কে আমার আপত্তি নেই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আর একটি তথ্য আপনার সামনে আনতে চায়। মাননীয় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানকার আইনমন্ত্রী বিরাট পাইপকে দিলাবাদ পাইপ যে কি মধু আছে আমরা দেখলাম না। পাইপ দিয়ে জল আসে আমরা জানি। কিন্তু এখানে নাকি পাইপ যখন কিনে পাইপ নাকি গন্ধ হয়। টাকা না মধু শুকলে পাওয়া যায় নানান কিছু।

দেখা গেল অন্যায় আঙুলি হোটেলে ৪ (চার) কোটি টাকার বাণিজ্যশালে রাত্রে অন্ধকারে কারসাধ। "দৈনিক সংবাদ" ২২শে ডিসেম্বর এখন সেখানের মধ্যে বুঝতাম যে একা বুজি উনি ব্যাপার সেপারে আছেন। কোন ডিপার্টমেন্ট স্যার, এটায় আমার মগজে আসে না। কারণ মাঝে মধ্যে জলসেচের ব্যাপারে দেখি উত্তর দেয় এডোকেশান মিনিষ্টার মাঝে মধ্যে সমীরবাবুও উত্তর দেয়, মাঝে মধ্যে নগেনবাবুও উত্তর দেয়, আসলে কার কি দায়িত্ব এটাকি মিলেমিশে কারবারটা হচ্ছে কিনা। কেন টেণ্ডার দেওয়া হল না। এবং ইন্দন কে দিল। চার কোটি টাকার পাইপ কেনা হল। এই চার টাকার পাইপ কেনা হয়েছে। এই আমি বলেছিলাম চার কোটি টাকার রাত্রি অন্ধকারে বাণিজ্য কারচুপি হচেছ। ১১ই নভেম্বর রাজধানী হোটেলে এবং এটা এই যে পাইপটা হয়ে গেল আশ্চর্যের ব্যাপার। উটা দেখা গেছে টাকা রিসার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে। রিসার্স ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী হচেছন আমাদের নগেনবাবু। উনার অনেস্টি সম্পর্কে উনার ব্যক্তিগত অনেষ্টি সম্পর্কে আমার অনেকটি ব্যক্তি আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু আজকে সেখানে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, কি করে তিনি এটা দিলেন কোন ফাইনেন্সের কনকারেণ্ট ছাড়া। ফাই-নেন্সের কানকারেণ্ট ছিল কিনা। নাম্বার ফাইনেন্সে ডিপার্টমেন্ট ছিল কিনা।

আর হঠাৎ করে এত পাইপ লাগল কি করে বা কি কারণে। কার ইণ্ডেন ইণ্ডেনটা কে দিয়েছে। কোন ইঞ্জিনিয়ার। নিচের থেকে আসছে না উপর থেকে আসছে। সুপারিণ্টেণ্ড ইঞ্জিনিয়রি দিবে না পাব্লিক দরখাস্ত দিলে দিবে। এটা হয়েছে কি এটা জানাতে হবে কিন্তু। এটা ইঞ্চ ইঞ্চ ব্যাখ্যা করতে হবে। ইণ্ডেন কোথা এল কি করে হল। ঐ থেকে জরিত মাননীয় নগেনবাবুকে দিসক্লোস করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে দিসক্লোস করতে হবে। উনি কি করে পারমিশান দিলেন। আর পারমিশান না দিয়ে থাকলে কেন দিলেন না তা দিসক্লোস করতে হবে এই হাউসের সামনে। এর পরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটি তথ্য আমি আনছি সেটা হচ্ছে, আমাদের লেখাপড়া সম্পর্কে। শিশুদের লেখাপড়া হবে নানারকম দীপালিকা, গণিত এভরী প্রাইমারী এডুকেশান। এইখানে টেণ্ডার ট্রুটেড হল ডিসেম্বরের তিন তারিখ ১৯৮৯ ইং। এক্ট-২(২)-ই পি, আই, পি, ১৯৮৭ বাই স্কুল এডুকেশান। এটার মধ্যে পাঠ্য বই সাপ্লাই এর কথা ছিল। আমি সবটা বললে অনেকটা সময় লাগবে আমি সংক্ষেপে বলছি। ১৫ হাজার বই ষ্টক নিতে হবে। গোডাউনে রাখতে হবে দুই মাসের মধ্যে। একটা বইও রাখে নাই। কলিকাতা বুক হাউসকে দেওয়া হল ইম্প্রিণ্টকে দেওয়া হল।

একজনও বই রাখে নাই। অনেক টেণ্ডার ছিল তাদের বাতিল করে দিয়েছেন। আর ওরা বলছে ৮৩ পয়সায় পারব আর সরকার বলছে আরও বেশী পয়সায় পারবে না কেন। জিনিষ কিনতে যায় ঐ ফলের দাম কত দুই টাকা সরকার বলছে ৫ টাকায় কেন তুমি দেবে না। ব্যাপারটা এই রকম। এই খানের মধ্যে কথা ছিল ডাবল দামে একটি বই সাবমিট করার কথা এবং এই বই এর একটা কপি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। শতকরা ৫০ ডিমাই আর শতকরা ৫০ নিউজপ্রিন্ট। এটা হচ্ছে গণিত। এই যদি হয় এটা করা হল। তারপরে ছাত্রদের বই দেওয়া হল না। কথা ছিল এখানে সেলাই করা হবে টাইমস কণ্ডিশানের খুব সম্ভবত চার নম্বর আইটেমে আছে এটা সেলাই করা হবে। এখানে আমি ছিড়া দেখাচ্ছি স্টেপ লাভ। মাননীয় স্পীকার স্যার, দেখুন লাভ। আজ সবকিছু নিয়ে হতে পারে কিন্তু অবুঝ শিশু সে লেখাপড়া করবে তার নূনাতম জানাকে জানার সেই অধিকার সেখানে যদি এই ধরণের হয়। এরা যাবে কোথায় ?

স্যার, এটা তো সবাই জানে যে প্রকাশকের নাম তাতে লেখা থাকে, যেমন তাতেও লেখা আছে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, ত্রিপুরার পরে ইমপ্রিন্ট প্রকাশনালয় সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত, পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা। স্যার, এর পরে ওরা বলবেন, আমরা কেন বাজেটকে সমর্থন করছি না, কিন্তু এর মধ্যে যদি দুর্নীতি থাকে, তাহলেও কি আমাদের সমর্থন করতে হবে ? এটা কি তারা বলতে চান ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ভাল তথ্য দিতে পারলে, আপনাকে আর ৫ মিনিট সময় দেওয়া হল।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— স্যার, আপনার নিরপেক্ষতার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, এত গেল এক, আর একটি হল, চা নিয়ে সেদিনও আমরা অনেক কথা বললাম এবং আশা করেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অথবা শিল্পমন্ত্রী মহোদয় কঠোর হতে সেটাকে ধরবেন, কিন্তু আমরা দেখছি, আমরা যত কঠোর হতে তাদের বলছি, তারা ততই ঘিটো খুলে নিচ্ছেন। স্যার,'স্যান্দন পত্রিকাতে টি, টি, ডি, সি সম্পর্কে একটা নিউজ বেরিয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে টি, টি, ডি, সির মধ্যে নাকি প্রচণ্ড রকমের দুর্নীতি চলছে।

শুধু পত্রিকাতে উঠলেই সেটাকে মেনে নেওয়া যায় না, আমরা নিজেরাও অনেক খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি যে ঘটনার মধ্যে সত্যতা আছে, কেননা যেখানে টি, টি, ডি, সির ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের কাছে লেখা কতগুলি কন্‌ফিডেন্টসিয়াল চিঠি আছে। তার মধ্যে তিনটি চিঠি আছে রিগার্ডিং ডেস্‌প্যাচ অব আপ-গ্রেডেড টি টু মেসার্স ইণ্ডিয়ান টি প্রডিউসার্স কোম্পানী—ডেটেট মার্চ/এপ্রিল ৯০ তাতে সই করেছেন শ্রীসুরজিত ভট্টাচার্য্য, এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার, লক্ষীলুঙ্গা টি এক্‌টেট। এই ধরণের তিনটি চিঠি লেখা রয়েছে, দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছেন শ্রী শান্তিভূষণ চক্রবর্ত্তী এম, আর, ডবলিউ, লক্ষীলুঙ্গা টি, এক্‌টেট, আর তৃতীয় চিঠিটি লিখেছেন শ্রী দীপকচন্দ্র পাল, সুপারভাইজার, ফটিকছড়া টি এক্‌টেট যে ঠিকানায় লেখা হল, সেটা হল মেসার্স ইণ্ডিয়ান টি প্রডিউসার্স কোম্পানী, নর্থ বটতলা, পোঃ মহেশতলা, ২৪ পরগনা ওয়েষ্ট বেঙ্গল। আসলে এই নামে কোন কোম্পানীই নেই, এগুলো সব বানানো কোম্পানী, হয়তো আকাশের মধ্যে থাকতে পারে, অন্ততঃ মাটির পৃথিবীতে নেই। এই বিষয়টা, সেদিনও আমরা উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু মুখ্য মহোদয়, সেই সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের কাছে নিশ্চয়, এই ধরণের কিছু থাকতে পারে, কাজেই, এটা কিভাবে ঘটলো, সেটা আমাদের বাইরে করতে হবে। যে বাক্সতে চাগুলি রাখা হল, তার উপর লেখা হল, ডাষ্ট টি, অসলে সেগুলি ভাল ব্লেক টি, এর মধ্যে কত লক্ষ টাকার ইন্‌ভল্‌ভমেন্ট রয়েছে, সেটাও আমাদের বের করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। তারপর, ১৩ই নভেম্বর বিবেক পত্রিকাতে লেখা হয়েছে, অনেক বিধায়কের প্রত্যক্ষ মদতে ঠিকাদার ও সমাজদ্রোহীদের দাপটে ও, এন, জি, সির আফসাররা রাজ্যছাড়া হচ্ছেন, অথচ রাজ্য প্রশাসন সবকিছু জেনে শুনে চুপ করে বসে আছেন। ও, এন, জি, সি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে তৈলের সন্ধান করছে অথবা গ্যাসের সন্ধান করছে এবং এই বিষয়ে তারা এগিয়েও গেছে। আশা করা যায় তৈল বা গ্যাসের উৎপাদন হলে আমাদের রেভিনিউ প্যাটেনসিয়েলিটি বেড়ে যাবে, নানারকম কাজের এভিনিউ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেখানে যদি গাড়ী ভাড়া নিয়ে অফিসারদের আক্রমণ করা হয় বা মারপিট করা হয়, তাহলে অফিসাররা স্বাভাবিকভাবে এই রাজ্যে থাকতে চাইবে না। আজকে উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য যে একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে, তাতে আগামী কয়েক দিন এর মধ্যে দেখব যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত গাড়ী ঘোড়া স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে, শুধু এই রাজ্যেই নয়, সারা ভারতেও তার অনিবার্য্য কুফল ফলতে শুরু করবে। কাজেই

এই সময়ের মধ্যে যদি এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকে, তাহলে আমাদের রাজ্যে গ্যাস নিষ্কাসনের জন্য যে কাজ কর্ম চলছে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। তা যদি হয়, তাহলে এ রাজ্যের মানুষ যাবে কোথায়? স্যার, আর একটা পিকুলিয়ার ব্যাপার সেটা আমরা কয়েকদিন আগে জানতে পারলাম, সেটা হল গুরুদয়াল সিং নামে একজন ভদ্রলোক নাকি আমাদের দিল্লীর ত্রিপুরা হাউসে বসে আছেন, তিনি নাকি রেসিডেন্সিয়েল কমিশনার। আমি, এই হাউসে বিভিন্ন মন্ত্রীদের কাছে বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানাতে চাইব, উনি কিভাবে ত্রিপুরা হাউসে এলেন? উনি ছিলেন গুজরাট ক্যাডারের একজন আই, পি, এস, উনাকে কেন গুজরাট থেকে তাড়ানো হল, তার পিছনে একটা কারণ আছে, সেটা হল তাঁর স্ত্রীর নামে একটা লাইসেন্স রিভলভার ছিল, সেটা নাকি কোন রকমে হারিয়ে গেছে এবং হারানোর পরেও ঐ ভদ্রলোক পুলিশকে সেই সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। এবং রিভলভারটা হারানোর পর দেখা গেল যে সেটা খালিস্থানীদের হাতে গিয়ে পড়েছে। অথচ, তাকে আমাদের ত্রিপুরাতে এনে স্থান দেওয়া হল সে কার আত্মীয়, কেন তিনি এখানে আসলেন, সে ঐ ত্রিপুরা হাউসে বসে একটা ষ্টেট কাশ্মীর সার্ভিস খুলেছেন এবং ত্রিপুরা হাউসে বসেই তিনি সেটাকে পরিচালনা করছেন, তার সেই কাজে দুটো টাক্সি অনবরত ত্রিপুরা হাউসের খরচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জন্য যে টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা যেমন আমাদের বিরোধীদের দিতে হচ্ছে, তেমনি ত্রিপুরা সরকার তথা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের বহণ করতে হচ্ছে।

তারপরে এটা খালিস্থানীদের হাতে আবিষ্কার হয়েছে। সেই গুরুদয়াল সিংকে এখানে ত্রিপুরাতে আনা হয়েছে। এখন তার জন্য দুইটা টি' কি কাজ করছে কাশ্মীর সার্ভিসের জন্য। আর লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে হচেছ। গুরুদয়ালের সার্ভিস চালানোর জন্য। কারণ ঐ ফ্রান্সে এস, টি, ডি কলের জন্য টাকা দিতে হচ্ছে। তিন চার দিন আগে আমি খবর নিয়েছি দিন রাত আইন খাচেছ। আজকে এটা তদন্ত করতে হবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী সকলের কাছে অনুরোধ করছি এটা তদন্ত করে এই হাউসকে জানাতে হবে। তাহলে পরে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় বিরোধীদলের নেতা এই বাজেটের বিরোধীতা করতে

গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে রাজীব গান্ধী নাকি ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করছেন। রাজীব গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসলে পলিটব্যুরোর নেতা সুরজিত সিং বলেছেন যে, তার দল সমর্থন করবে। অথচ উনি এখানে রাজীব গান্ধীর সমালোচনা করছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই যে বিরোধী দলের নেতা.উনার এই ধরণের বক্তব্য রাখা ছাড়া আর কিছু বলার নেই। উনার সরকারের আমলে যে দুর্ঘটনা হয়েছিল ত্রিপুরার জুট সরকার ক্ষমতায় এসে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে যখন ত্রিপুরার ২৫ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করছে। এটা উনাদের হিংসার কারণ হয়েছে।
কোন ইনসটেনস আছে যে জোট সরকার জনগণের জন্য কাজ করছে না ? একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই বিরোধী নেতা হি ইজ এ ইউবেড পার্সন। পশ্চিমবঙ্গে খুন খারাপি করে যখন পশ্চিমবঙ্গে একজন দাঙ্গাবাজ হিসাবে পরিচিত হলেন এবং যখন বুঝলেন যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাকে আর ক্ষমা করবে না। তখন তিনি ত্রিপুরাতে চলে এলেন। ত্রিপুরাতে খোয়াইতে তিনি যাদব মাষ্টার হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই হল আমার বিরোধী দল নেতার পরিচয়। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্য পাহাড়ী বাঙালীদের একটা সম্প্রীতিস্থল ছিল ১৯৫০ সালে। তখন ত্রিপুরা নিয়ে চিন্তা শুরু করেন।

স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য পাহাড়ী বাঙ্গালীর সম্প্রীতির স্থল ছিল। ১৯৫০ সন থেকে যখন বাঙ্গালী ভাই ত্রিপুরা রাজ্যে পদার্পণ করছিল তখন থেকেই পাহাড়ী ভাই এবং বাঙ্গালী ভাই সম্প্রীতি স্থাপন করে চলছিল। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৭২ সালে এই কংগ্রেস সরকারকে পতন ঘটানোর জন্য সংঘর্ষ সৃষ্টি করে ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছিল। স্যার, ১৯৭২ সালে আমরা দেখেছি, এস, ডি, ও, অফিসে অফিসে গিয়ে হামলা করেছিলেন ট্রাইবেলদের নিয়ে। ট্রাইবেলদের বুঝান হয়েছিল, এস, ডি, ও, অফিসে গেলে রিলিফের টাকা পাওয়া যাবে। সরল ট্রাইবেলদের বুঝান হয়েছিল, এস, ডি, ও, অফিসে গেলে রিলিফের টাকা পাওয়া যাবে। স্যার, আমার এলাকা সোনামুড়াতে দেখেছি, সমরবাবু ১৯৭২ সনে ট্রাইবেল যুবক, বৃদ্ধদের নিয়ে এস. ডি. ও, অফিসে চলে গেলেন, টাকা আনার জন্য। সেখানে এস, ডি, ও. অফিস অনাহুত ভাবে ভাঙচুর করা হলো। পুলিশ একশান আরম্ভ হল। সমরবাবু পালিয়ে গেলেন। এস, ডি, ও, অফিসের টিলা থেকে পালাতে গিয়ে সহজ সরল ট্রাইবেলদের কারো পা ভাঙ্গল, কারো মাথা ফাটল, কারো বা হাত ভাঙ্গল। ট্রাইবেলদের ক্ষেপানোর জন্য বলা হল,

বাঙ্গালী পুলিশ তাদের মেরেছে কাজেই এর বদলা নিতে হবে। স্যার, এই ভাবে ট্রাইবেল-বাঙ্গালীদের মধ্যে বিচ্ছেদ শুরু করেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এই বিধানসভায় যখন গঠনমূলক বাজেট পেশ করা হয়েছে তখন বিরোধী দল থেকে তার বিরোধীতা করছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি জানি না, উনারা দেশের উন্নতি চান কিনা? আজকে উনারা এখানে রাজীব গান্ধীর বিরোধীতা করছেন। আবার দিল্লীতে উনাদের নেতা সুরজিৎ সিং রাজীব গান্ধীকে সমর্থন করেন। উনারা ১৯৭০ সন থেকে বলে আসছেন, ভোটে তাঁদের বিশ্বাস নেই। আবার ১৯৭৮ সালে ভোট চাইছিলেন। আর চিত্তবাবু, আপনি কোন্ দলে গিয়ে ঢুকেছেন? আপনাদের দল তো আলাদা। চলে আসুন। ওদের সম্পর্কে আপনারা ভুল করছেন বিরাট। স্যার, বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু গত শুক্রবার বলেছেন, ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা উনাদের নিজস্ব। এই পত্রিকা নাকি উনাদের কথা লেখে। অন্য কোন পত্রিকা লেখে না। এখন ডেইলি দেশের কথার পত্রিকার বিরুদ্ধে নাকি আক্রমণ হচ্ছে। চতুর্দিকে ডেইলি দেশের কথার সাংবাদিকরা আক্রান্ত হচেছন। স্যার, উনাদের আমলে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা আক্রান্ত হতে আমরা দেখেছি। স্যার, উনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা লিখলে আক্রান্ত হত, আমি বলি, আমাদের সরকারের আমলে ডেইলি দেশের কথা কেন, যে কোন কথার পত্রিকাই আক্রান্ত হউক এটা আমরা চাই না। সত্যি কথা বিরোধী দলনেতা মাননীয় নৃপেনবাবু প্রকাশ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। কেন না, ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা প্রমাণিত হয়েছে, ডেইলি মিছা কথা নামে। আমরা আর্য্য জাতি। বিরোধী বেঞ্চে যারা আছেন তাঁরা সবাই আর্য্য। ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন তাঁরাও সবাই আর্য। আর্য কাজ করলে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করবে না। কিন্তু অনার্য কাজ হলেই সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করবে। স্যার, আর্য হইয়া কেহ যদি কাপড় না পড়ে তবে ছি ছি শুনতেই হবে।

স্যার, আপনি যদি আর্য্য হয়ে অনার্য্যের কথা বলেন, যদি কাপড় ছেড়ে রাস্তায় হাটতে যান, তাহলে মানুষ আপনাকে দূর-ছাড় করবে এটা সত্যি কথা। স্যার, ডেইলী দেশের কথা সম্পর্কে অনেক ইতিহাস আছে। সব কথা আমি বলতে পারব না, কারণ, এত সময় হয়তো আমি আপনার কাছ থেকে পাবনা। তবে দুই-একটি কথা বলছি। আমি একজন সাধারণ বিধায়ক। আমার বিরুদ্ধে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকা অনেক কিছু লিখেছে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তো ওরা সব সময়েই লিখছে। এখন আমার বিরুদ্ধেও লিখেছেন যে আমি নাকি আগরতলা শহরে ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা বাড়ী

কিনেছি। ধর্মনগরে ৩টা গাড়ী রেখেছি, সেগুলি চলছে এবং আমি ভাড়া পাচ্ছি। সেখানে লেখা আছে প্রতিবেদকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়। এই কথাটাও লেখা আছে। আমি প্রতিবাদ দিয়েছি। কিন্তু সেই প্রতিবাদ ডেইলী দেশের কথা ছাপেনি। স্যার, আমি লিখেছি ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করে যদি আমি বাড়ী কিনে থাকি, তাহলে খোঁজ খবর নিয়ে যেন সে বাড়ীটা দেখিয়ে দেয়। যিনি লিখেছেন উনাকে আমি সেই বাড়ীটা দান করে দেব। আমার এই কথাটা ডেইলী দেশের কথা ছাপলো না। উনারা অস্বীকার করতে পারবেন ? উনাদের তো পত্রিকা। আমি বলেছি ধর্মনগরে যদি আমার তিনটা গাড়ী থাকে তাহলে আমি তিনটা গাড়ীই দিয়ে দেব। সেই কথাটাও ছাপলো না। স্যার, আমি একজন বিধায়ক। আমার একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সেই ব্যাপারেও উনারা সমালোচনা করেছেন। একজন সাধারণ লোক তার মেয়ের বিয়েতে যে পরিমাণ যৌতুক দেয়, সে পরিমাণ যৌতুকও আমি দিতে পারিনি। যেখানে উনারা পত্রিকায় সমালোচনা করেছেন। ১৯৭৮ ইং সালে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। স্যার, আমার ট্যাকসেবল ইনকামের টাকা বামফ্রন্টের আমলে আমি কামাই করেছি। উনারা প্রধানদের দিয়ে আমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা দাবী করেছিলেন। আমি দেইনি। বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয় গোমতী নদীর পারে আমার স্লুইস গেইট নির্মানের সিমেন্ট সীজ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাহস পাননি। আমি ঘুষের টাকা দেইনি। আমি হিম্মত নিয়ে চলেছিলাম। স্যার, আমার ট্যাকসবল মানি যা ছিল উনাদের কুকীর্ত্তির কারণে মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আমি জনসাধারণের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি। প্রমাণ আছে। আপনারা এখন হাউসে বড় বড় কথা বলছেন। আমার ছিল আপনারা ক্ষয় করেছেন। আজকে যদি সেই টাকা আমার থাকতো তাহলে আমার মেয়ের বিয়েতে আমি ডাবল যৌতুক দিতে পারতাম। স্যার, মাননীয় সদস্য মাখনবাবু বলেছেন আমি নাকি আমার মেয়ের বিয়েতে ৩২ কে,জি, মাছ ফিসারী এপেক্স সোসাইটি থেকে এনেছি। স্যার, আপনিও আপনার মেয়ের বিয়ের জন্য এপেক্স থেকে মাছ চান, আনতে পারেন। যে কেউ আনতে পারে। সেখানে আমি মাত্র ৩২ কে,জি, মাছ এনেছি মেয়ের বিয়ের জন্য। আজকে বামফ্রন্ট সেটাও সোনামুড়ার ময়দানে গিয়ে বক্তব্য রাখছে যে, রসিকলাল রায় তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য এপেক্স থেকে ৩২ কে,জি, মাছ এনেছেন। আপনাদের আমলে বিয়ে হলে তো আপনারা ৫০ কে,জি, মাছ আনবেন। আর সেখানে আমি মাত্র ৩২ কে,জি, মাছ এনেছি।

এটা নিয়েও আপনারা সমালোচনা করছেন। লজ্জা করে না আপনাদের।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, আমার আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে, মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু উনি বলেছেন যে (আমি দশরথবাবুর কথা কিছু বলব না) আমাদের সরকারের আমলে নাকি খালি ধর্ষণই হচ্ছে। তাই উনারা ধর্ষণ, ধর্ষণ, ধর্ষণ বলে চিৎকার করছেন। আমি আপনাদের আমলের কথা বলছি (নৃপেনবাবুর আমলের কথা) আপনাদের এই মোহনপুরের বামুটিয়ার একস্ বিধায়ক উনি ছিলেন আপনাদের সরকারের লোক উনার বিপদগ্রস্থ স্ত্রীর জন্য আপনারা কি করতে পেরেছিলেন ? সেই প্রাক্তন বিধায়ক হচ্ছেন হরিচরণ সরকার যার বহু কুকৃত্তির কথা যা উনার স্ত্রী নিজের স্বামী হরিচরণ সম্বন্ধে নালিশ করে আপনাদের কাছে বিচার চেয়েছিলেন কিন্তু তার বিচার কি আপনারা করেছিলেন ? তাই উনার স্ত্রী আপনাদের কাছ থেকে কোন সুবিচার না পেয়ে পেকসের চেয়ারম্যান মিঃ সিংহের সঙ্গে হাত করে মণিপুরে চলে গিয়েছিলেন। আর আপনারাই বলছেন এই সরকারের আমলে ধর্ষণ হচ্ছে। আপনাদের বিধায়ক তো ধর্ষণ করেছিলেন এটা অস্বীকার করতে পারবেন কি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, আমাকে আরও দু মিনিট সময় দিন। স্যার, মান্দাই সম্পর্কে আমি অল্প কয়েকটি কথা বলব স্যার। ১৯৮০ সালে উনারা দাঙ্গা করেছিলেন। উনারা মানুষকে খুন করেছেন, গোমতী নদীতে জ্যান্ত মানুষকে খুন করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তো হচ্ছে উনাদের অবস্থা। তখন আমরা উনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও করেছিলাম কিন্তু সেই অভিযোগ কার্যকরী করা হয়নি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রেশনের চাউল পর্যান্ত বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন তার জন্য কোন বিচার হয়নি। রসিরামবাবু উনি কি করেছিলেন সমস্ত মেয়েদের একসঙ্গে করে তারপর উলঙ্গ করে প্রথমে খুব পিটিয়েছেন এবং পরে তাদের হত্যা করা হয়েছে। এটা কি উনি অস্বীকার করতে পারবেন ? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এত বোকা নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লোড করুন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন যে, আমাদের এই জোট সরকারের বাজেটকে উনারা সমর্থন করতে পারছেন না কারণ, এই বাজেট নাকি ঠিকভাবে

করা হয়নি। বামফ্রণ্ট সরকারের আমলের বাজেট হত উনাদের বিধায়কদের প্রেমিকাদের চাকুরীর জন্য।

উনাদের আমলে ক্যাডারদের চাকুরী দেওয়া হত, বিধায়কদের আত্মীয়-স্বজনদের চাকুরী দেওয়া হত, তার জন্য বাজেট করা হত। আপনাদের যারা প্রেমিকা হয়েছেন তাদের চাকুরী দিয়েছেন, যারা আপনাদের প্রেমিকা হননি তাদেরকে চাকুরী দেননি। আপনাদের প্রেমিকা না হতে পারলে সেই মেয়েরা চাকুরী পায়নি। অ্যাডভান্স চাকুরী দিয়েছেন তারপর বিয়ে। স্যার, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের ইতিহাস আর কত বলব। তাদের চুরির কথা বলতে গেলে আমার অনেক সময় লেগে যাবে। তারা হচ্ছে ডাকাতের সর্দার, ওরা হচ্ছে খুনের সর্দার। মাননীয় নৃপেনবাবু হচ্ছেন চোরের সর্দার। ওদের চুরির কথা বলতে গেলে আমার অনেক সময় লেগে যাবে। ডেপুটি স্পীকার আমাকে এত সময় দেবেন না। ওদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আর চায় না, ওরা যতই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনুননা কেন ওদেরকে জনগণ বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে মুছে দেবে। সুনীলবাবুকে বলছি আপনারা পরিবর্তন হোন। আর দুস্কাম করবেন না। আমি আশা করছি, আপনারা পরিবর্তন হবেন, এই বাজেট হচ্ছে গঠনমূলক বাজেট, আর আপনারা যে বাজেট পেশ করতেন সেটা ছিল অমূলক বাজেট। সুতরাং আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯১-৯২ আর্থিক সনের জন্য এই সভায় যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার প্রতিপূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে এই বাজেটের বিরোধীতা করতে গিয়ে আমাদের বিরোধী দলনেতা তার বক্তব্যে গাল্ফ যুদ্ধের কথা বলেছেন। এইটা সত্যি শুধু আমার ত্রিপুরার মানুষ এইজন্য উদ্বিগ্ন তা নয়, সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে এই যুদ্ধ একটা অভিশাপ। আমরা দেখেছি ভিয়েতনাম, কাম্বুডিয়া, আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে দেখেছি কখনও চীন, কখনও পাকিস্তান ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছেন, ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং যুদ্ধের বিভীষিকা আমাদের কাছে গল্প নয়। আমরা স্বাধীনতা লাভের পর এই যুদ্ধের বিভীষিকা আমাদের এই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক

অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ওর চেয়ে বেশী পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশী শংকার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারস্য থেকে তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আর একটা রাষ্ট্রের কিভাবে ত্বরান্বিত করতে হয়, আমাদেরকে তাকিয়ে থাকতে হয় পশ্চিম এশিয়ার দিকে। সুতরাং এই শংকায় আমরাও শংকিত। বিরোধী দলনেতা তার জন্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। অতীতে দেখেছি চীনের ইতিহাস। চীন যখন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করল তখন কিন্তু তারা শংকিত হননি।

আমরা দেখেছি অতীতের চীনের ইতিহাস থেকে চীন যখন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করল তখন তারা শংকিত হননি। পাকিস্থান যখন ভারতবর্ষকে একাধিকবার আক্রমণ করল আমরা দেখেছি তখনও তাদের মধ্যে সেই চিন্তা উদয় হয়নি। আজকে এইটা আমাদের সৌভাগ্য বলতে হয় তারা বুঝতে পেরেছেন ইউরোপে কমিউনিষ্ট কার্নাট্রগুলির বিপর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের যে ধস পড়েছে সম্ভবত সেই ধসেই কিছুটা সচেতন হয়েছেন। পাশাপাশি আমরা উদবিগ্ন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বেতে সেখানে মার্কিন বিমানগুলিতে তেল সরবরাহ করছে, আমাদের নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীবজী স্বাভাবিক কারণে এবং আমাদের দল জাতীয় কংগ্রেস আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধীতা করছি আমাদের নেতা রাজীব গান্ধী পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে ভি, পি, সিং চুক্তি করেছিলেন বলেই মার্কিনরা আজকে ভারতবর্ষ থেকে তেল নিয়ে ইরাকের মধ্যে সিরিয়ার মত দেশগুলির উপর তারা আক্রমণ সংগঠিত করছে। আমরা দাবী করছি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এইটা পরিস্কার ভাবে বলে দিতে চাই যে ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, ভারতবর্ষ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান নেতা। সুতরাং আমাদের নিরপেক্ষ নীতি যেটা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী বা ইন্দিরা গান্ধীর মত মহান ব্যক্তিত্ব যে নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে মুক্তির ত্বরান্বিত করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং জেহাদ ঘোষণা করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল, সেই জোট নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ভারতবর্ষের কোন সরকার বিনষ্ট করে দিক এইটা আমরা চাই না। আমরা বরং আবেদন করব যে কেন্দ্রে কার সমর্থনে, কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত সেটা বড় কথা নয়, ভারতবর্ষ ৮০ কোটি মানুষের দেশ, এই ৮০ কোটি মানুষের ব্যক্তিত্ব তাদের মর্যাদা এইটা যাতে কোন অবস্থাতেই খুন্ন না হয় এইটা হল আমাদের

ভারতবর্ষের মূল মন্ত্র। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যারা আজকে এই ধরণের কাজ করছে যুদ্ধের বিমানগুলিতে তেল সরবরাহ করছে, এইটা ভারতবর্ষের নীতির পরিপন্থী, এই পথ তাদেরকে পরিহার করতে হবে, জনগণ বাধ্য করবে। জাতীয় কংগ্রেস প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের এই চাকাটাকে স্তব্ধ করে দেবে। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন, যেটা ওনাদের স্বভাব সুলভ আচরণ বলতে পারি যে, রাজীব গান্ধী রাজ্যে রাজ্যে ঘুরছেন, অপবাদ দিলেন রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে। উনি আরও বললেন সেখানকার নির্বাচিত সরকার গুলিকে ভেঙ্গে ফেলছেন, আর দলগুলিকে নাকি ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন, বুদ্ধির বলিহারী। স্যার, এখানে একটা কথা আসে যে জন্মান্ধ তার চোখ একশ বার যদি অপারেশান করা হয় তাহলে নাকি তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। আর যিনি জন্মাবধির তার কান যত বারই অপারেশান করা হোক কোন দিন তার শ্রবণ শক্তি ফিরে পান না, আমাদের এই বিরোধী দলের অবস্থাটাও তাই হয়েছে, হয় তারা জন্মান্ধ, নয় তারা জন্মাবধির। চিকিৎসা দিয়ে এইটা ঠিক হবে না। সব সময় তারা কংগ্রেসের প্রভাবে ভীত, রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, জহরলাল নেহেরু যখনই তাদের নাম শুনবে তখনই তাদের গায়ে ১৪৫ ডিগ্রি জ্বর হয়।

কারণটা হচ্ছে, ওদের আসল রূপটা এই জাতীয় কংগ্রেস প্রকাশ করে দিচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, বক্তৃতায় তাদের আসল রূপটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ধরিয়ে দিতে পারে। কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ৪৪ বছর পরে ওদের জন্ম তো হয়েছে সেই ১৯৬২ সালের পরে। এর আগে ছিল অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৩২ সালে যার জন্ম হয়েছিল। কয়জন এম, পি, হয়েছেন আপনাদের দল থেকে? সারা ভারতবর্ষে আপনাদের সঙ্গী ছোট ছোট দলগুলি সেই আর, এস, পি, ইত্যাদি সব মিলিয়ে সারা ভারতবর্ষে আপনাদের শক্তিটা কোথায়। আপনারা আজকে স্বপ্ন দেখছেন। ওদের কোন কোন পত্রিকায় খবর বের হয় যে, ওদের পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নাকি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। এইসব দেখলে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীদীরেন্দ্রবাবুর কথা মনে হয়-'ভাবতে লজ্জা হয়'। মাননীয় রসিকবাবু বলে থাকেন সেটা বলতে লজ্জা হয়। এই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা আপনারা শুরু করেছিলেন বি, জে, পি, কে সামনে রেখে সেই আর, এস, এসকে সামনে রেখে। সেই পশ্চিমবাংলায় একটি সভায় জ্যোতি বসু ওই বি, জে, পি'র নেতাদের হাতে হাত রেখে বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে মতভেদ যাই

থাকনা কেন, এখন থেকে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করে যাব। সেই ছবিটা পত্রিকা গণশক্তিতে ছাপা হয়েছিল। আজকে আমাদের রাজীব গান্ধী এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য-সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। এইটা দেখে আজকে এরা গেল গেল রব তোলছেন। কিন্তু আপনারা এইটা মনে করবেন না যে, রাজীব গান্ধী আপনাদের ভয়ে ঘর থেকে বেরুবেন না। আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পেরেছে আপনাদের কি চরিত্র। আপনাদের সেই দুষ্ট চরিত্রের শিকার হয়ে ভি, পি, সিং একটা গাধাকে ভারতবর্ষের গদিতে বসিয়ে ছিলেন যারফলে আজকে সমস্ত ভারতবর্ষ সবদিক দিয়েই অনেক পিছনে পড়ে গেছে। চিন্তা করবেন না, রাজীব গান্ধী আবার ক্ষমতায় আসবেন। কিন্তু তাতে আপনারা শংকিত হচ্ছেন, আপনাদের শংকিত হবার কারণ হচ্ছে, রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় এলে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র আরো মজবুত হবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরো মজবুত হবে। আর আপনারা চেয়েছিলেন এই ভারতবর্ষকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে ভারতবর্ষকে তোলে দিতে। কিন্তু এইটা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোন দিন হতে দেবে না। আজকে এই দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য, এই দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য, এই দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জাতীয় কংগ্রেস আত্মবলিদানের জন্যও প্রস্তুত থাকবে। এটা আমি আপনাদের পরিষ্কার বলে দিতে চাই।

আজকে স্যার, এই সি, পি, এম, দল ভাংতে ভাংতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রাজীব গান্ধী ওদের দল ভাংবেন কেন? ওরা তো নিজেরাই নিজেদের দল ভাংছে। আজকে যদি এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকতো তাহলে এই নৃপেনবাবুকে দশরথবাবু টেনে হিচড়ে নেতৃত্ব থেকে নামাতেন। কাজেই, ওদের দলের ভাংগন এরাই করবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা বলছেন যে, আমাদের সময়ে নাকি ওদের নিরাপত্তা নেই। কিন্তু ওদের আমলে আমি বার বার আক্রান্ত হয়েছি। এখানে আমাদের বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং আমাদের কৃষিমন্ত্রী উনারাও বার বার ওদের গুণ্ডা বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছেন।

আপনাদের সময়ে আমাদের একজন করে বডি গার্ড দেওয়া হত এবং ওদের প্রয়োজনে সেটাও প্রত্যাহার করে নিতেন। আপনাদের সময়ে আপনারা, নৃপেনবাবু ঠিক করে

দিতেন কে হবে আমার দেহরক্ষী। এই সমস্ত কারণে প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের প্রয়াত বিধায়ক পরিমল সাহাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সে ঘটনা আমাদের মনে আছে। আমরা আপনাদের বলে দিতে চাই যে, আমরা এই খুনের রাস্তায় বিশ্বাসী নই। তারপর আমরা আপনাদের সবাইকে দেহরক্ষী দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে বাড়ীতেও দিয়ে থাকি। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন আপনারা? জানি পারবেন না। আপনারা অনেক রক্ত ত্রিপুরার মাটিতে ঝড়িয়েছেন। অনেক মার কোল শূন্য করেছেন। অনেক বোনের স্বামীকে হারাতে হয়েছে। আপনাদের কাছে আবেদন আপনারা এই পথ পরিহার করুন। ত্রিপুরার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। ভাল কাজ করুন। তাহলে হয়ত দেরীতে হলেও একদিন আবার আপনারা আসতে পারেন। তবে আপনাদের এই পথ পরিহার করতেই হবে। না হলে সে আশা নেই। সেই অধিকার আপনাদের আছে। এই সরকার যে কোন মূল্যেই হোক রাজ্যের শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আপনারা অনেক গণতান্ত্রিক কর্মীকে খুন করেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একটি কথা বলে শেষ করছি। আমরা দেখতে পেতাম যে শুধুমাত্র বয়স্ক লোকের মধ্যেই ভীমরুতি থাকে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে নূতনদের মধ্যেও সেটা দেখা যাচ্ছে। আমাদের সরকার আই, আর, ডি, পির ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সম্মান অর্জন করতে পেরেছেন। আপনাদের সময়ে কি হত? আমাদের সরকার বিভিন্ন ভাবে মানুষের কাছে প্রায় ১০ হাজার টাকা তুলে দিতে পেরেছেন, রাজ্যের গরীবদের স্বার্থে। যারা শ্রমজিবী মানুষ, যারা দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পারে না, তারা যদি আপনাদের দৃষ্টিতে কালোবাজারী হয়, তাহলে আমরা বলব, আমরা হাজার বার আরো কোটি কোটি টাকা দেব, সেই সকল শ্রমজিবী মেহনতী গরীব মানুষকে। এতে আমাদের এই কুৎসা প্রচারে বিন্দুমাত্র আমরা বিচলিত হব না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীকে আমাদের এই সভায় যে বাজেট পেশ করেছেন। আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং বিরোধী দলনেতা উপনেতা, কিছু পেটুয়া নেতা এই বিলের সমালোচনা, এই বাজেটের সমালোচনা করে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার তীব্র বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

PRIVATE MEMBER'S MOTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান"। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান আছে। মোশানটি

এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয়। মোশানটি সভায় উৎথাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। সভায় উৎথাপনের পর মোশানটির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়কে মোশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াংঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার মোশানটি হচ্ছে, "এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে উপসাগরীয় যুদ্ধে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভারতের অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে বাধ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে, জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য হিসাবে ভারত সরকার যেন এই যুদ্ধ অবিলম্বে অবসানকল্পে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।
এই মোশানের স্বপক্ষে আমি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সারা পৃথিবী এই উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিস্থিতিতে একটা প্রচণ্ড মানবিক চাপের মধ্যে বসবাস করতে হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি অতীতের ইতিহাস থেকে। আমাদের অভিজ্ঞতাও আজকে এই প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ঘটনা যদি আমরা উল্লেখ করি এবং আমরা যদি স্মরণ করি। তাহলে আমরা দেখতে পাই যে নাগাসিকা এবং হিরোসীমা জাপানের, মাত্র দুইটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তার তাৎক্ষণিক ফল যে প্রচণ্ড ভয়াবহ সৃষ্টি হয়েছিল, তাই এখন পর্যন্ত আমরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দেখতে পাই এবং জানতে পারি যে, সেই পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তার ফল স্বরূপ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে। আমার এই ক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে যে, আজকে এই মধ্য প্রাচ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা আজ ২৬ দিনে পড়েছে। আজকে পর্যন্ত সর্বশেষ সংবাদ, এই যুদ্ধ এখনও বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়নি। এটা আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। এমনকি পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়নি। কিন্তু এই যুদ্ধ যদি চলতে থাকে, তাহলে যুদ্ধে যারা অবতীর্ণ হবেন তাদের মানসিকতা দিন দিন হিংসায় পর্য্যবসতি হয় এবং হতে বাধ্য। সুতরাং পূর্ণ অসতর্ক মুহূর্তে পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হবে, আমরা বিশ্ববাসী ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাব, এটা বলার অপেক্ষা থাকে না। সুতরাং এই যুদ্ধ যে কোন ভাবে বন্ধ করা এবং অবসান করা জরুরী। অপর পক্ষে এই যুদ্ধের ফল আমাদের ভারতবর্ষের অর্থনীতির উপর একটা প্রচণ্ড চাপ পড়তে বাধ্য। কারণ এই উপসাগরীয় অঞ্চলে, সেখানে ব্যবসায়ী সূত্রে হউক বা চাকুরী সূত্রে হউক সেখানের বহু ভারতীয় নাগরিক ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা বা সেই ডলার আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

অপরপক্ষে এই যাদের মূলে আমার ভারতবর্ষের উপর আমাদের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উপর একটি প্রচণ্ড চাপ পড়তে বাধ্য। কারণ এই উপসাগরীয় অঞ্চলে আমার ভারতীয় ভারতবর্ষের বহু নাগরিক সেখানে ব্যবসা সূত্রে হউক চাকুরী সূত্রে হউক ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করতেন। সেই স্বর্ণমুদ্রা সেই ডলার বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের অর্থ-নৈতিক বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। অপর পক্ষে ইরাক যে হুমকি দিয়েছে তার সমস্ত তেল কূপগুলি সমস্ত খনিতে আগুন লাগিয়ে তেল পুরিয়ে ফেলবে এবং তার কিছু কিছু কাজ তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করে দিয়েছে। সঞ্চিত তেল সমুদ্রে ঢেলে দিয়েছে। তা অত্যন্ত দুঃখজনক। যেগুলি এই বর্তমান বিশ্বে এই প্রগতির সময়ে অত্যন্ত জরুরী সেই তেল আমরা এমনি ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেবনা। এই তরল সোনা যদি আমরা নষ্ট হয়ে যেতে দেয় তাহলে ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয় কি স্যার, এই তেলের প্রচণ্ড প্রভাব সমুদ্রে উপরে বিভিন্ন জীব মাছ কিংবা অন্যান্য জীব এমন পশুপক্ষী উপরও প্রভাব পড়বে। আমরা দেখেছি টি,ভি, তে সমুদ্রে ভাসমান তেলের মধ্যে পাখী পড়ে মরছে। আনন্দিত হবেন না। এখন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি। আমি এখানে বর্তমানের একটি সাময়িকিতে ডাঃ সুবজিৎ জানান যে বিনন্দ লিখেছেন তার কয়েকটি তথ্য আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি। বা আপ-নারা হাসছেন। আচ্ছা শুনেন-এই পারমাণবিক বোমা এটা যখন নিক্ষিপ্ত হয় তার চারটি ফল বের হয়। এখানে বৈজ্ঞানিক জানিয়েছেন বোমা নিক্ষেপ হওয়া তাৎক্ষণিক ডাকা এটা তার বিস্তির্ণ এলাকার জনবসতির এই ভূমিকে আক্রান্ত করে। তার তাপিয় বিকিরণ বোমা ফাটলে তাপ সৃষ্টি করে তার তাপের বিকিরণ এটাও আমাদের পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাপের সঙ্গে সঙ্গে তেজসক্রিয় বিকিরণ হয় এটা এক জায়গায় সীমিত থাকে না।

বাতাসের দ্বারা পরিবাহিত হয়ে সুদূর দিকে সরিয়ে পরে। এবং তারফলে আমি একটু আগে যে কথা বলেছিলাম যে নাগাসাকি, হিরোসিমার কথা এমনিভাবে আমাদের প্রচণ্ড সারা বিশ্বে জীবকূল পশুপাখী গাছ-পালা সমস্ত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। হিরোসিমায় বোমা নিক্ষেপ হয়েছিল তার ওজন ছিল বৈজ্ঞানিক বলেছেন চার টন। এই চার টন বোমার যে রেজাল্ট আমরা পেয়েছি আর আজকে যে সকল নিউক্লিয়াস বোমা সঞ্চিত আছে সে সকল বোমা যদি বিক্ষিপ্ত হয় তার হাজার হাজার গুণ (যেগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছে সেগুলি নিউক্লিয়াস নয়, আমি নিউক্লিয়াস এর কথা বলছি না, পারমাণবিক বোমার কথা বলছি)

তার ধ্বংসের ক্ষমতা নাকি ১২ হাজার টন টি, এন, টি সমতুল্য। এই সকল বোমা যেটা আমেরিকা মার্সাল দ্বিপুঞ্জে প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন ঐ পারমানবিক বোমা। তার বিধ্বংসী ক্ষমতা ছিল হিরোসিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার তিন হাজার গুণ বেশী।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং :— হিরোশিমায় যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার ধ্বংস ক্ষমতা ছিল ১২ হাজার টন টি, এন, টির মত। আবার ১৯৫২ সালে আমেরিকা মার্শাল দ্বিপপুঞ্জের এলুগ্যালাব দ্বীপে প্রথম যে পরীক্ষামূলক হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়েছিল, তার বিধ্বংসী ক্ষমতা ছিল হিরোসীমায় নিক্ষিপ্ত বোমার ২৫০ গুণ এর বেশী, আবার ১৯৫৪ সালে আমেরিকা বিকিনি নামক দ্বীপে পরীক্ষামূলক যে হাইড্রোজেন বোমার বিষ্ফোরণ ঘটেছিল, তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ছিল ১২ থেকে ১৮ মেগাটন টি, এন, টির সমান অর্থাৎ হিরোসীমায় নিক্ষিপ্ত বোমার দেড় হাজার গুণেরও বেশী শক্তিশালী। কাজেই এভাবে যদি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে শুধু আমাদের ভারতবর্ষই নয়, সারা বিশ্ব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই, আমি মনে করি। এই রকম যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষার জন্য এই যুদ্ধকে অবিলম্বে বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন এবং বিশ্বে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র-গুলিকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তাই, আমি এই হাউসের সামনে এই প্রস্তাবটা এনেছি, আশা করি বিরোধী দলের সদস্যরা বিশ্বশান্তির এই প্রচেষ্টায় এবং যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে এই সুন্দর পৃথিবীকে রক্ষার জন্য আমার সংগে এক মত হবেন এবং আমার এই প্রস্তাবকে তাঁরা সমর্থন করবেন। আমাদের ভারতবর্ষ একটা জোট নিরপক্ষ রাষ্ট্র এবং জোট নিরপক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম শরিক হিসাবে ভারত সরকার যেন অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আরও স্বক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধের যে ভয়াবহতা, এখন যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, তা গোটা বিশ্ববাসীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে এবং এজন্য প্রতিটি দেশের মানুষই একটা সংকটের মধ্যে পড়বে, তার থেকে আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যও বাকী থাকবে না। তাই এই সভাতে মাননীয় সদস্য গৌরীশঙ্করবাবু যে মোশানটা এনেছেন, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী, কাজেই, আমি এই মোশানটাকে সমর্থন করছি। স্যার, ওখানে যে যুদ্ধ হচ্ছে, তার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়বে। সেই যুদ্ধের যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা এবং মারনাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে এই বিশ্বের শুধু মানব সম্পদই নয়, আরও জীব জন্তু রয়েছে, সেগুলিও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এর সংগে অতি কৌশলে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্র-

সংঘকেও যুক্ত করা হয়েছে। তাই, আজকে আমাদের সেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঠিক ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই যুদ্ধের সম্পর্কে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মিঃ বুশ যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে কোন মানুষেরই সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে এই যুদ্ধটা শেষ পর্যান্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন যে এটা নাকি শেষ যুদ্ধ. কাজেই তাঁর এই মন্তব্যকে হাল্‌কা করে দেখলেই হবে না। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে ছিল ? সেই প্রস্তাবে ছিল যে কুয়েত থেকে ইরাককে হটিয়ে দিতে হবে এবং কুয়েতকে কুয়েতীদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই যুদ্ধে এখন পর্যান্ত আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তা হল কুয়েত থেকে ইরাকীদের সরানো হচ্ছে না, অন্য দিকে ইরাককে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বোমা ফেলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার বোমা ফেলে দেওয়া হয়েছে, যার শক্তি হিরোসীমাতে যে বোমা ফেলা হয়েছে, তার কয়েক হাজার গুণ বেশী। এখনও যে সেখানে যুদ্ধ চলছে, তাতে এটাই মনে হচ্ছে যে সেই অঞ্চলে বিশেষ করে পেট্রোল জাতীয় সম্পদের আধিক্য থাকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেই উপসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের ঘাটি ঘেঁরে বসতে চায়, সেটা, পৃথিবীর কোন অংশের মানুষই মেনে নিতে পারে না।

স্যার, কালকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সিদ্ধান্ত নিল যে না এখন সামনা সামনি যুদ্ধ নয়। আরও বোমা ফেলতে হবে আরও ধ্বংস করতে হবে। তারপর স্থল বাহিনী। এখানে বোমা সীমাবদ্ধ থাকবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে সুদূর প্রাচ্য শুধু নয় গোটা বিশ্বে একটা নূতন সমাজ সৃষ্টি করতে। এটা থেকেই যুদ্ধের পরিণতি। এই পরিকল্পনার জন্য ভারতবাসী হিসাবে যে আমরা বিরোধীগণ থাকতে পারি না। আজকে তেল এনে বাহির দেশগুলি থেকে ঘুরে আসতে ছয় মাস সময় লেগে যায়। পশ্চিম গোলার্ধ এবং উত্তর গোলার্ধের ফারাক অনেক বেশী। তবে একটা আশার কথা হলো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত সহজে যুদ্ধ করবে বলে মনে করছে ততটা সহজে হবে না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সমস্ত দেশ সহযোগিতা করছে সেই সমস্ত দেশেও এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই যুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে আমাদের ভারত-বর্ষের ভূমিকাটা কি ? এখানে দেখছি মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলিকে তেল দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে ভারত সরকার বাণিজ্যিক দিকটা দেখছেন। কটা প্লেনে তেলের দাম পড়ে ১১ হাজার, ৫০ হাজার। এর থেকে কোটি কোটি টাকা পাবে, ডলার পাবে। এই বাণিজ্যিক দিকটা ভারতবর্ষ দেখছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলছেন মানবিক কারণে

এটা করা হচ্ছে। কিসের মানবিক কারণ? হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাচ্ছে। জনগণ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। আসলে ভারতবর্ষের মাটিতে জ্বালানী দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজীব গান্ধীই নিয়েছিলেন। এই হোয়াইট হাউস রাজীব গান্ধীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এটা একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর এই কাজের জন্য একটা সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে।

স্যার, চন্দ্রশেখর তো উনাদের ম্যানেজার। মালিক না বলে দিলে ত ম্যানেজার দিতে পারে না। ক্ষমতা কোথায় বেরিয়ে যাবার?

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ, ষ্টপ ইট।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, ভারবর্ষের সমস্যাটা বুঝা উচিত। একটা বিশ্ব যখন ধীরে ধীরে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে না পারে এটা বুঝা উচিত। মাননীয় সদস্য পারমাণবিক যুদ্ধের কথা বলেছেন। যদি ৩ দিন পারমানবিক যুদ্ধ চলে, তাহলে গোটা বিশ্বে মাত্র ৭৫ হাজার লোক থাকবে। এমন অবস্থা চলছে। গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা খুবই উদ্বিগ্নের ব্যাপার। সকলেরই এর প্রতি সহযোগিতা করতে হবে। গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে এর বিরুদ্ধে প্রচারে নামতে হবে। কাজেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদারকে এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য গৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয় এখানে যে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে মোশান মুভ করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। এটা জেনে আনন্দ অনুভব করছি, সবাই একমত হয়ে এই মোশানটি গ্রহণ করেছেন। স্যার, এখানে যুদ্ধের ইস্যু কি? এক নাম্বার ইস্যু হচ্ছে কুয়েত। সাদ্দামের অগ্রাসী নীতি, মধ্য প্রাচ্যে ইস্যু। প্যালেষ্টাইন ছেড়ে আসার ইস্যু রয়েছে। সুতরাং, সাদ্দামকে কুয়েত ছাড়তে হবে। আমাদের এটা কড়া মনোভাব যে, কুয়েত সাদ্দামকে ছেড়ে দিতে হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলছি, প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান করতে হবে। স্যার, আমরা যদিও এটা মনে করি সাদ্দামকে কুয়েত ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু আজকে এই যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মালটি ন্যাশনেল ফোর্স আজকে যে কাণ্ড ঘটাচ্ছে শুধু আমরা নয় খোদ আমেরিকাতেও তার প্রতিবাদ হচ্ছে। আমরা দেখেছি, সাদ্দামের মধ্যে হঠকারী মানসিকতা, কুয়েত ছাড়বে না। রুশের মধ্যে মানসিকতা, সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসন নীতির

প্রতিফলন। তাই আমরা বলব, এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধে বিশ্ববাসীর কারোর উপকারে আসবেনা। এই সমস্যার সমাধান করতে হবে, টেবিলে বসে। আন্তর্জাতিকতার তত্ত্বাবধানে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। আন্তর্জাতিক ফোর্স গঠন করতে হবে। মামলাটি ন্যাশনেল ফোর্সে সমস্যার সমাধান হবে না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, তাই আমরা বলছি যে অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। তার জন্য ভারত সরকার অগ্রনী ভূমিকা নিক। সঙ্গে সঙ্গে কুয়েতের সমস্যার সমাধান করা হোক, প্যালেষ্টাইনীদের সমস্যার সমাধান করা হোক শান্তিপূর্ণভাবে। এই বক্তব্য রেখে হাউসকে সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—

"এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে উপসাগরীয় যুদ্ধে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভারতের অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে বাধ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে—জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য হিসাবে ভারত সরকার যেন এই যুদ্ধ অবিলম্বে অবসানকল্পে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন"।

মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

এই সভা আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার ১৯৯১ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted starred question No. 39

Name of Member-- **Sri Sushil Kr. Chakma**

The Hon'ble Minister of Minor Irrigation will repply.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য, নবীনছড়া গাঁও সভার (কাঞ্চনপুর ব্লক)এম আই স্কিমটি অচল অবস্থায় আছে,	১। হ্যাঁ।
২। সত্য হইলে তার কারণ কি,	২। বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে এই প্রকল্পটি চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

প্রশ্ন	উত্তর
এবং	
৩। এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	৩। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

Admitted starred question No. 58

Name of Member— **Sri Ratan Lal Ghosh**

The Hon'ble Minister of Public Health will repply.

প্রশ্ন	উত্তর
১। জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত তুলাকোনাতে কোন ডিপ টিউবওয়েল আছে কি ?	১। হাঁ আছে।
১। থাকিলে ডিপ টিউবওয়েলটি চালু আছে কি না,	২। আপাততঃ নেই।
এবং	
৩। চালু না থাকলে তা চালু করার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবে কি ?	৩। উপযুক্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 96.

Name of Member :— **Shri Gopal Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

(১) অন্যান্য রাজ্যের মত এই রাজ্যের বিধায়কগণের নিজ রাজ্যে চলাচলের জন্য বাস ট্রেন ইত্যাদিতে Free Pass দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করবেন কি ?

উত্তর

অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ বাস ট্রেন ইত্যাদিতে Free Pass-এর কি কি সুযোগ সুবিধা পাইতেছেন, সেই সম্পর্কে সরকার খোজ খবর নিবেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

Admitted Starred Question No.—122

Name of M.L.A. :— **Sri Dhirendra Debnath**

Wili the Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) ৯০-৯১ ইং সালে মোহনপুর বাজারের পি. ডব্লিউ. ডি. রাস্তার দুই পার্শ্বে জল নিস্কাশন ব্যবস্থা করার জন্য ড্রেন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

উত্তর

(১) প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ার জন্য ড্রেন করার পরিকল্পনা এখনও করা হয় নাই।

প্রশ্ন

(২) যদি থেকে থাকে তবে উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ;

উত্তর

(২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

(৩) আর যদি না থাকে তার কারণ ?

উত্তর

(৩) ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—170

Name of M.L.A. :— **Shri Buddha Deb Barama**

Will the Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) বিশালগড় (অফিস টিলা) ভাইয়া কলকলিয়া নবশান্তিগঞ্জ বাজার পর্যান্ত যে রাস্তাটি আছে, বর্তমানে তাহা যানবাহন চলার অযোগ্য হওয়ায় রাস্তাটি পুনঃ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. :—181

Name of Member :— **Shri Ratan Lal Ghosh**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be please to State.

প্রশ্ন

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যান্ত মোট কতটা নতুন গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হয়েছে এবং

২। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে নতুন করে কতটা গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হবে ?

উত্তর

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যান্ত ১৯৯০ ইং সনের নভেম্বর মাস পর্যান্ত ৪৪২টি নতুন গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হয়েছে।

২। এই অর্থ বছরে (১৯৯০-৯১ ইং সনে) নতুন করে ২০০টি গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হবে।

Admitted starred question No. 236

Name of Member :— **Sri Dipak Kr. Roy**

The Hon'ble Minister of Minor Irrigation will repply.

প্রশ্ন	উত্তর
১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত সিঙ্গারবিল গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনে উত্তর নারায়ণপুরে কৃষি সেচের ডিপ টিউব ওয়েল্ কবে স্থাপিত হয়েছিল,	১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত সিঙ্গারবিল গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনে উত্তর নারায়ণপুরে কৃষি সেচের ডিপ টিউব ওয়েলটি ১৯৬৮ ইং সনে স্থাপিত হয়েছিল।
২। বর্তমানে ইহা সঠিকভাবে চালু আছে কিনা এবং চালু না থাকলে তাহার কারণ কি,	২। বর্তমানে ইহা চালু অবস্থায় আছে। তবে টিউবওয়েলটি পুরানো হওয়ায় জলের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। উক্ত ডিপ টিউবওয়েল সঠিকভাবে চালু রাখার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ ?	৩। এখানে পুরানো টিউবওয়েলের পরিবর্তে একটি নতুন ডিপ টিউবওয়েল খনন করার পরিকল্পনা আছে। আশা করা যায় ১৯৯০-৯১ সনের মধ্যেই এই টিউবওয়েলটি খনন করা সম্ভবপর হইবে।

Admitted Starred Question No. 246.

Name of the M.L.A. **Shri Gouri Sankar Reang**
Shri Jitandra Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

(১) কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যান্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল কতৃপক্ষ এখন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ করেছেন কিনা। এরূপ কোন তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে আছে কিনা ;

(২) যদি বরাদ্ধ না করে থাকেন তবে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন কিনা ; এবং

(৩) যোগাযোগ করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

উত্তর

(১) কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যান্ত কোন অর্থ বরাদ্ধ করেন নাই।

(২) হ্যাঁ, যোগাযোগ করা হইয়াছে।

(৩) প্রস্তাবটি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 252

Name of Member :— Shri **Dinesh Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be please to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে কত টাকা বকেয়া পড়ে আছে,

২। আগরতলা পৌরসভা সহ বিভিন্ন নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি বিভিন্ন সরকারী দপ্তর এবং সরকার পরিচালিত করপোরেশনের কাছ থেকে কত টাকা বকেয়া পড়ে আছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে বকেয়া পরিশোধ না করার দরুন আসাম ও মেঘালয়ের বিদ্যুৎ বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ পর্ষদ বন্ধ করে দেয় ;

৪। যে সমস্ত বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ কিনে আনা হয় ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত সেই সমস্ত রাজ্যগুলি কত টাকা বকেয়া পাওনা আছে ?

উত্তর

১। রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাজে মোট বকেয়ার পরিমান আনুমানিক ৯৮,১৫,০০০ টাকা।

২। আগরতলা পৌরসভা সহ বিভিন্ন নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি বিভিন্ন সরকারী দপ্তর এবং সরকার পরিচালিত করপোরেশনের কাছে আনুমানিক মোট ৩৭,৮৫.০০০ টাকা বকেয়া পড়ে আছে।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। বহিঃরাজ্য থেকে রাজ্যের বিদ্যুৎ কিনে আনার সাপেক্ষে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত বকেয়া পাওনা সংস্থা অনুযায়ী নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	আসাম ইলেকট্রিক বোর্ড—	২৯২.৮৬ লক্ষ টাকা
২।	নেপকো কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে—	৩২.৮৯ লক্ষ টাকা
	মোট—	৩১২.৭৫ লক্ষ টাকা

Admitted Starred Question No, 260

Name of Member :— Shri Samar Chowdhuary.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be Please to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রামভদ্র হাইড্রো-প্রজেক্টটির কাজ আরম্ভ করা সত্বেও বর্তমানে তাহা বন্ধ হয়ে আছে ;

২। সত্য হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য,

২। এই প্রকল্পটি কারিগরী তথা আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থাপন যোগ্য নহে।

Admitted sterred question No. 261

Name of Member—**Shri Amal Mallik**

The Hon'ble Minister of Minor Irrigation will repply.

প্রশ্ন	উত্তর
১। পূর্ব কলাবাড়ীয়া গাঁওসভার উত্তর কলাবাড়ীয়ায় কোন জল সেচের সুযোগ আছে কি না' এবং	১। আপাততঃ কোন সেচ প্রকল্প নাই, তবে পূর্ব কলাবাড়ীয়া গাঁওসভার উত্তর কলাবাড়ীয়ায় (মগ পাড়া) একটি গভীর নলকূপ প্রকল্পের প্রস্তাব আছে। আগামী আর্থিক বছরে তা কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
২। যদি না থাকে তাহলে সেই এলাকায় "তৈকুম্বাছড়ার" উপর কোন বাঁধ দিয়ে সেচ প্রকল্প করার কাজ হাতে নেওয়া হবে কিনা ?	২। তৈকুম্বাছড়ার উপর বাঁধ দেওয়ার কোন প্রকল্প আপতত: নাই ?

Admitted stаired question No. 264

Name of Member—**Shri Amal Mallik**

The Hon'ble Minister of P. H. E. will repply.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া শহরের বি, কে, আই নিকট পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পটি অনির্দিষ্ট কারণে অনেকদিন যাবৎ বন্ধ রাখা হয়েছে, কম্প্রেসার দ্বারা ডেভেশলপ করতে হয়। এই	১। টিউবওয়েলটি ওভার ফ্লো হওয়াতে এবং বালু উঠতে থাকায় কিছুদিন পর পর কারণেই মাঝে মাঝে বন্ধ

প্রশ্ন	উত্তর
এবং	রাখিতে হয় এবং কিছুদিন বন্ধ ছিল। বর্তমানে টিউবওয়েলটি পুনরায় চালু করা হইয়াছে।
২। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া শহরের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার অফিসটি ও দীর্ঘদিন বন্ধ আছে যার কারণে বিলোনীয়া এন এ-তে পানীয় জল সরবরাহ বিভিন্ন সময়ে বিঘ্নিত হচ্ছে ?	২। ১৯৮৯ সালে বিলোনীয়ার জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার বদলী হওয়ায়, শান্তির বাজারের জুনিয়ার ঐ সেকশনের চার্জে আছে এবং অন্যান্য কর্মীরা যথাযথভাবে কাজ করছে। তাই অফিসটি বন্ধ রয়েছে বা জল সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে এ কথা সঠিক নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION—265.

Name of M. L. A. :— **Shri Amal Mallik**

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the public works Depertment be pleased to State :—

প্রশ্ন

(১) Belonia— Hrishyamukh Road ( ) Belonia College square রাস্তার জন্য সরকার কর্তৃক অধিকৃত জায়গার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা, এবং।

উত্তর

(১) না।

প্রশ্ন

(২) না দিয়ে থাকলে জায়গায় মালিকদের কবে নাগাদ ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

(২) ক্ষতিপূরণের বিষয়টি এখনও ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরের পরীক্ষাধিন ও বিবেচনায় আছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকার পরিমান Land Acquisition— দপ্তর থেকে পাওয়া গেলে টাকা পূর্ত দপ্তর অতিসত্তর জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আশা করা যায় আগামী বছর ক্ষতিপূরণের টাকা ভূমির মালিকদের দিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

Admitted starred question No. 288

Name of Member—**Sri Khagendra Jamatia.**

The Hon'ble Minister of Medium Irrigation will repply.

প্রশ্ন	**উত্তর**
১। চাকমাঘাট ব্যারেজের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়,	১। চাকমাঘাটে খোয়াই ব্যারেজ প্রকল্পের কাজ ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।
২। এই কাজ সম্পূর্ণ করতে দেরী হওয়ার কারণ কি ?	২। ব্যারেজের কাজ সম্পন্ন করতে দেরী হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হলো—

ক) ব্যারেজের ভিত্তিমূলে ৫ হইতে ৭ মিটার গভীরতায় কাদার পরিমান বেশী থাকায় ঐ মাটি সরিয়ে বালি দ্বারা প্রতি স্থাপিত করতে হচ্ছে।

খ) কাজের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব।

গ) প্রাকৃতিক বিপর্যয় সমূহ।

ঘ) বাইরে থেকে নির্মাণ সামগ্রী আনয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুলতা।

ঙ) স্বল্পস্থায়ী কাজের মরশুম।

চ) নির্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত উপাদান সমূহের সময়মত যোগানের অপ্রতুলতা।

ছ) নানা ধরণের আন্দোলনের ফলে মেঘালয় ও আসামের ভেতর দিয়ে মাল আনানোর প্রতিবন্ধকতা।

ঝ) উগ্রপন্থী তৎপরতা।

ঞ) বাৎসরিক আর্থিক বরাদ্দের অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

Admitted Starred Question No. 312

Name of Member :— **Shri Rabindra Deb Barma**
And Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Power Department be Please to State.

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা কত এবং রাজ্যে বিদ্যুতের যোগান কত,

২। বর্ত্তমানে রাজ্যে দৈনিক কি পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে,

৩। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর জন্য সরকারের প্রতি মাসে কত টাকা ব্যয় হচ্ছে।

৪। বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কবে নাগাদ এই ঘাটতি পূরণ সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে বিদ্যুতের দৈনিক চাহিদা ৪৮ মেগাওয়াট এবং রাজ্যে বিদ্যুতের যোগান ৪৮ মেগাওয়াট।

২। রাজ্যে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ২৩ মেগাওয়াট।

৩। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিমাসে গড় পড়তা ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে।

৪। বিদ্যুতের ঘাটতি মেটানোর লক্ষে সরকার বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং নিচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ২০০০ সাল নাগাদ এই ঘাটতি পুরণে সম্ভব হবে।

Admitted Starred Question—316.

Name of Member :—**Shri Matilal Sarkar**

Will the Hon'ble Minister in-chaage of the Finance department be pleased to state :—

QUESTION

১। বিগত এপ্রিল, ১৯৯০ ইং হইতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ছয় শতাংশ হারে ডি, এ, প্রফিডেন্ট ফাণ্ডে দেওয়া হচ্ছে। তা বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কার্যাকরী না হওয়ার কারণ কি ?

Minister-in-charge of the Finance department :—Chief Minister

ANSWER

১। বিগত এপ্রিল, ১৯৯০ ইং হইতে যে শতাংশ হারে প্রদেয় ডি, এ, প্রফিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা দেওয়ার নিয়ম তাহা রাজ্য সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

Admitted Starred Question No. 328

Name of Member—**Shri Samar Chowdhuary.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Administrative Reforms department be pleased to state

Minister-in-charge of the department—Chief Minister.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে গত তিন বছরে অন্যায় ও দুর্নীতির সাহায্য সম্পদ বৃদ্ধির কারণে কত জনের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স নিয়োগ করা হয়েছিল?

২। অন্যায় ও বেআইনী পথে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য উক্ত তিন বৎসরে কতজন ব্যক্তি এই ভিজিল্যান্স কেইসে পরেছেন?

উত্তর

১। গত তিন বৎসরে ৪৪ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে আয়ের সহিত সামঞ্জস্যহীন সম্পদ বৃদ্ধির অভিযোগ ভিজিল্যান্স অরগানিজেসান পেয়েছে।

২। ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হয়েছে কিন্তু কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি বাকী অভিযোগগুলি তদন্তাধীন আছে।

পরিপূরক তথ্য :—

গত তিন বৎসরে ভিজিল্যান্স অরগানিজেসান ১২ জন গেজেটেড কর্মচারীসহ ৪৪ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে আয়ের সহিত সামঞ্জস্যহীন সম্পদ বৃদ্ধির অভিযোগ তদন্তের জন্য পেয়েছে। ৪ জন গেজেটেড কর্মচারী এবং ৭ জন নন গেজেটেড কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভি-যোগের তদন্ত ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। তদন্তে সবগুলি ক্ষেত্রেই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। বাকি ৮ জন গেজেটেড কর্মচারী সহ ৩৩ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তাধীন আছে।

Name of M. L. A. :— **Shri Nakul Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public works depeartment be pleased to State :—

প্রশ্ন

(১) ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত পূর্ত্ত দপ্তরের কাছে বিভিন্ন ঠিকেদার ও ঠিকেদারী সংস্থার পাওনা মোট কত টাকার বিল বকেয়া আছে;

উত্তর

প্রায় ৫, ৭৪, ৮৩, ০০০ টাকা।

প্রশ্ন

(১) ঐ বকেয়া বিল পরিশোধ না হওয়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন কাজ-কর্মে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কিনা ?

উত্তর

অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। তবে সময়মত পেমেণ্ট না করায় অনেক কাজের গতি মন্থর হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—335

Name of MLA. :—**Shri Nakul Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১৯৯০ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত রাজ্য সরকারের পূর্ত্ত, সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে বিভিন্ন ঠিকাদার ও ঠিকাদারী সংস্থা মোট কত টাকা পাওনা আছে; এবং

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন

ইহা কি সত্য যে, ঐসব পাওনা মিটিয়ে দিতে পারছেনা বলে ঠিকাদারগণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত নির্মাণ কা' অচল হয়ে আছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No.—346

Name of MLA. :— Sri Diba Chandra Hrangkhwal.

Sri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PWD. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে কুঞ্জবন টাউনশীপের বিভিন্ন কোয়ার্টারগুলি maintenance work এর জন্য কত টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল. এবং

উত্তর

১। কুঞ্জবন টাউনশীপের কোয়ার্টার maintenance work এর জন্য আলাদাভাবে কোন বরাদ্দ ধরা হয় না। কোয়ার্টার মেন্টেনান্সের জন্য ১৯৯০-৯১ আর্থিক বর্ষের জন্য আগরতলা ১নং ডিভিসনে মোট ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

২। উক্ত আর্থিক বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কি কি maintenance work এর কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে (কোয়ার্টারটাই ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

২। উক্ত আর্থিক বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কুঞ্জবন টাউনসিপ কোয়ার্টার maintenance work এর জন্য মোট ৯, ৩৪, ৮৩,৭০০ টাকা খরচ করা হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। ইহা কি সত্য যে গত এক বছর ধরে Complain করা সত্ত্বেও কোর্টায়ারগুলিতে কোন প্রকার maintenance work করা হয়নি।

উত্তর

৩। ইহা সত্য নহে।

প্রশ্ন :—সত্য হলে তাহার কারণ?

উত্তর :— ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted un-starred question No.—64

Name of Member—Shri Samar Chowdhuary.

The Hon'ble Miuister of Minor Irrigation will repply.

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে বর্তমানে ডিপ টিউবওয়েলের	১। রাজ্যে বর্তমানে সেচের জন্য ১০৫টি

মোট সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে পানীয় জলের জন্য ও কৃষিতে সেচের জন্য কত, (আলাদা হিসাব)

এবং পানীয় জলের জন্য ৩৯৮টি ডিপ টিউবওয়েল আছে।

২। গত ১৯৮৯-৯০ ইং বৎসরে এবং ১৯৯০- বৎসরে সেচের জন্য স্থাপিত কয়টি ডিপ টিউবওয়েল সেচের জন্য জন্য কত ঘণ্টা ব্যবহৃত হয়েছে,

২। গত ১৯৮৯-৯০ ইং এবং ১৯৯০-৯১ ইং সনে (৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যান্ত) সেচের জন্য মোট ১১ (এগার)টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপিত হয়। ১৯৯০-৯১ বৎসরে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ১১টি ডিপ টিউবওয়েল ৩,৯৯২ ঘণ্টা চালানো হয়।

এগারটি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্পের নাম :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	স্থান	কমিশনের তারিখ
১।	মোহনপুর	১। উজান ফটিকছড়া—	৩১-০-৯৩
২।		২। ভাটি— ফটিকছড়া—	২৬-২-৯০
		৩। কলকলিয়া—	২৬-২-৯০
২।	মেলাঘর	১। পোয়াং বাড়ী—	১-২-৯০
৩।	বগাফা	১। নাবিফাং—	৩১-৩-৯০
৪।	রাজনগর	১। কেশরী আর সফ—	৫-৫-৯০
৫।	মোহনপুর	১। গান্ধীগ্রাম—	২৯-৫-৯০
		২। লংকামুড়া বীনপাড়া—	২০-৬-৯০
		৩। হাতিপাড়া—	২৯-৮-৯০

প্রশ্ন

উত্তর

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	স্থান	কমিশনের তারিখ
৬।	তেলিয়ামুড়া	১। কামরাজ ময়দান—	৩১-৭-৯০

প্রশ্ন	২। উত্তর
	কৃষ্ণপুর— ৩১ ৭ ৯০
৩। কত উপজাতি পরিবারের কত পরিমান মোট জমিকে এই সেচ ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত করা হয়েছে?	৩। উপরি উক্ত ১১টি ডিপ টিউবওয়েল দ্বারা সেচের জন্য ৪৩০টি উপজাতি পরিবার উপকৃত হয় ও উপজাতিদের ১৯৬ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া হয়।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No.—65

Name of M. L. A. :— Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to strte :

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১ অর্থ বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ পথে বা রাস্তায় বড় পাকা ব্রীজ নির্মাণ করার ব্যাপারে কোন কর্মসূচী পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল কিনা এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছিল কিনা এবং।

উত্তর

১। না।

প্রশ্ন

২। ১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক বৎসরে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বড় পাকা ব্রীজ তৈরী করার ব্যাপারে পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধ করা হয়েছে, এবং।

উত্তর

২। ক) আগরতলা—উদয়পুর—মনুবাজার সড়ক।

খ) বিশ্রামগঞ্জ—সোনামুড়া সড়ক।

গ) উদয়পুর—অমরপুর—তেলিয়ামুড়া সড়কে পাকা ব্রীজ তৈরী করার জন্য ১৯৯১-৯২ ইং বর্ষে পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে কোন কোন রাস্তায় পাকা ব্রীজ নির্মাণের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন, এবং

উত্তর

৩। আগরতলা—এয়ারপোর্ট রাস্তা, আগরতলা—মনুবাজার রাস্তা ও বগাফা—বিলোনীয়া রাস্তার উপর মোট ১২টি পাকা ব্রীজ নির্মাণ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছেন।

প্রশ্ন

৪। কি কি সর্ত্তে (কণ্ডিশান) রাজ্য সরকারকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

৪। কোন সর্ত আরোপ করা নাই।

Admitted Un starred Question No. 71

Name of M.L.A—**Shri Samar Chowdhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কোন কোন resource থেকে কত টাকা সরকার নিয়ন্ত্রিত তহবিলে এনেছেন।

২। এই তহবিলে কত টাকা ঋণ কর্তৃক সংগৃহীত ?

৩। কোন কোন ঋণদাতা সংস্থার নিকট থেকে কত টাকা বর্তমানে রাজ্য সরকার ঋণের দ্বারা দায়বদ্ধ রয়েছে এবং এই সকল ঋণের সুদের হার কত এবং শর্ত্তাবলী কি ?

ANSWER

Shri S. R Majumder (Cheif Minister)
Minister-in-charge of Finance Department.

১। নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল।

(Consolidated Fund)

	(Actuals) ১৯৮৯-৯০	(Revised Estimate) ১৯৯০-৯১
Tax Revenue—	21,27,90,000	20,86,00,000
Non Tax Revenue—	15,99,03,000	19,01,00,000
Grants-in-Aid and Contribution From Central Govt.— (including NEC & CSS)	3,89,72,37,000	5,04,76,59,000
Public Dept. (i,e, Loans and Advance including receoveries)	1,70,26,63,000	47,64,00,000
	5,97,25,93,000	5,92,27,59,000

২।	1989—90	1990—91
	1,69,58,15,000	88,47,14,000

৩। ঋণদাতা সংস্থার নিকট জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কত ঋণ আছে তাহার হিসাব নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল :—

ঋণদাতা সংস্থার নাম	ঋণের টাকা	সুদের হার এবং শর্তাবলী
Life Insurance Corporation of India, Bombay	12,86,62,848	৭½% থেকে ১১% পর্য্যন্ত
National Insurance Co. Ltd.	3,04,80,000	(২৫ বৎসর মেয়াদী ঋণ)
New India Assurance Co. Ltd.	96,06,324	
General Insurance Corporation of India	37,60,000	৮·৫% /৯·৭৫% (১৫ বৎসর মেয়াদী ঋণ)
The Oriental Fire and General Insurance Co. Ltd	18,66,669	৮·৫% (১৫ বৎসর মেয়াদী)
The United India Assurance Co. Ltd.	60,00,000	৯·৭৫% (১৫ বৎসর মেয়াদী)
National Bank for Agriculture and Rural Devlopment	59,96,000	৬% (১০ বৎসর মেয়াদী)
National Co-operative	3,71,23,000	৮·২৫%, ৮·৭৫%, ৯·২৫%, ৯·৭৫% এবং ১০·৭৫%, (৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১১, এবং ১৪ বৎসর মেয়াদী)
Rural Electrification	27,07,84,450	৬·২৫%, ৬·৫০%, ৭%, ৭·২৫%, ৮%, ৮·৭৫%, ৯·৭০%, ১০%, ১০·২০% এবং ১১·৫০% (বিভিন্ন বৎসর মেয়াদী ঋণ)

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No.—85
Name of Member :—**Shri Samar Chowdhury.**

প্রশ্ন

১। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীগণের জন্য ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ ডিসেম্বর পর্যান্ত সময়ে কত টাকা T. A. বাবদ ব্যয় হয়েছে,

উত্তর

১। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীগণের জন্য ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ (ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত) সময়ে ভ্রমণ ভাতা বাবদ মোট নিম্নরূপ :—

আর্থিক বৎসর	ব্যয়
১৯৮৮—৮৯	টাঃ ৫, ৬৫, ৩০৮, ২০
১৯৮৯—৯০	টাঃ ৬, ৩৮, ৩৯৭, ৫০
১৯৯০—৯১ (ডিসেম্বর মাস পর্য্যান্ত)	টাঃ ৬, ৬১, ০৬৫, ০০
মোট	টাঃ ১৮, ৬৪, ৭৭১,০০

Adnitted Un-Starred Question No.—86
Name of the Member :—**Shri Samar Chowdhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the political Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ জানুয়ারী থেকে ১৯৯০ অক্টোবর এই সময়ে রাজ্যের কোন মহকুমায় কতজন প্রার্থীকে By Registration Citizenship Certificate issue করা হয়েছে,

২। কতজন প্রার্থীর Certificate এর আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে,

৩। D. M এবং S. D. O—দের নিকট Citizenship Certificate—এর জন্য ১৯৯০ অক্টোবর মাস পর্য্যান্ত কত আবেদন পত্র জমা আছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৬ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে By Registration Citizenship Certificate প্রদানের ক্ষমতা ভারত সরকার স্বহস্তে নিয়ে নিয়েছেন। কাজেই ঐ তারিখের পর হইতে রাজ্য সরকারের By Registration Citizenship Certificate issue করার ক্ষমতাই নাই। ভারত সরকার ১৯৮৮ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৯০ইং সনের অক্টোবর পর্যন্ত By Registration মোট ৬ (ছয়) জনকে Citizenship Certificate প্রদান করেছেন।

২, NIL

৩। ১৯৯০ ইং সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ১৪২৮টি আবেদন পত্র জমা আছে। জেলা-ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

পশ্চিম জেলা

ক) জেলা শাসকের অফিস— ৫টি

খ) সদর S, D. O অফিস— ৭০টি

গ) S. D. O, Sonamura— ৯টি

ঘ) S. D, O, Khowai— ৩টি

মোট—৮৭টি

দক্ষিণ জেলা

ক) S. D .O., Amarpur—১৯০টি

খ) S. D .O., Belonia—৫৪৬টি

গ) S. D .O., Sabroom—১২৫টি

ঘ) S. D. O., Udaipur—৪৮০টি

ঙ) S. D. O., Gandacherra—NIL

মোট—১, ৩৪১টি

উত্তর জেলা NIL

সর্বমোট—১, ৪২৮টি

ADMITED UN-STARRED QUESTION NO. 87

Name of M L A. :— **Shri Samar Chowdhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state—

১। ১৯৯০-৯১ বৎসরের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত সময়ে কোন কোন মাসে রাজ্য সরকার over draft এ টাকা তুলেছিলেন তাহার হিসাব।

২। এই সময়ে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত কত টাকা কোন দপ্তরের ব্যয় হয়েছে।

৩। এই সময়ে রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের পরিমান কত এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কত ব্যয় হয়েছে।

ANSWER

Shri Sudhir Rn. Majumder (Chief Minister)

Minister-in-Charge of the Finance Department :

উত্তর

১। এপ্রিলে ১ বার, মে-তে ৩ বার, জুনে ৫ বার, জুলাইতে ১ বার ও আগষ্ট মাসে ২ বার। সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়ে একবারও না।

২। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত সময়ের ব্যয়ের হিসাব এ,জির নিকট হইতে পাইলে এই ব্যাপারে বলা যাইতে পারে।

Admitted un-starred Qurstion No.—89

Name of Member—**Shri Samar Chowdhury.**

The Hon'ble Minister of Medium Irrigation will repply.

প্রশ্ন	উত্তর
১। খোয়াই নদী এবং উত্তর ত্রিপুরায় মনু নদীতে ইরিগেশন প্রজেকট দুটির কোন সময়ে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল,	১। প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুসারে কার্য্যারম্ভের পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকল্পগুলি শেষ করার কথা ছিল। পশ্চিম ত্রিপুরার খোয়াই নদীর চাকমা ঘাটের প্রকল্পটি ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে স্থাপন হয় এবং কার্য্যারম্ভ হয় ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে। সেই অনুসারে প্রকল্পটি সম্পন্ন

প্রশ্ন	উত্তর
	হওয়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে। উত্তর ত্রিপুরার মনু নদীর নালকাটার প্রকল্পটি ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যাংশন হয় এবং কার্যারম্ভ হয় ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে। সেই অনুসারে প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে।
২। এই দুটি প্রজেকটের এসটিমেটেট কসট্ কত ধরা হয়েছে,	২। ওরিজিন্যাল এসটিমেট্ অনুযায়ী খোয়াই প্রজেক্ট এর এসটিমেটেট্ কষ্ট ছিল সাত কোটি দশ লক্ষ টাকা এবং মনু প্রজেক্টের ছিল আট কোটি আঠার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা। কিন্তু কার্যারম্ভের প্রায় পাঁচ বৎসর দেরী হওয়াতে রিভাইজড এসটিমেটেট কস্ট ১৯৯০ সালের ভিত্তিতে ১৯৯৪-৯৫ সালে শেষ হওয়ার সময়ে যথাক্রমে ৪০·০৬ কোটি এবং ৩৩·২৮ কোটি টাকা।
৩। এই দুটি প্রজেক্ট এর বর্তমানে অগ্রগতি কতটুকু,	৩। খোয়াই ব্যারেজের ৭ (Bay)র মধ্যে ৩½ বে (Bay) পর্যন্ত এবং মনু ব্যারেজের ৬ (Bay) এর মধ্যে ৩½ বে(Bay) পর্যন্ত মোটামুটি শেষ হয়েছে। বাকী অংশের কাজও পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ব্যারেজ প্রপার দুটি ১৯৯২-৯৩ সাল নাগাদ শেষ হবে আশা করা যায়। ক্যানেলের কাজ ১৯৯৫ সাল নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন	উত্তর
৪। কতদিনে এই নির্মান কার্য্য শেষ হবে বলে রাজ্য সরকার মনে করেন ?	৪। আশা করা হচ্ছে উভয় প্রজেক্টের কাজই অষ্টম পরিকল্পনায় অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে শেষ হবে।

Admitted un-starred question No.—90

Name of Member —**Shri Samar Chowdhury.**

The Hon'ble Minister of Midium Irrigation will repply.

প্রশ্ন	উত্তর
১। উদয়পুর মহারাণী প্রোজেক্টের দ্বারা বর্তমানে কত পরিমান কৃষি জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে,	১। এখন পর্যন্ত উদয়পুর মহারাণী প্রজেক্টের দ্বারা মোট ১০০০ হেক্টর (নেট) জমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে।
২। প্রোজেক্টটি কত জমিতে জলসেচের জন্য নির্মিত হয়েছিল,	২। প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ হলে মোট ৪৪৮৬ হেকটর (নেট) জমি জল সেচের আওতায় আসবে বলে প্রজেক্ট রিপোর্টে ধরা হয়েছিল।
৩। প্রোজেক্টটির বর্তমানে বাৎসরিক রেকারিং একস্পেনডিচার কত হচ্ছে (গত তিন বছরের হিসাব)	৩। যেহেতু প্রজেক্টের কাজ এখনও শেষ হয়নি, সেই জন্য এখন পর্যন্ত সব খরচই প্রজেক্টের বরাদ্দ (প্ল্যানখাত) থেকে ব্যয় করা হয়েছে এবং রেকারিং এক্সপেনডিচার বলে আলাদা কোন খরচ হয়নি।

Admitted un-starred *Q*uestion No.—94

Name of Member :—**Shri Diba Chandra Hrangkhwal**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the power Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা.ছাওমনু টি, ভি, ব্লকে ১৯৮৯—৯০ এবং ১৯৯০—৯১ সনে কোন

কোন গ্রামে এবং কত কিঃ মি পাওয়ার লাইন একসটেনসান করা হয়েছে (গ্রামের নামসহ হিসাব)

এবং

২। ১৯৯১—৯২ ইং সনে উক্ত ব্লকে আরও মোট কোন কোন গ্রামে এবং কত কিঃ মিঃ পাওয়ার লাইন এক্সটেনসান করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে? (গ্রামের নামসহ)

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরা ছাওমনু টি, ডি, ব্লকের ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯০-৯১ ইং সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রামের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে তার কিলোমিটার সহ গ্রামের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৮৯-৯০ ইং সনের হিসাব :—

গ্রামের নাম	সেন্সাস কার্ড নং	এস.টি লাইন	এল.টি কিঃ মিঃ	সাবষ্টেসান
১। কুমারী রোয়াজা পাড়া	৪২২	০'৭৫	১'০০	২৫ কে.ভি
২। ললিত দেওয়ান পাড়া	৪২১	—	১'০০	—
৩। মধুমঙ্গল চৌধুরী পাড়া	২৩৪	১'০০	২'৭৫	২৫ „
৪। জারমানী রোয়াজা পাড়া	৪২৫	—	১'০০	—
৫। রাধারমণ পাড়া	২২৮	১'০০	২'০০	২৫ কে.ভি
	মোট—	২'৭৫	৭'৭৫	২৫— ৩ টা

১৯৯০-৯১ ইং সনের হিসাব (নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত)

গ্রামের নাম	সেন্সাস কার্ড নং	এস.টি লাইন	এল.টি কিঃ মিঃ	সাবষ্টেসান
১। পদ্মসিং রিয়াং পাড়া	৪২০	—	১'৬	কে, ভি
২। সাধুরাম ত্রিপুরা পাড়া	৪৪৯	—	১'৪	
৩। চক্রমনি রোয়াজা পাড়া	২৬১	২'০০	২'৫	২৫ কে,ভি
৪। লক্ষ্মীজয় রিয়াং পাড়া	২৫৮	২'০০	২'০০	২৫ „
৫। কুমারধন রোয়াজা পাড়া	২৫৯	২'০০	২'৫	২৫ „
৬। সূর্য্যকুমার রোয়াজা পাড়া	২৬০	২'০০	২'০০	
৭। কৃষ্ণজয় চৌধুরী পাড়া	২৩৭	৩'০০	৩'০০	২৫ „

গ্রামের নাম	সেন্সাস কার্ড নং	এস,টি	এল,টি	সাবষ্টেশান
৮। বিক্রম চৌধুরী পাড়া	২৩৮	৩'০০	২'৫	২৫ কে,ভি
৯। চাম্পুরাম চৌধুরী পাড়া	২৪০	৩'০০	০'৫	২৫ „
১০। নারায়ণ চৌধুরী পাড়া	২৪১	৩'০০	২'৫	২৫ „
মোট—		২০'০০	২৩—৫	২৫—৭ টা

সর্বমোট এস,টি লাইন— ২২'৭৫ কি: মি:

২। এল, টি, লাইন— ৩১'২৫ কি: মি:

৩। সাব ষ্টেশান— ২৫ কে,ভি এ ১০টি

২। ১৯৯১-৯২ সালের পরিকল্পনা এখনও তৈয়ারী হয় নাই।

Admitted un-starred question No.—101

Name of Member :—**Shri Makhanlal Chakraborty**

The Hon'ble Minister Minor Irrigation will repply.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের কত পরিমাণ জমি জলসেচের আওতায় এসেছে,

উত্তর

১। (৩১-১২-৯০ ইং পর্যন্ত) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প দ্বারা রাজ্যের যেসব জমি জলসেচের আওতায় এসেছে, তাহার পরিমাণ ৪৪ ৭২৩ হেক্টর (নেট)। এছাড়া গোমতী মাঝারী প্রকল্পের আরও ১০০০ হেক্টর (নেট) জমি জলসেচের আওতায় এসেছে।

২। ১৯৯১-৯২ আর্থিক বৎসরে আরও কত পরিমাণ জমি জলসেচের আওতায় আনা হবে, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ও স্কীমের নাম, স্থানের নাম (যেমন মাইনর ইরিগেশন, ডাইবার্শান, স্কীম ও ডিপ টিউবওয়েল ইত্যাদি),

২। ১৯৯১-৯২ আর্থিক বৎসরে আরও ৪০০০ হেক্টর জমি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প দ্বারা জলসেচের আওতায় আনা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি ১৯৯১-৯২ সালের মধ্যে চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। (ব্লক ভিত্তিক হিসাবে নিম্নে দেওয়া হইল) :—

প্রশ্ন

উত্তর

ক) ডিপ টিউবওয়েল :—

ব্লকের নাম	স্কীমের নাম	সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ
বিশালগড় ব্লক	নর্থ চড়িলাম	২০ হেকটর
ঐ	খাস মধুপুর	২০ "
ঐ	রাউথখোলা	২০ "
ঐ	চারিপাড়া	২০ "
ঐ	নারাউরা	২০ "
ঐ	মধ্য লক্ষ্মীবিল	২০ "
ঐ	চন্দ্রনগর, ২নং	২০ "
ঐ	এন সি কলোনী	২০ "
ঐ	ঘনিয়ামারা (ধ্বজনগর)	২০ "
মোহনপুর ব্লক	নন্দননগর	২০ হেক্টর
ঐ	দিবালিয়া বিনপাড়া	২০ "
ঐ	ভাগলপুর	২০ "
ঐ	সুরমালুঙ্গা	২০ "
ঐ	সাতত্বরিয়া	২০ "
ঐ	চন্দ্রপুর	২০ "
ঐ	ভাণ্ডারীমুড়া	২০ "
মেলাঘর ব্লক	বাগবের	২০ "
ঐ	ভাটি কলমছড়া	২০ "
ঐ	চণ্ডীগড়	২০ "

প্রশ্ন

উত্তর

ব্লকের নাম	স্কীমের নাম	সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমান
মাতারবাড়ী	পালাটামা	২০ হেক্টর
ঐ	মুড়াপাড়া	২০ ”
ঐ	গর্জনমুড়া ২ নং	২০ ”
ঐ	তোতাবাড়ী ২ নং	২০ ”
সাতচাঁন্দ ব্লক	শ্যামাপ্রসাদ কলোনী	২০ ”
ঐ	রুপাইছড়ি	২০ ”

খ) এল, আই স্কীম :—

ব্লকের নাম	স্কীমের নাম	সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমান
বিশালগড় ব্লক	কে,কে, নগর	৫৬ ”
ঐ	উত্তর রাউথখোলা	৫৬ ”
ঐ	রাংগাপানিয়া	৪০ ”
ঐ	উত্তর রঘুনাথপুর	৪০ ”
ঐ	কদমতলী	৫৬ ”
ঐ	টাবরিয়া	৭৫ ”
ঐ	শিবনগর	৫৬ ”
ঐ	নদীলাক	৪০ ”
ঐ	নয়াপাড়া	৭৬ ”
ঐ	রায়েরমুড়া	১০০ ”
ঐ	গুলিরাইবাড়ী	৮৬ ”
মেলাঘর ব্লক	ব্রাণতলী (পশ্চিম পাড়)	৩৫ ”
ঐ	বেজীমাড়া	১১২ ”
ঐ	বগাবাসা	৫২ ”
ঐ	কলমখেত	৫৬ ”
ঐ	বটতলী	৬০ ”
ঐ	চকবস্তী	২৬ ”

প্রশ্ন	উত্তর		
	ব্লকের নাম	স্কীমের নাম	সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ
	মোহনপুর ব্লক	বামুটিয়া	৪০ "
	ঐ	কামুকছড়া	৮৮ "
	তেলিয়ামুড়া ব্লক	হাওয়াইবাড়ী	৩৫ "
	ঐ	মোহরমুড়া	১৪ "
	ঐ	পূর্ব কুঞ্জবন	৩৫ "
	খোয়াই ব্লক	উত্তর পদ্মবিল	৩০ "
	বগাফা ব্লক	অপুর খামার	২৪ "
	ঐ	চরকবাড়ী	৮০ "
	ঐ	কুইফাং	২৪ "
	ঐ	পশ্চিম মুহুরীপুর	৩০ "
	ঐ	হিছাছড়া	২২ "
	মাতারবাড়ী ব্লক	সমতল গকুলপুর	৩৬ "
	ঐ	উত্তর ফোটামাটি	১৮ "
	ঐ	মিরজামাঠ	৪০ "
	ঐ	পূর্ব কুপিলং	৬০ "
	রাজনগর ব্লক	উত্তর সোনাইছড়ি	৫৬ "
	ঐ	শ্রীরামপুর	৪৬ "
	ঐ	চিতমারা ২ নং	৪০ "
	সাতচান্দ ব্লক	ব্রজেন্দ্রনগর	৪৮ "
	ঐ	লীলাগড় চা বাগান	৬০ "
	ডম্বুরনগর ব্লক	জগবন্ধু পাড়া	২০ "

প্রশ্ন

উত্তর

ব্লকের নাম	স্কীমের নাম	সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমান
অমরপুর ব্লক	নাগ্রাইবাড়ী	৪০ হেক্টর
ঐ	নাগ্রাইবাড়ী বাজার	৩০ ,,
ঐ	পূর্বমানিক্য	২০ ,,
ঐ	যাদববাড়ী	২০ ,,
ঐ	দক্ষিণ চেলাগাং	২০ ,,
ঐ	মালামকুয়া	২৮ ,,
ঐ	বাঙ্গাবী সমগুলপাড়া	২৮ ,,
ঐ	খেদারনাল	৩০ ,,
ঐ	উত্তর একছড়ি	৩০ ,,
ঐ	নাগ্রাই বাজার ২নং	৩০ ,,
ঐ	উত্তর তৈসালং	৩০ ,,
পানিসাগর ব্লক	রামনগর	৬৪ ,,
ঐ	বকবকি	৩০ ,,
ঐ	সোনারোপাসা	৪০ ,,
ঐ	রাজনগর	৩০ ,,
ঐ	কালিকাপুর	২৫ ,,
ঐ	ব্রজেন্দ্রনগর	৪০ ,,
ঐ	পালগাঁও	৩৩ ,,
ঐ	দক্ষিণ তিলথৈ	৩৫ ,,
ঐ	হালামবস্তী	৪০ ,,
ঐ	দক্ষিণ পদ্মবিল	২৫ ,,
ঐ	দোরাঙ্গাছড়া	৩০ ,,
ঐ	কুকানালা	২০ ,,

প্রশ্ন

উত্তর

ব্লকের নাম	স্কীমের নাম	সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ
সালেমা ব্লক	কুলাই হাওর	৩৫ হেক্টর
ঐ	দক্ষিণ মানিকভাণ্ডার	৪৮ ,,
ঐ	হরিণমারা ২ নং	৪০ ,,
ঐ	চুলুবাড়ী	১১০ ,,
ঐ	পূর্ব নালীছড়া	২৫ ,,
ঐ	চাঁনকাপ	৪০ ,,
ঐ	মধ্য কচুছড়া	৪০ ,,
কুমারঘাট ব্লক	পাপিয়াছড়া	৪০ ”
ঐ	দক্ষিণ এমরাপাসা	৪০ ”
ঐ	সরকার পাড়া	৪০ ”
ঐ	উত্তর এমরাপাসা	৪০ ”
ঐ	ছঘরিয়া	৩০ ”
ঐ	রাঙ্গাউটি	৪০ ”
ঐ	সিঙ্গারবিল	২৮ ”
ঐ	ধনবিলাশ	৩৮ ”
ঐ	বলেহর	৩৬ ”
কাঞ্চনপুর ব্লক	শান্তিপুর	৪০ ”
,,	কৃষ্ণটিলা	৪৪ ,,
,,	করইছড়া	৫৪ ,,
ছামনু ব্লক	চক্রমনি রোয়াজা পাড়া	৪০ ,,
”	ছামনু	৪৮ ,,
”	করাতিছড়া	৩৪ ,,
,,	মাছলীমুখ	২৮ ,,

গ) ডাইভারশন স্কীম :—

সালেমা ব্লক	পূর্ব ডলুছড়া	৬০ হেক্টর

প্রশ্ন	উত্তর
৩। ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর থানাধীন সর্বং ছড়ায় ডাইভারশন স্কীমটি এখনও সম্পন্ন না হওয়ায় প্রায় ১৫০০ শত কানি জমির কৃষক বিপন্ন হয়ে পরেছে,	৩। সর্বংছড়া ডাইভারশন স্কীমটি শীঘ্রই চালু করা হইবে এবং কাঁচা ড্রেইনের মাধ্যমে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইবে। পাকা ড্রেইনের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে আশা করা যায়।
৪। সত্য হইলে এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?	৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-sterred question No. 117

Name of Member—**Shri Badal Chowdhury.**

Mintster-in-Charge of the S. A. Department

Chief Minister, Tripura

Shri Sudhir Ranjan Majumder

To be replied on :— 11-2-1991

প্রশ্ন

১নং ১৯৮৮ ইং ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কতবার দিল্লী গিয়েছেন এবং তাতে মোট কতদিন অবস্থান করেছেন,

উত্তর

১৯৮৮ ইং ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোট ৩৩ (তেত্রিশ) বার দিল্লী গিয়েছেন এবং (একশত ছেচল্লিশ) দিন সেখানে অবস্থান করেছেন।

প্রশ্ন

২নং মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লী আসা যাওয়ার জন্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

মোট টাঃ ১,৪০, ৫১৭.০০ ব্যয় হয়েছে।

Admitted Un-starred question No. 132

Name of Member— **Shri Samar Chowdhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to State :—

QUESTION

১। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কনজিউমারস প্রাইস ইনডেক্স গত ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ কত হারে বৃদ্ধি হয়েছে।

ANSWER

১। প্রাপ্তি সাধ্য (availabele) তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০ ইং হতে অক্টোবর ১৯৯০ ইং পর্য্যন্ত বৃদ্ধির গড় হার ৯.২৭%।

Name of M. L. A. :— :—**Shri Matilal Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬ ইং সনের এপ্রিল হতে ১৯৯০ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ডিপোজিট ওয়ার্ক বাবদ পূর্ত্ত দপ্তরে বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ের জমা দেয়া অর্থের পরিমান কত; এবং

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন

২। তন্মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং সন পর্য্যন্ত অব্যয়িত অর্থের পরিমান কত;

উত্তর

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question—143.
Name of Member :—**Shri Bidya DebBarma.**
Hon'ble Minister of Minor Irrigation will repply.
Date Fixed on 11-2-91.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৯ সনের এপ্রিল হবে ১৯৯০সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত টিলা ভূমিতে জল সেচের জন্য নূতন করে কয়টি স্কীম মঞ্জুর করা হয়েছে,	১। শুধু টিলাভূমিতে জলসেচের কোন পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয় নাই, তবে উচু সমতল ভূমি এবং তৎসংলগ্ন চাষযোগ্য কিছু টিলা ভূমিতে জল সেচের জন্য ৪টি ডিপ টিউবওয়েল স্কীম ঐ সময়ের মধ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে। স্কীমগুলির নাম— ১। ডিমাতলি ডিপ টিউবওয়েল স্কীম (রাজনগর) ২। ভৈরব নগর " " " ৩। কঙকন নগর " " " (মেলাঘর) ৪। চৌমুহনী পাড়া ডিপ টিউবওয়েল (বিশালগড়)
২। এর মধ্যে কয়টি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য	২। উপরোক্ত কোন স্কীম উপজাতি এলাকার মধ্যে অবস্থিত নয়।
৩। স্কীমগুলির মধ্যে কয়টি চালু করা হয়েছে?	৩। ঐ স্কীমগুলির কোনটি এখনও চালু করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Un-starred question No. 144
Name of Member :— Bidya Ch. Deb Barma
The Hon'ble Minister of P. H. E. Will repply.
Dated Fixed-11-2-81.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৯ সনের এপ্রিল থেকে ১৯৯০ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা ত্রিপুরার কয়টি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের স্কীম মঞ্জুর করা হয়েছে (পূর্বের বছরের বকেয়া স্কীম বাদে	১। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯০'র ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৭টি পানীয় জল সরবরাহের স্কীম মঞ্জুর করা হয়েছে।
২। স্কীমগুলির নাম ও অবস্থানের বিবরণ,	১। স্কীমগুলির নাম ও অবস্থান নীচে দেওয়া গেল—

		স্থান—
১।	গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প	জাংগালিয়া, বিশালগড়
২।	ঐ	ঐ দক্ষিণ ভারতচন্দ্র নগর (রাজনগর ব্লক
৩।		গর্দাং (বগাফা)
৪।	ঐ	দক্ষিণ চেলাগাং (অমরপুর)
৫।		কৃষ্ণনগর (রাজনগর)
৬।		কোয়াইফাং (বগাফা)
৭।		উত্তর চেলাগাং (অমরপুর)
৮।		দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর (রাজনগর)
৯।		বুড়াতলী (সাতচাঁন্দ)

প্রশ্ন

১০।	দমদমিয়া (মোহনপুর)
১১।	মুড়াবাড়ী (বিশালগড়)
১২।	ইন্দুরিয়া (মেলাঘর)
১৩।	চন্দ্রপুর (পানিসাগর)
১৪।	মহাশক্তি (যোগেন্দ্রনগর)
১৫।	(বিশালগড়)
১৬।	বাগবাড়ী ভূমিহীন কলোনী (মোহনপুর)
১৭।	নবীননগর (বিশালগড়)
১৮।	ইন্দ্রনগর-আগরতলা (মোহনপুর)

৩। তন্মধ্যে কয়টি চালু করা হয়েছে ?

৩। তন্মধ্যে ৩টি স্কীম এখন পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হয়েছে তথ্য—

১। দমদমিয়া

২। যোগেন্দ্রনগর মহাশক্তি ও

৩। জাংগালিয়া।

বাকী অধিকাংশ স্কীমগুলি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ পেলে চালু করা সম্ভব হবে।

Name of the M.L.A. :— Shri Matilal Sarkar
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state. :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯১ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত deposit work এর জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন বে-সরকারী বিদ্যালয়ে কত টাকা পূর্ত দপ্তরে অব্যয়িত অবস্থায় জমা আছে; এবং

১। তথ্য সংগ্রহাধীন

প্রশ্ন

২। তন্মধ্যে পাঁচ বছরের অধিক সময় ধরে জমা অথচ অব্যয়িত এরূপ অর্থের পরিমান কত ?

উত্তর

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE—"C"

Admitted Postpond Un-starred question No. — 1

Name of Member :— 1. **Shri Ratanlal Ghosh.**
2. **Shri Samar Chowdhury.**
3. **Shri Gopal Ch. Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment, Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৯০ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্যান্ত Regular, D, R, W, Contingent, fixed Pay তে মোট কত জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। এই চাকুরী প্রাপ্তদের মধ্যে কত জন তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

Minister-in-charge of the
Manpower & Employment Department :— **Shri Arun Kr. Kar.**

উত্তর

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৯০ সনের আগষ্ট মাস পর্যান্ত Regular D. R. W. Contingent এবং Fixed Pay তে মোট ১২,০৭২ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure—Aতে দেওয়া গেল।

২। উক্ত ১২,০৭২ জন চাকুরী প্রাপকের মধ্যে তপশিলী জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) তপশিলী জাতি :— ১৭৮২।

তপশিলী উপজাতি :— ২৫৩৬ জন।

ANNEXURE—"A"

SL. NO.	Name of the Department	Total of employment made upto August, 90 coalition Government.	No. of ST	No. of SC
1.	Director of Agriculture	1,475	289	470
2.	Director of Settlement	191	111	27
3.	Director of Health Service	954	215	135
4.	Director of Refuge Relief	36	—	—
5.	Director of Fisheries	62	39	18
6.	Director of Research	2	—	2
7.	Director of Welfare for ST.	84	41	10
8.	Director of Welfare for SC.	4	—	3
9.	Director of E.S.M.P.	12	1	2
10.	Director of Higher Education	47	3	5
11.	Director of School Education	2,390	387	62
12.	Director of Social Education	274	21	15
13.	Director of Industries	58	28	8
14.	Director of Animal Husbandary	245	64	85
15.	Director of Panchyet Raj	120	21	32
16.	Director of Printing Stationery	64	13	10
17.	Director of Information & Torisam	159	29	24
18.	Director of Food & Civil Supply	158	48	22
19.	Director of Fire Service	147	52	36

SL. NO.	Name of the Department	Total of employment made upto August, 90 coalition Government.	No, of ST	No, of SC
20.	Director of Planning	23	9	2
21.	Director of Civil Defence	1	—	—
22.	Director of Small Savings	12	4	1
23.	Director of Statistics	20	4	3
24.	Director of T.R. & P.G.P.	42	23	9
25.	Labour Commissioner	8	4	2
26.	Director Co-operative Society	63	36	7
27.	Cheif Engineer P.W.D.	925	160	127
28.	Cheif Engineer, Power	313	70	31
29.	Cheif Engineer (MIFC)	937	243	56
30.	District Magistrate (West)	37	6	6
31.	District Magistrate (North)	20	—	—
32.	District Magistrate (South)	19	4	2
34.	District Register West	—	—	—
34.	District Register North	—	—	—
35.	District Register South	8	2	4
36.	District Session Judge (West)	—	—	—
37.	District Session Judge (North)	62	12	5
38.	District Session Judge (South)	—	—	—

SL. NO.	Name of the Department	Total of employment made upto August, 90 coalition Government.	No. of ST	No. of SC
39.	Excise Collector, (West)	2	—	—
40.	Excise Collector (North)	1	—	—
41.	Excise Colletor (South)	3	—	—
42,	Director General Police	1815	288	346
43.	P.C.C. Forest	151	88	41
44.	Public Service Commission	8	4	1
45.	Town Country Planner	1	1	—
46.	Dy. Transport Comm. (Transport)	2	—	1
47,	Factories & Boilers	14	2	1
48.	Commissioner of Taxes	9	—	—
49.	Rajya Sainik Board	—	—	—
50.	Controller Weights & Masures	44	11	5
51.	Chief Electoral Office	1	—	—
52.	Science & Technology	44	11	8
53.	Department of Inquiries	—	—	—
54.	Vigilance Organisation	1	—	1
55.	Director I,R,D,P,	4	—	—
56.	S.A. Department	271	62	47

SL. NO.	Name of the Department	Total of employment made upto August, 90 coalition Government.	No. of ST	No. of SC
57.	Law Department	11	—	1
58.	R.E.D. North Kumarghat	4	1	—
59.	R.E.D. West	14	5	—
60.	R.E.D South	4	—	—
61.	Evaluation Orgn.	8	6	2
62.	C.M's Secretariat	1	—	—
63.	Governor's Secretariat	1	—	—
64.	I.G. Prisons	8	2	—
65.	Finance Department	—	—	—
66.	Executive Engineer (Elec)	5	—	—
67.	Executive Engineer (Elec) Division—IV	11	3	2
68.	Project Director DRDA, UDP	1	—	—
69.	Women College	2	—	—
70.	Executive Engineer (Electrical) Division IV UDP.	4	—	—
71.	Block Development Officer (Kumarghat)	25	—	—
72.	Block Development Officer (Salema)	5	—	—
73.	Sports Directorate	7	—	1

SL. NO.	Name of the Department	Total of employment made upto August, 90 coalition Government.	No. of ST	No, of SC
74.	Block Devlopment Officer (Panisagar)	1	—	—
75.	Tripura Rehabilation & Plantation Corrp.	171	66	15
76.	Tripura Forest Dev. Plantation	13	4	1
77.	Seh Castes Dev. Coorporation	12	7	5
78.	Agartala Municipality	272	23	56
79.	Block Development Officer Chhamanu	3	3	—
80.	Controller Supplies Cal.	27	—	3
81.	Notified Kamalpur	16	—	2
82.	Tripura Engineering College	6	1	1
83.	T.R.T.C.	88	9	11
	Notified Dharmanagar	9	—	1
	GRAND TOTAL :	12,072	2,536	1,782

ADMITTED UN-STARRED POSTPOND QUESTION.—27

Name of M.L.A's:— **Shri Dipak Nag.**
Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to State :—

১। ১৯৭৮-৮৭ এই দশ বৎসরে কয়টি বিদ্যালয় গৃহ, বাজার ও সরকারী প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয় গৃহ ছাড়া) আগুনে পোড়া গিয়াছে বা পোড়ানো হয়েছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৮৮ ইং সনে জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যান্ত রাজ্যে অগ্নিকাণ্ডে মোট কতটি স্কুল গৃহ, সরকারী প্রতিষ্ঠান, বাজার সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। উপরোক্ত সময়ে অগ্নিকাণ্ডে স্কুলগুলির কি পরিমান সম্পদ, শিক্ষা সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, (টাকার অংকে হিসাব)

MINISTER-IN-CHARGE :— ANSWER

১। ৩০৩ (তিনশত তিনটি) বিদ্যালয় গৃহ;

(বৎসর ভিত্তিক হিসাব :— ১৯৭৮—১৯টি, ১৯৭৯—২০টি, ১৯৮০— ৪৭টি, ১৯৮১—৩৩টি, ১৯৮২—২৫টি, ১৯৮৩—৩২টি, ১৯৮৪—৩৬টি, ১৯৮৫—৪১টি ১৯৮৬—২৯টি এবং ১৯৮৭—২১টি)

২। ৪৬ (ছিচল্লিশটি) বিদ্যালয় গৃহ;
(বৎসর ভিত্তিক হিসাব :— ১৯৮৮—২১টি, ১৯৮৯—১৫টি এবং ১৯৯০ (মার্চ্চ পর্য্যান্ত)—১০টি)

৩। মোট ১, ২৮, ৪৬, ৯'৪০,০০ টাকা (এক কোটি আটাশ লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার নয়শত চল্লিশ টাকা)

Admitted Un-starred Postpond Question No. 58

Name of M.L.A—**Shri Samar Chowdhury.**

Will be Hon'ble Minister in-charge of the Education Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ ইং শিক্ষা বর্ষে জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতে কোন কোন শ্রেণীতে কি কি বই সরকার থেকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রতিটি বই এর কোনটির মূল্য কত? (প্রতিটি বই এবং নাম সহ মূল্যের হিসাব)।

২। এই সকল বই কোন শ্রেণীর কতজন ছাত্রছাত্রীকে দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে কত জনকে বিনামূল্যে এবং কতজনকে নগদ ক্রয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল?

৩। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতি এবং প্রতিবন্দী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কত ছিল এবং তাদের উক্ত পাঠ্য বই দেওয়ার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং কতজনকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর (Reply Postpond Question No, 58)

(১) ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ ইং শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত বইগুলি সরকার থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

শ্রেণী	বিনামূল্যে প্রদত্ত ককবরক ও লুসাই বই এবং তাদের মূল্য	অন্যান্য বই ও তাদের মূল্য
১ম শ্রেনী	১) পুইলা পড়িমা—২·৪৫	১) বাংলা—২·৪০
	২) সানায় বাগছা—৩·০০	২) অংক—৩·০০
	১) Zirna But Bu Bu—oo Khatna ...	
	২) Chhiar Kawp Nambar-oo Let-I	

শ্রেণী	বিনামূল্যে প্রদত্ত ককবরক ও লুসাই বই এবং তাদের মূল্য	অন্যান্য বই ও তাদের মূল্য
২য় শ্রেণী	১) লাবিমা—২·৭৫	১) বাংলা—২·৪০
	২) সানায় বাশনায়—৩·২৫	২) অংক—২·৭০
	৩) Zirna Bul Bu Bu Khatna-I.........oo	
	২। Chhiar Kawp Nambar Let-II......oo	
৩য় শ্রেণী	১) খুমতয়া—২·৪৫	১) বাংলা—৭·৩০
	২) সানায় (বাগহাম)—৩·৬০	২) অংক—৩·১৫
	৩) আকবাই কলমবাই সইসীমা সৌরগুদি—২·৮৫	৩) ইংরেজী—৩·৫৫
	৪) চিনিহা (বাগসা)—২·৩০	৪) ওয়ার্ক বুক—২·৮০
		৫) সমাজবিদ্যা—৮·৭৫
		৬) বিজ্ঞান—২·৫৫
৪র্থ শ্রেণী	১) খুমবুবার—২·৭০	১) বিজ্ঞান—২·৪০
	২) সানায় (বাগবারুই)—২·৯৫	
	৩) আফবাই কলমবাই সইসীমা সৌরগুদি—৩·৬০	
	৪) চিনিহা (বাগনায়)—২·৮৫	
	৫) ককবরক মনি ইয়াকলি—১·৭৫	

শ্রেণী	বিনামূল্যে প্রদত্ত ককবরক ও লুসাই বই এবং তাদের মূল্য	অন্যান্য বই ও তাদের মূল্য
৫ম শ্রেণী	১) আথকিরি—৩·৩০	১) বিজ্ঞান—২·৮৫
	২) সানায় (বাগবা—৩·৩৫	
	৩) চিনিহা (বাগথাম)—৩·১৫	
	৪) আকবাই কলমবাই সইসীমা সৌরঙদি—৩·২০	
	৫) ককবরকমনি ইয়াকলি (বাগনায়)—২·০০	

বিঃ দ্রঃ ৪ খানা লুসাই এর দাম ধার্য্য করা হয় নাই।

১ম শ্রেণী—৩, ১৮, ২৪৪ জন
২য় শ্রেণী—২, ০৮, ২১০ জন
৩য় শ্রেণী—১, ৭০, ৫০৬ জন
৪র্থ শ্রেণী—১, ৩৩, ৬৯৭ জন
৫ম শ্রেণী—১, ০৯, ৬৬৩ জন
বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল—২, ২৮, ১৬৯ জনকে।
নগদ ক্রয়ে দেওয়া হয়েছিল—৭, ১২, ১৬১ জনকে।

৩। ১, ৮৪, ২১৯ জন তপশীলি উপজাতি এবং ৪৩, ৯৫০ জন তপশীলি জাতির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল।

১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ককবরক পাঠ্য বই সমস্ত তপশীলি উপজাতি ছাত্র/ছাত্রীগণকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছিল। ইহা ছাড়া ১ম শ্রেণীতে পাঠরত সমস্ত তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতির ছাত্র ছাত্রীগণকে বিনামূল্যে বাংলা ও অংক পাঠ্য বই বিতরণ করা হয়েছিল। প্রতিবন্দী ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ করার কোন ব্যবস্থা নাই।

Printed by : All Tripura Small Press Owner's Association
Office : C/o. Paul Printing House.
Old R. M. S. Chowmohany
AGARTALA.